রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com | রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৭৬ ■ ঢাকা মঙ্গলবার ■ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ৯ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ২৪ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা | The Daily Panjeree

সম্রাট ও এমপি শাওনসহ ১৪ জনের ব্যাংক হিসাব তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রিমান্ডে থাকা যুবলীগ নেতা জি কে শামীম ও খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার ব্যাংক হিসাব স্থগিত (অবরুদ্ধ) করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটসহ ১২ জনের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। এর মধ্যে শামীমের ব্যাংক হিসাবে ৩০০ কোটি টাকা আছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে রোববার দেয়া পৃথক দুই চিঠির জবাব সোমবারের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে।
ব্যাংক হিসাব তলবের তালিকায় ১২ জনের মধ্যে সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, ফারজানা চৌধুরী, যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট, প্রশান্ত কুমার হালদার, আফসার উদ্দীন মাস্টার, আয়েশা আক্তার, শামীমা সুলতানা, শেখ মাহামুদ জোনাইদ, মো. জহুর আলম, এসএম আজমল হোসেন, ব্রজ গোপাল সরকার ও শরফুল আওয়ালের নাম রয়েছে।

ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট

নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, যাদের বিরুদ্ধে মামলা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

'সম্রাটের' মতোই আছেন সম্রাট

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
রাজধানীর কাকরাইলে রাজমনি সিনেমা হলের ঠিক উল্টোপাশে আটতলা ভবন। লোকজন এই ভবনটিকে চেনেন 'সম্রাটের' অফিস হিসেবে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের ব্যক্তিগত অফিস এটি। গত বুধবারের আগেও এই অফিস ঘিরে নেতাকর্মীর ভিড় লেগে ছিল। এখনও কিছুটা আছে। অনুসারী- ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে আট দিনের সরকারি সফরে রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে আবুধাবি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন।
প্রধানমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৪তম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
ইত্তেহাদ এয়ারলাইনসের একটি বিমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে ৮ দিনের সরকারি সফরে নিউইয়র্কে আবাস্থলে পৌঁছালে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রবাসীগণ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান —পিআইডি

বাংলামোটরে বারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর বাংলামোটরে অবস্থিত শেলে বারে অভিযান পরিচালনা করেছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান। সোমবার রাত সোয়া ৯টা থেকে তারা অভিযান শুরু করে। এর আগে সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় পন্টনে অভিযানে যায়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উত্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বলেন, এখন আমরা বাংলামোটরে শেলে বারে অভিযান চালাচ্ছি। এর আগে আমরা পন্টনে একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়েছি। আমাদের কাছে সংবাদ ছিল এখানে চোরাই পণ্য রাখা হয়েছে। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফু-ওয়াং, পিয়াসী, গোল্ডেন ড্রাগনে বিধিবহির্ভূত কিছু পায়নি পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জুয়ার আসরের সন্ধানে ঢাকার তিনটি ক্লাব ও বারে অভিযান চালিয়ে 'বিধিবহির্ভূত' কিছু পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার হাফিজ আল ফারুক জানান, সোমবার বিকাল থেকে নির্বাহী হকিমের নেতৃত্বে তেজগাঁওয়ের ফু-ওয়াং ক্লাব, মগবাজারের পিয়াসী বার ও বাংলা মোটরের গোল্ডেন ড্রাগনে পুলিশ অভিযান চালায়। প্রায় দুই ঘণ্টা তল্লাশি শেষে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন, ফু-ওয়াং ক্লাবে তারা অবৈধ কোনো কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাননি। 'সেখানে ক্যাসিনো রয়েছে কিনা বা সেখানে জুয়া খেলা হয় কিনা সেজন্য আমরা অভিযান চালিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা পাইনি। বিধিবহির্ভূত কিছু আমরা সেখানে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্ত বাচসাস'র সম্পাদক বাবুসহ ১৫ জুয়াড়ি : পৃষ্ঠা- ২
গোয়েন্দা নজরদারিতে ৫ সচিব : পৃষ্ঠা-২

অভিযান চলবে, গা ঢাকা দিয়েও রেহাই পাবে না : কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
দুর্নীতি, মাদক ব্যবসা, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে যে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গডফাদার-গ্র্যান্ডফাদার নয়, আমরা চিনি অপরাধী : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
যারাই অপরাধী তাদেরই আইনের আওতায় ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলার অভিযোগ গঠন শুনানি ১৪ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
নাইকো দুর্নীতি মামলায় কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য ১৪ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত।
সোমবার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ শেখ হাফিজুর রহমান সময়ের আবেদন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জুয়া থেকে হুইপের আয় ১৮০ কোটি টাকা!

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
চট্টগ্রাম আবাহনী ক্লাবের মহাসচিব ও জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী সেখানে জুয়ার আসর বসিয়ে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা আয় করেছেন বলে দাবি করেছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। তার নাম সাইফ আমিন। তিনি পুলিশের পরিদর্শক।
২০ সেপ্টেম্বর নিজের ফেসবুক ওয়ালে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেন ঐ পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি এক সময় হালিশহর থানা, চট্টগ্রাম মহানগর আদালতের হাজতখানাসহ বিভিন্ন থানায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় কর্মরত। ফেসবুকে সাইফ আমিন লিখেছেন:
ক্লাব-জুয়া-সাংসদ এবং ওসি :
ক্যাসিনো, ক্লাশ, হাউজি, হাজারি, কাইট, পয়শা (চাঁন তারা) এগুলো আবহমান কাল থেকেই মহানগর ও

শামসুল হক চৌধুরী

সাইফ আমিন

জেলা সদরের ওসিদের বিনা ঝামেলায় মোটা টাকা পাওয়ার পথ। মহানগরের ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক দেহ ব্যবসা, ম্যাসেজ পার্লারগুলো ওসি সাহেবদের ২য় ইনকাম জেনারেটিং এসিসট্যান্স করে, থানার ক্যাশিয়ার কালেকশন করে ওসির প্রতিনিধি হিসেবে। ক্লাবপাড়ার ওসিরা এই দুই খাত থেকেই দৈনিক ৫ লাখ করে নিলেও মাসে সেটা দেড় কোটিতে পৌঁছায়। এবার আছে থানার সিভিল টিম, সিয়েরা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ছাত্রলীগ এখন লাঠিয়ালের ভূমিকায়

মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ছাত্রলীগ এখন লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার ছাত্রদলের উপর ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছাত্রদলের নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে রোববারের মতো সোমবারও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মধুর ক্যান্টিনে যায়। সেখানে অবস্থানকালে আওয়ামী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হকিস্টিক, রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুগ্ম সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ, ডাকসুর এজিএস প্রার্থী মো. খোরশেদ আলম সোহেল, জিয়া হল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সাংগঠনি ক সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম শাহীন, শহীদুল্লাহ হল জিএস প্রার্থী মাহবুবুল আলম শাহীন, সূর্যসেন হল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আলম, আতাউর রহমান, খন্দকার ফাহিম, সাগর রহমান ও শাহ আলম চৌধুরীসহ অনেক ছাত্রদলের নেতাকর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদেরকে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিএনপি মহসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এই হামলা আওয়ামী বাকশালী ছাত্রলীগের একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের বহিঃপ্রকাশ। তারা রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে অভিযান চালিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। সদর উপজেলার ফতুল্লা শিয়াচর এলাকায় তক্তার মাঠ সংলগ্ন একতলা একটি বাড়ি ঘিরে গত রোববার মধ্যরাতে এই অভিযান শুরু হয়। সোমবার দুপুরে বাড়িটিতে বিকট শব্দে কয়েকটি বোমার বিস্ফোরিত হয় —পাঞ্জেরী

ফতুল্লার জঙ্গি আস্তানায় বিস্ফোরক, গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম পাওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট।
এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার ও একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকের কথা জানিয়ে কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মনিরুল ইসলাম বলেছেন, এরা 'নব্য জেএমবির সদস্য'। আর ঐ বাড়িতে পাওয়া বিস্ফোরকের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় পাওয়া বিভিন্ন বোমার মিল রয়েছে। সদর উপজেলার ফতুল্লা শিয়াচর এলাকায় তক্তার মাঠ সংলগ্ন এক তলা একটি বাড়ি ঘিরে রোববার মধ্যরাতে কাউন্টার টেররিজম পুলিশ ও জেলা পুলিশের এ অভিযান শুরু হয়।
কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সহকারী কমিশনার মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, 'ঐ বাড়ির ভেতরটা ল্যাবরেটরির মত সাজানো। ভেতরে ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) রয়েছে। আমাদের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের সদস্যেরা সেগুলো ডিফিউজ করতে কাজ করছে।'
ঐ বাড়ির মালিক জয়নাল আবেদীন বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত একজন ডিজিএম। তার দুই সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ছাত্রদলের কার্যক্রমে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কমিটির কার্যক্রমে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে আগামী সাতদিনের মধ্যে ছাত্রদলের নতুন সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলকে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার ঢাকার সিনিয়র চতুর্থ সহকারী জেলা জজ নুসরাত সাহারা বিথী এ আদেশ দেন।
আদালতের পেশকার কল্যাণ কুমার সাহা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক পদে মো. ইকবাল ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

খালেদ-শামীমসহ ক্যাসিনো কারবারিদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
গ্রেপ্তার হওয়া যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া ও গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জিকে শামীমসহ সব ক্যাসিনো কারবারিদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত (ফ্রিজ) করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে জি কে শামীমের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে সংস্থাটি। বিএফআইইউ-এর প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসান সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, অর্থ পাচার ও সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিরোধে ক্যাসিনো কারবারিদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া যুবলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ব্যাংকগুলোতে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, খালেদ মাহমুদ, জিকে শামীমের স্ত্রী, সন্তান ও মা বাবার ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখার পাশাপাশি ৫ কর্ম দিবসের মধ্যে সব তথ্য বিএফআইইউকে জানাতে হবে। ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার পরে বিএফআইইউ অভিযুক্তদের ব্যাংক হিসাবে কীভাবে লেনদেন হয়েছে তা খতিয়ে দেখবে বলে জানান আবু হেনা মোহাম্মদ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতিমন্ত্রী ও সচিব ঢাকায় ফিরলে সেই ডিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সচিব ঢাকায় ফিরলে জামালপুরের সাবেক ডিসি আহমেদ কবীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটি। এ কমিটির প্রধান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মুশফিকুর রহমান রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ডিজি বাবলু কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বাবলু কুমার সাহা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর (বুধবার) এ নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন বিভাগের জমি দখল ফালুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জালিয়াতি করে বন বিভাগের জমি দখল করার মামলায় এ চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।
সোমবার কমিশন থেকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় বলে দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। শিগগিরই এ অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হবে।
ময়মনসিংহের ভালুকা থানার পালগাঁও মৌজায় ছয়টি দলিলের মাধ্যমে ৯ দশমিক ৬৪ একর জমি মোসাদ্দেক আলী ফালুর নামে রেজিস্ট্রি করার অভিযোগে ২০১৭ সালের ২৯ অক্টোবর স্থানীয় থানায় ছয়টি মামলা করে দুদক। ঐ জমি দলিল করতে সহায়তা করার অভিযোগে আরো ১৫ জনকে এসব মামলায় আসামি করা হয়।
ছয় মামলার মধ্যে সোমবার অভিযোগপত্র অনুমোদন দেওয়া মামলায় ফালু ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মাছ উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
মৎস্যসম্পদ (মাছ, আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী ও শামুক) উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও) সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।
ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট (ইইইউ) ওয়ার্ল্ড ইন ফিগার নামের একটি হালনাগাদ প্রকাশনায় এই তথ্য দেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের তথ্যে বাংলাদেশ এ অবস্থান অর্জন করেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, আলোচিত সময়ে মৎস্যসম্পদ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ লাখ টন : পৃষ্ঠা-২

মোহাম্মদ সাঈদ খোকন

এম মমিনুল হক সাঈদ

কমিশনার সাঈদের বিরুদ্ধে ২ মাস আগেও চিঠি দিয়েছিলাম : মেয়র খোকন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
যুবলীগের বেশকিছু নেতার বিরুদ্ধে ঢাকায় ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে রয়েছে। নাম এসেছে কমিশনার একে এম মমিনুল হক সাঈদেরও। অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুই মাস আগেও মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। কিন্তু ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অস্থায়ী পতিতালয় হিসেবে ব্যবহার হতো গুলশানের ৩ স্পা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
গুলশানের স্পাগুলোতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠতি বয়সের যুবতী ও মহিলাদের একত্রিত করে দেহ ব্যবসা পরিচালনা করে যৌন শোষণ ও নিপীড়নমূলক কার্য পরিচালনা করে আসছে আসামিরা। তারা রেসিডেন্ট সেলুন অ্যান্ড স্পা, লাইফ স্টাইল স্পা ও ম্যাংগো স্পাকে পতিতালয় হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া এতে তারা কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে আহ্বান করে স্পাগুলোকে অস্থায়ী পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করে। আসামিরা পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকার সত্যতা প্রকাশ করেছে।
সোমবার গুলশানের তিন স্পা থেকে গ্রেপ্তার ১৮ জনকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দনিয়া কলেজে ৪১ কোটি টাকা লুটপাট!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর দনিয়া কলেজে বিভিন্ন সময়ে ৪১ কোটি ৪০ লাখ ৯৪ হাজার টাকার অনিয়ম পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) এক তদন্ত প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।
গত তিন অর্থবছরে দনিয়া কলেজ তহবিল থেকে ১৬ কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ২২ শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষকরা মিলেমিশে অবৈধভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নামে তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। ভবন নির্মাণে চুক্তির বাইরে ঠিকাদারকে সাড়ে ছয় কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
ডিআইএ'র তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'চাকরি ছেড়ে দেশের বাইরে, মারা গেছেন- এমন শিক্ষকদের নামে সরকারি বেতন-ভাতা তোলা হয়েছে। কলেজের উপাধ্যক্ষ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে বেতন-ভাতা নিয়েছেন দুই জায়গা থেকেই। অতিরিক্ত শাখা বা শিফট না থাকার পরও শিফটের নামে প্রতি মাসে বেতনের বাইরে ছয় লাখ ৮৭ হাজার টাকা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ৬ অক্টোবর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ অক্টোবর (রোববার)। ঐ দিন থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর কথা ভাবা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত ফাইল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ও সচিব সম্মতি দিলে উল্লেখিত তারিখ থেকে জেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা আয়োজন করা হবে, যা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে। মৌখিক পরীক্ষার পর নভেম্বরের প্রথম দিকে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তালিকায় রোহিঙ্গা ভোটার

জড়িত ইসির ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারি

ঢাবি ছাত্রলীগ সভাপতির নেতৃত্বে ছাত্রদলের ওপর হামলার অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ▸
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। হামলায় সংগঠনের ৩০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ঘটনাস্থলে থাকা এক সাংবাদিককে মারধর করে তার মুঠোফোন ছিনিয়ে ছিনেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।
সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে গিয়ে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন। তবে সনজিত দাবি করেন, হামলার বিষয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা ছিল না।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা জানান, নেতা-কর্মীদের নিয়ে সকালে মধুর ক্যানটিনে গিয়েছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন? সেখানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অব্যাহত হট্টগোলের পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জড়িত ইসির ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টায় নির্বাচন কমিশনের ১৫ জনের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারি জড়িত রয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই বিভিন্ন অপরাধে চাকরিচ্যুত। সোমবার রাজধানীর নির্বাচন ভবনের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুল ইসলাম।
প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ভোটার তথ্যে সার্ভারের প্রেজেন্টেশন তুলে ধরে এনআইডির মহাপরিচালক বলেন, 'আমাদের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্রাট ও এমপি শাওনসহ ১৪

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হয়েছে তাদের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। বাকিদের হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে।
সূত্র জানায়, গত রোববার সকালে জি কে শামীমের হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য বড় অংকের কয়েকটি চেক ব্যাংকে জমা পড়ে। এরপর ব্যাংকগুলো থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগাযোগ করে পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ওই দিন দুপুরের মধ্যেই নির্দেশনা জারি করে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়, জি কে শামীম, তার স্ত্রী ও মা-বাবার নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করতে হবে। এ সংক্রান্ত সব তথ্য একদিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে বলা হয়।
এস এম গোলাম কিবরিয়া ওরফে শামীম নিজের নাম সংক্ষেপ করে বলতেন জি কে শামীম। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জি কে বিল্ডার্সের মালিক তিনি। জি কে শামীম নিজেকে যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমবায়বিষয়ক সম্পাদক বলে পরিচয় দিতেন। গত শুক্রবার র‌্যাব সদস্যরা জি কে শামীমের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে হানা দিয়ে তাকে ও তার সাত দেহরক্ষীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর সেখান থেকে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, ১৬৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের (এফডিআর) কাগজপত্র (তার মায়ের নামে ১৪০ কোটি), ৯ হাজার ইউএস ডলার, ৭৫২ সিঙ্গাপুরি ডলার, একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং মদের বোতল জব্দ করে র‌্যাব। অস্ত্র ও মাদক মামলায় জি কে শামীম এখন ১০ দিনের রিমান্ডে আছে। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত শনিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত এই আদেশ দেন।
এর আগে বুধবার অবৈধ অস্ত্র ও ইয়াবা রাখার অপরাধে খালেদকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব। পরদিন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক ও মানি লন্ডারিং মামলা করা হয়। এর মধ্যে মাদক ও অস্ত্র মামলায় সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এ ছাড়া মামলার তদন্তভার দেয়া হয় মহানগর গোয়েন্দাকে (ডিবি)।
জানা গেছে, জি কে শামীম ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর ফাঁকি দিচ্ছে কি না তার সন্ধানে নেমেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। ইতিমধ্যে কর সার্কেল থেকে আয়কর নথি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইসিতে তলব করা হয়েছে।
এনবিআর সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর জি কে শামীমের কর ফাঁকির অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আয়কর রিটার্নে ঘোষিত সম্পদ বিবরণীর সঙ্গে প্রকৃত সম্পদের গরমিল রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া তার লাইফস্টাইলের সঙ্গে প্রকৃত জীবনযাপনে অসঙ্গতি রয়েছে। কর ফাঁকি দিতেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রিটার্নে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন।

'সম্রাটের' মতোই আছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নেতাকর্মীর ভিড়ের সঙ্গে ভবনের সামনে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা আর গণমাধ্যমকর্মীদেরও আনাগোনা বেড়েছে। সম্রাটের অনুসারীদের চোখেমুখে হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ। তবে ঐ ভবনে সম্রাট রয়েছেন 'সম্রাটের' মতোই। বুধবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার রাত ৮টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত টানা ৪৪ ঘণ্টা ধরে তিনি এই ভবন থেকে বের হননি। অনুসারীরা রীতিমতো ভবনটি ঘিরে একপ্রকার পাহারা বসিয়েছে।
দক্ষিণ যুবলীগের সভাপতি কেন কার্যালয় থেকে বের হচ্ছেন না? কেন তার কার্যালয় ঘিরে পাহারা- তা নিয়ে গত তিন দিনে নানা কথা ডালপালা ছড়িয়েছে। একই ইউনিটের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া গ্রেপ্তার হয়ে রিমান্ডে। কতিপয় যুবলীগ নেতার ক্যাসিনো 'সম্রাজ্যে' আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হানার পর কানাঘুষা শুরু হয়েছে- গ্রেপ্তার হচ্ছেন সম্রাটও। এ জন্যই তিনি নিজের কার্যালয়ে কর্মীদের নিয়ে অবস্থান নিয়েছেন। এমনও কথা শোনা যাচ্ছে যে, ভেঙে দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ যুবলীগের কমিটি।
পুরো বিষয়ে ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের সঙ্গে কথা বলার জন্য তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও ভবনের নিরাপত্তা কর্মীরা ভেতরে ঢুকতে দেননি। পরে তার মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, তার শরীর ভালো নয়। এ জন্য খুব একটা বের হচ্ছেন না। তাছাড়া দলীয় কর্মসূচি না থাকায় তিনি বের হচ্ছেন না।
গ্রেপ্তার এড়াতে কার্যালয় থেকে বের হচ্ছেন না- এ অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, এটা ঠিক নয়। সব সময়েই তিনি ঐ ভবনে থাকেন। এটা নতুন কিছু নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলেন, 'আমি বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেই চেষ্টা করছি।'
ভবনেই রান্না, ভবনেই ঘুমান তিনি :বুধবার সন্ধ্যায় খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তারের পর মধ্যরাতে অনুসারীদের নিয়ে কাকরাইলের ঐ ভবনে কর্মীবেষ্টিত হয়ে আছেন ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট। তখন নেতাকর্মীরা স্লোগান দেন- 'সম্রাটের কিছু হলে/জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে', 'সম্রাট ভাই ভয় নাই/রাজপথ ছাড়ি নাই'। এরপর থেকে ভবনের ভেতর-বাইরে প্রায় হাজার খানেক নেতাকর্মী নিয়ে তিনি নিজের কার্যালয়ে অবস্থান করছেন। অনুসারীদের দিয়ে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে সেখানে।
শুক্রবার সকালে ও দুপুরে দুই দফায় এই প্রতিবেদক ভবনের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে ভেতর থেকে কলাপসিবল গেট আটকানো দেখা যায়। ভেতর থেকে নিরাপত্তাকর্মী জানান, আপাতত ভেতরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি নেই। ঐ সময়ে বাইরে থেকে চার থেকে পাঁচজন যুবক ঘিরে ধরেন এই প্রতিবেদককে। ভেতরে ঢুকতে চাওয়ার কারণ জানতে চান। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে নিজেদের যুবলীগের কর্মী পরিচয় দিলেও নাম না বলেই চলে যান।
অবশ্য সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চিত করেছে, ভবনটির চারতলায় নিজের কক্ষেই সম্রাট অবস্থান করছেন। সেখানেই তিনি ঘুমান। তার ঘুমের সময় ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং বিশ্বস্ত অনুসারী মিলিয়ে ২০ জন তাকে রাতভর পাহারা দেন। ভেতরেই সবার জন্য রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করেন। প্রতিদিন অন্তত ৩০০ কর্মীর জন্য ঐ ভবনে রান্নার আয়োজনও হয়।
ঐ সূত্রটি জানায়, ভবনটির নিচতলায় 'যুব জাগরণ' নামে একটি পাঠাগার রয়েছে। সেখানে বসে যে কেউ যুবলীগের বিভিন্ন প্রকাশনার বই পড়তে পারেন, বই বিক্রিও হয় সেখান থেকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে সেটি বন্ধ রয়েছে। নিচতলার একটি অংশে মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের অফিস রয়েছে। সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিলেও গত দু'দিনে কেউ আসেননি। ভবনটির দ্বিতীয় ও তৃতীয়তলা খালি থাকে। সেখানে বিভিন্ন সময়ে নেতাকর্মীরা অবস্থান করেন। চতুর্থতলায় সম্রাটের অফিস ও বিশ্রামের জায়গা রয়েছে। উপরের তলাগুলোতে অডিটরিয়াম রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন সময়ে যুবলীগের নানা সভা হয়।
যুবলীগের বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, চতুর্থতলাতে সম্রাটের জন্য আলিশান থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো ভবনটি আগে থেকেই নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে ছিল। সম্প্রতি সেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ঘনিষ্ঠ কর্মীদের তিনি জানিয়েছেন, বুধবারের পর থেকে তিনি কিছুটা বিমর্ষ ও চিন্তিত। নিয়মিত ঘুমাতেও পারছেন না। এমন অবস্থার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।
বিদেশ যাওয়ার চেষ্টায় সম্রাট :যুবলীগের মধ্যে এমন কথাও ছড়িয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান অভিযানের মুখে গ্রেপ্তার এড়াতে সম্রাট বিদেশ চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অবশ্য তার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, সম্রাটের হার্টে পেসমেকার বসানো রয়েছে। এ জন্য তিনি মাঝেমধ্যেই বিদেশ গিয়ে চিকিৎসা করান। শিগগির বিদেশ যাওয়ার কথা ছিল। তার জরুরি চিকিৎসারও দরকার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি বিদেশ গেলে পালিয়েছেন বলে দুর্নাম রটবে। এ জন্য তিনি যাচ্ছেন না।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পেলে তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাবেন। এ জন্য তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন।

জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নিয়ে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এবং রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। পরে একটি সুশোভিত মোটর শোভাযাত্রাসহ প্রধানমন্ত্রীকে লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র সফরে প্রধানমন্ত্রী সেখানেই অবস্থা করবেন। হোটেলে পৌঁছালে নিউইয়র্কের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
এর আগে প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে এক দিনের যাত্রাবিরতি শেষে রোববার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি গত শুক্রবার নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যান।
২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজের সঙ্গে কো-চেয়ার হিসেবে জাতিসংঘে ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের (ইসিওএসওসি) ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের সমান্তরাল বহুপক্ষীয় প্যানেল বৈঠক পরিচালনা করবেন।
এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী অছি পরিষদে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হলে ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটে বক্তব্য দেবেন এবং 'রিকগনাইজিং পলিটিক্যাল লিডারশিপ ফর ইম্যুনাইজেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।
আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ২৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত নয়টায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইত্তেহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে আবুধাবি হয়ে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত আটটায় আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ এবং পরে একই বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ভিভিআইপি বিমানে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন।
আগামী ১ অক্টোবর ভোরে ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।

বাংলামোটরে বারে মাদকদ্রব্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এ সংবাদ পেয়ে সেখানে আমরা অভিযান চালিয়েছি। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম। তবে গোডাউনে কিছুই পাওয়া যায়নি।
তিনি আরও বলেন, পল্টনে অভিযানের পর আমরা বাংলামোটরে শেলে বারে এসেছি। এখন সেখানে অভিযান চলছে। তবে অভিযানের সময় দেখা গেছে সেখানে অবৈধ তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। জুয়ারও কোনো অস্তিত্ব নেই।

ফু-ওয়াং, পিয়াসী, গোল্ডেন ড্রাগনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পাইনি।' এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ফু-ওয়াং ক্লাবে একটি বার রয়েছে। তবে তারা লাইসেন্স নিয়েই বার চালাচ্ছে। পিয়াসী ও গোল্ডেন ড্রাগনেও অবৈধ কিছু মেলেনি জানিয়ে অতিরিক্ত উপ-কমিশনার হাফিজ আল ফারুক বলেন, 'জুয়া বা ক্যাসিনো আমরা পাইনি। বার যেটা আছে, সেটার অনুমতি তাদের আছে।' ঢাকায় যুবলীগ নেতাদের '৬০টি ক্যাসিনো চালানোর' খবর সংবাদমাধ্যমে আসার পর গত বুধবার ফকিরাপুল ইয়ংমেনস ক্লাবসহ চারটি ক্লাবে অভিযান চালিয়ে জুয়ার সরঞ্জাম, কয়েক লাখ টাকা ও মদ উদ্ধার করে র‌্যাব। অবৈধভাবে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে ওই ক্লাবের সভাপতি যুবলীগের ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে সেদিন গ্রেপ্তার করা হয়। এর দুই দিনের মাথায় শুক্রবার ঢাকার কলাবাগান ক্রীড়াচক্র ও ধানমন্ডি ক্লাবেও অভিযান চালায় র‌্যাব। কলাবাগান ক্রীড়াচক্র থেকে ক্লাব সভাপতি কৃষক লীগ নেতা সফিকুল আলম ফিরোজসহ পাঁচজনকে অস্ত্র-গুলি ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
রোববার মাঠে নামে পুলিশ। ঢাকার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘে অভিযান চালিয়ে প্রতিটি জায়গায় ক্যাসিনোর সরঞ্জাম পায় তারা। পরে রোববার রাতে গুলশানের তিনটি স্পায় অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে আটক করে পুলিশ। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হওয়ার আগে বিমানবন্দরে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, মাদক, অনিয়ম, দুর্নীতির চক্র না ভাঙ্গা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে যেতে হবে।

অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্ত বাচসাস'র সম্পাদক বাবুসহ ১৫ জুয়াড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক
জুয়া খেলার সময় গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবুসহ ১৫ জন অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মইনুল ইসলাম তাদের মুক্তির আদেশ দেন।
মুক্তি পাওয়া অপর ১৪ জন হলেন- কামাল মোহাম্মদ কিবরিয়া, মো. বাচ্চু, মহিউদ্দিন হাওলাদার, নুরুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, হরেস সাহা, সরোয়ার আলী দীপু, মাহফুল আলম, কামরুল আহমেদ, গোলাম রসুল, মো. আক্তার হোসেন, মো. মাহমুদ রহমান সোহাগ, মো. বাবু ও এম এ রহমান।
এদিন রমনা মডেল থানার এসআই খায়রুজ্জামান আসামিদের আদালতে হাজির করেন। আসামিরা আদালতে দোষ স্বীকার করেন। আদালত আসামিদের ৫০ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। আসামিরা আদালতে অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করে মুক্তি পান।
রোববার রাত সাড়ে ১০টার পর রাজধানীর বিজয় নগরের সায়হাম স্কাইভিউ টাওয়ারে অভিযান চালায় রমনা থানা পুলিশ। অভিযানে কামরুজ্জামান বাবুসহ ১৫ জন জুয়াড়িকে আটক করে পুলিশ। পরে আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন রমনা মডেল থানার এসআই খায়রুজ্জামান।

গোয়েন্দা নজরদারিতে ৫ সচিব

ডেস্ক রিপোর্ট
জি কে শামীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ইতোমধ্যে গোয়েন্দা নজরদারিতে পড়েছেন ৫ সচিব। জানা গেছে যে, জি কে শামীম বিভিন্ন টেন্ডারের কাজ পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতেন তাদেরকে। তাদের সঙ্গে জি কে শামীমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাদের সহায়তায়ই টেন্ডার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন জি কে শামীম।
একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে যে, জি কে শামীমের অফিস থেকে যে সিসি টিভি ফুটেজ পাওয়া গেছে সেখানে এই ৫ জন সচিব যে প্রতিনিয়ত জি কে শামীমের কাছে যেতেন তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জিকে শামীম জিজ্ঞাসাবাদেও স্বীকার করেছেন যে, তাদেরকে তিনি মাসে মাসে বিপুল পরিমাণে টাকা দিতেন তিনি। এই ৫ জন সচিবের মধ্যে দু'জন সাবেক সচিব তারা চাকরি শেষে অবসরে গেছেন আর ৩ জন বর্তমানে সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।
বিভিন্ন সরকারী কাজ পেতে শামীমকে সহায়তা করা ছিল এইসব সচিবদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এছাড়াও এই সমস্ত সচিবরা যে সমস্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন সেখানে টেন্ডার সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিতেন যেন এই টেন্ডারটি জি কে শামীমকেই দেওয়া হয়। এমনকি টেন্ডার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এমনভাবে শর্তগুলো যুক্ত করা হতো যেন এই কাজ জি কে শামীম ছাড়া অন্য কেউ না পায়। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, জি কে শামীমের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যখন পূর্ণাঙ্গ মামলার প্রক্রিয়া শুরু হবে তখন এই ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যারাই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। যারাই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তারা যেই হোক না কেন তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে

অভিযান চলবে, গা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
অভিযান শুরু হয়েছে তা চলবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে আইনশৃঙ্খল বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যত বড় গড ফাদার হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবেনা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এ অভিযান চলতে থাকবে।
সোমবার সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে এ অভিযান শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয় বরং সারাদেশে চলবে। যারা মদ, জুয়ার আসর বসিয়ে সরকার ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে তারা কেউ ছাড় পাবেনা। এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ।'
ঢাকা দক্ষিণ যুবলীগের সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট এ অভিযানে গ্রেপ্তারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, তা আমি জানিনা। তবে যত বড় গডফাদার হোন না কেন, গা ঢাকা দিয়ে কেউ রেহাই পাবেন না।
বিএনপির সমালোচনার জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো নেতাকর্মীর বিচার করতে পারেনি। তাদের মুখে সমালোচনা মানায় না। আজ সরকার ও দলে যে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে, তাতে শুধু সরকারেরই নয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই উন্নয়ন, সুনাম কারো জন্য ম্লান হতে দেওয়া যাবেনা।'
অভিযান সম্পর্কে যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর মন্তব্যের জবাব দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'কে কী মন্তব্য করেছেন তা দেখার সময় নেই। এ অভিযান দুর্নীতি, মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ নেই।'
সরকার, দল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের সামনে এমন ভয়াবহ মাদক, জুয়া ব্যবসা কিভাবে গড়ে উঠেছে? এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের দিকেই আঙ্গুল তুলেন। তিনি বলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যমকর্মীরাও এসব তুলে ধরতে পারতেন। সংবাদপত্রে প্রতিবেদন দেখে নেতাকর্মীরা ভুল-ভ্রান্তি শুধরে যান বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গডফাদার-গ্র্যান্ডফাদার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
আনা হচ্ছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, গডফাদার, গ্র্যান্ডফাদার নয়, আমরা চিনি অপরাধী। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে এ কথা বলেন তিনি। বিভিন্ন অপরাধে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও ঢাকা শহরের ক্যাসিনোগুলোয় অভিযানের ফলে অপরাধীরা দেশের বাইরে চলে যেতে পারেন, এ জন্য কোনো সতর্কতা জারি করা হয়েছে কি না- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রেড অ্যালার্ট জারি করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।
বিমানবন্দরেও বিশেষ কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি বলে জানান তিনি।
এদিকে, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও জুয়ার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের পর অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন, আবার অনেকে নজরদারিতে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কথা জানান।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মঞ্জুর করে এ দিন ধার্য করেন। এদিন মামলার অভিযোগ গঠনের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন থাকায় তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। এ জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সময়ের আবেদন করেন। মামলা সূত্রে জানা গেছে, কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতির মামলাটি করেন। ২০১৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করা হয়। এতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউসুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম এবং নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ।

জুয়া থেকে হুইপের আয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ডে/নাইট, লিমা ডে/ নাইট/ পক্ক ডে নাইট। এরপর ডিবি। ডিবি একসঙ্গে নেয় না, তালিকা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা হয়। প্রতি মাসেই স্ব স্ব ইউনিট থেকে কর্মরত অফিসারদের তালিকা আপডেট করে হাউজগুলোতে পাঠানো হয়। বাকি থাকে মাদক, ওসিরা এখন মাদকের টাকা নেয় না। মফস্বলের ওসিরা চায় সারা বছর মেলা। মেলা মানে ধামাকা ধামাকা নৃত্য, জুয়া, হাউজি, ওয়ান/টেন আর ডাব্বা খেলা। দৈনিক ওসির ৫০ হাজার, মাসান্তে ১৫ লক্ষ, তিন মাস চললে ৪৫। ব্যস! আগের পোস্টিং ফ্রি, আর পরেরটা মঞ্জুর। বাকি দিনে যা পান সব বোনাস।
ঢাকায় মেনন সাহেব একটির চেয়ার অলংকৃত করেছেন। দোষের কিছু নাই। রাজনীতি বলে নকশালীরা টাকশালি। অর্থাৎ টাকশালের মালিক তারা হন।
চট্টগ্রামে শামসুল হক মাস্টার (!)। ছিঃ ধিক্কার জানাই। আমার নিজের হিসেবে তিনি আজ ৫ বছর চট্টগ্রাম আবাহনীর জুয়ার বোর্ডের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক এবং গডফাদার। দৈনিক সর্বনিম্ন ১০ লাখ করে নিলেও আজ ৫ বছরে শুধু জুয়া থেকে নিয়েছেন প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। ক্লাবটি হালিশহর থানায়, এমপি সাহেব ওসির জন্য মাসে হাজার দশেক টাকা পাঠান ছিঁচকে ছিনতাইকারী ও মাদকসেবী দীঘলের মারফত (তথাকথিত যুবলীগ নেতা)। টাকার এত অবনয়নে হালিশহরের ওসিরা সেই টাকা নেন না। যদিও ঐ থানায় ১৩০০টি দেহ ব্যবসার আলয় আছে। ওসি দৈনিক বাসা প্রতি ৫০০ টাকা করে ৬০ হাজার পান। মাসে এখানে ১৮ লাখ পান, তাই মাস্টারের জুয়ার আখড়া মুফতে চললেও রা করেন না। এই হক মাস্টারের অর্থশালী হয়ে ধরা কে সরা জ্ঞান করার অন্য কারবার হলো ইয়াবা ট্রানজিট। সরকারের কড়াকড়ি আরোপের আগ পর্যন্ত টেকনাফ থেকে আসা ইয়াবার ৮০ ভাগ তার পটিয়ায় ট্রানজিট দিতো। এবং র‌্যাব এর এনকাউন্টারে মাস্টার সাবের ইয়াবা উইং কমান্ডার নিহত হলে দীর্ঘ একযুগ পর চট্টগ্রামের স্টেশন কলোনি ইয়াবা ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। শত অভিযান আর আন্তরিকতা সত্ত্বেও যা বন্ধ করতে পারেননি সিএমপির সাবেক কমিশনার জনাব মোহাঃ সফিকুল ইসলাম, জনাব জলিল, জনাব ইকবাল বাহার চৌঃ। অথচ হক মাস্টার ধোয়া তুলশী রয়ে গেলেন।
জুয়া দিয়ে এবং নিয়ে দেশময় প্রায় একই অবস্থা। আগের সরকারে করেছেন খোকা, আব্বাস, ফালু, এখন করছেন মেনন, শামসু মাস্টার, খালিদ। কিন্তু সব আমলেই কমন আছেন ভ্রান্ত ওসি সাহেব।

খালেদ-শামীমসহ ক্যাসিনো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
রাজি হাসান।
তিনি বলেন, পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিষয়টি জানানো হবে। সন্দেহজনক লেনদেন প্রমাণিত হলে হিসাবগুলো জব্দ করা হবে।
সম্প্রতি যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ও জি কে শামীমকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ দুই নেতার গ্রেপ্তারের পর রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) জিকে শামীমের ব্যাংক হিসাব থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তোলার জন্য কয়েকটি চেক জমা হলে ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। পরে আটকে দেওয়া হয় এসব চেক।
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোববারই একটি নির্দেশনা জারি করে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট।

প্রতিমন্ত্রী ও সচিব ঢাকায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হয়ে থাকা জামালপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) আহমেদ কবীরের প্রতিবেদনটি এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও সচিব ফয়েজ আহমেদ দেখেননি।
তিনি জানিয়েছেন, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব উভয়ই এখন ঢাকার বাইরে আছেন। তারা ফিরলে প্রতিবেদনটির ব্যাপারে পরবর্তী উদ্যোগ নেবেন।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, প্রতিবেদনটি জমা দেওয়ার বিষয়টি আমি জেনেছি। তবে এখনও প্রতিবেদনটি দেখিনি। আমি এই মুহূর্তে মেহেরপুর থেকে খুলনা যাচ্ছি। ঢাকায় ফিরবো বুধবার। ঢাকায় ফিরে তদন্ত প্রতিবেদনটি দেখে এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহমেদ রয়েছেন পটুয়াখালী। তিনি ঢাকায় ফিরবেন আগামীকাল মঙ্গলবার।
উল্লেখ্য, আহমেদ কবীর জামালপুরের জেলা প্রশাসক থাকাবস্থায় অফিসের ভেতরেই তার খাস কামরায় (বিশ্রামকক্ষে) এক নারী কর্মচারির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় থাকার একটি ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হলে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনারকে। একইসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেও তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় গত ২৫ আগস্ট আহমেদ কবীরকে জেলা প্রশাসকের পদ থেকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়। এ ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদের তদন্ত কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হলেও পরবর্তীতে কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ১০ কর্মদিবস সময় বাড়ানো হয়। গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত কমিটি।
জানা গেছে, ড. মুশফিকের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশে মাঠ প্রশাসনে মনিটরিংয়ে দুর্বলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, ডিসির কাজের ধরন অনুযায়ী মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য খাস কামরা থাকতে পারে। তবে সেখানে দরজা বন্ধ করে খাট-পালঙ্কের আয়োজন না করে বড় জোর ইজি চেয়ার বা ডিভান টাইপের কিছু রাখা যেতে পারে। এছাড়া সাবেক ডিসির এই কর্মকাণ্ড প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির প্রধান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মুশফিকুর রহমান জানিয়েছেন, আমাদের সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আমাদের তদন্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জমা দিয়েছি। এ মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না।

ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ডিজি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব শফিকুল ইসলাম লস্কর সম্প্রতি অবসরে গেছেন। এরপর অধিদপ্তরের পরিচালক (কার্যক্রম ও গবেষণাগার বিভাগ) হারুন-উর-রশিদ ভূঁইয়া অতিরিক্ত হিসেবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি, গণশুনানি ও বিরোধ নিষ্পত্তি, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বাজার তদারকির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ, ভোক্তাদের অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি এবং গণশুনানি ও সভা বা সেমিনার আয়োজনের কাজ করে থাকে।

ছাত্রলীগ এখন লাঠিয়ালের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, তারা শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে চায় না। ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এই ভয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এখন লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করছে।
তিনি বলেন, ছাত্রলীগের হাতে বই, খাতা, কলমের পরিবর্তে অস্ত্র তুলে দেয়ার কারণেই আজ শিক্ষাঙ্গনগুলো রক্তাক্ত এবং তারা নিজেরা মহাচাঁদাবাজ হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঘোষিত শাসকে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেরা বেপরোয়াভাবে চাঁদাবাজী, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য, নকল বাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁস বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সরকার এদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের এই রক্তাক্ত আক্রমণকে কাপুরোষচিত বলে উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমি এই হামলায় জড়িত দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি এবং আহত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের আশু সুস্থতা কামনা করছি।'

ফতুল্লার জঙ্গি আস্তানায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ফরিদউদ্দিন রুমি ঢাকার আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ও প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক। আর ছোট ছেলে জামালউদ্দিন রফিক খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থী। রুমির স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস অনু অগ্রণী ব্যাংকে চাকরি করেন বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের সদস্যরা আগে থেকেই এই পরিবারের সদস্যদের ওপর নজর রাখছিলেন। রোববার রাতে তারা বাড়িটি ঘিরে ফেলেন এবং সকালে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও সোয়াট সদস্যরা আসার পর অভিযান শুরু হয়।
প্রথমে রোবট বাহন পাঠিয়ে দূর নিয়ন্ত্রিত ক্যামেরার মাধ্যমে ভেতরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে অন্তত তিনটি বিস্ফোরককে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক ঘটানো হয়।
পুলিশ সদস্যরা ঐ বাড়ির ২০০ গজ দূর থেকে পুরো এলাকা ঘিরে রাখলেও উৎসুক জনতা সড়ক ও আশপাশের বহুতল বাড়ির ছাদে ভিড় করে।
দুপুরে ঐ বাড়ির কাছে সবাংবাদিকদের সামনে এক ব্রিফিংয়ে এসে কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল বলেন, মিজানুর রহমান নামে নব্য জেএমবির এক সদস্যকে রোববার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে ঘিরে ফেলা হয় ফতুল্লার ঐ বাড়ি। তখনই রুমিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভোরের দিকে ঐ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের মজুদ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হন কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের সদস্যরা।
মনিরুল বলেন, 'আমরা এই দলের আরও কয়েকজনের তথ্য পেয়েছি। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।' জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম বলেন, 'অভিযান চলছে। আমরা কাউন্টার টেররিজম ইউনিটকে সহযোগিতা করছি। অভিযান শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।'

ছাত্রদলের কার্যক্রমে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হোসেনকে এ মামলায় পক্ষ করার আবেদন করেন মামলার বাদী। এ সময় বর্তমান কমিটির কার্যক্রম কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তার জন্য আবেদন করা হয়। তাদের কার্যক্রমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করেন। আদালত ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে এ মামলায় পক্ষ করে তাদের কার্যক্রমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। একই সঙ্গে সাতদিনের মধ্যে এ বিষয় জবাব দেয়ার জন্য নোটিশ জারি করেন।
এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের কাউন্সিলের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ঢাকার চতুর্থ সহকারী সিনিয়র জজ আদালত। এ দিন ছাত্রদলের সদ্য বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান কাউন্সিলের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। এছাড়া ছাত্রদলের ষষ্ঠ কাউন্সিল কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সাতদিনের মধ্যে বিএনপির মহাসচিবসহ দলটির ১০ নেতাকে জবাব দিতে বলা হয়।
যে কারণে নিষেধাজ্ঞা : মামলার অভিযোগে আমানউল্লাহ বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ছাত্র সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে থাকতে পারে না। সে অনুযায়ী ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিএনপি নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে বলেছিল ছাত্রদল তাদের অঙ্গ সংগঠন নয়। বিএনপি পঞ্চম কাউন্সিলে তা পাস করেছিল। চলতি বছরের ৩ জুন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদলের কমিটি ভেঙে দেন। ৯ জুন মির্জা ফখরুল নির্বাচন চালানোর জন্য তিনটি কমিটি গঠন করেন। ২২ জুন ছাত্রদলের ১২ জনকে বহিষ্কার করেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

অস্থায়ী পতিতালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হাজির করে গুলশান থানা পুলিশ। এ সময় দুই জনের রিমান্ড আবেদন ও ১৬ জনকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। আবেদনে এসব কথা উল্লেখ্য করেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।
এদিন অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে রাজধানীর গুলশানের ম্যাংগো স্পা থেকে গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামানের দু'দিন ও লাইফ স্টাইল স্পার রুহে আলমের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে তিনটি স্পা থেকে গ্রেপ্তার ১৬ জন নারীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
গুলশান থানায় করা মানবপাচার আইনে দায়ের করা মামলায় ম্যাংগো স্পার আসাদুজ্জামানের সাতদিন ও লাইফ স্টাইল স্পার রুহে আলমের পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।
অন্যদিকে তাদের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম আতিকুল ইসলাম জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে আসাদুজ্জামানের দু'দিন ও রুহে আলমের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
অন্যদিকে ম্যাংগো স্পার মাহফুজা পৃথকভাবে জামিন চাইলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন।
এদিন গুলশান থানার মানবপাচারের পৃথক তিন মামলায় স্পার ১৬ নারীকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত শেষে না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর হাকিম আতিকুল ইসলাম তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মহিলা বিবেচনায় তাদের রিমান্ড আবেদন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ।
কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- রেসিডেন্ট সেলুন অ্যান্ড স্পার সাদিয়া, রুমানা আক্তার, হিরা মনি, মমতাজ বেগম ও লাকি আক্তার মিম। লাইফ স্টাইল স্পার লিলি রেমা, সাহিদা, হাওয়া আক্তার, শারমিন আক্তার, মাধবী চিরং, কলি হক, সুমা সাংমা, টিনা খাতুন, রুবি ও লাকি।
কারাগারে পাঠানো অন্য নারী হলেন ম্যাংগো স্পার মাহফুজা সাথী। উল্লেখ্য, রোববার রাতে রাজধানীর গুলশানের তিনটি স্পা সেন্টারে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে ১৬ নারী ও তিনজন পুরুষসহ ১৯ জনকে আটক করে গুলশান থানা পুলিশ। স্পা সেন্টারগুলো হলো- লাইফস্টাইল হেলথ ক্লাব অ্যান্ড স্পা অ্যান্ড সেলুন, ম্যাঙ্গো স্পা ও রেজিডেন্স সেলুন-২ অ্যান্ড স্পা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটকের মধ্যে একজন পুরুষের কোনো সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

দনিয়া কলেজে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নেন। সরকারি চাকরিজীবীদের মতো তারা বাড়িভাড়াও নিচ্ছেন। তাও একবার নয়, মাসে দুবার। এমন ভয়াবহ জালিয়াতি, নিয়োগ কেলেংকারির ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর যাত্রাবাড়ির শনির আখড়ায় অবস্থিত দনিয়া কলেজে।' গত ছয় বছরে এভাবে লুটপাট হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
ডিআইএ কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটির উপ-পরিচালক রসময় কীর্তনীয়ার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি টিম কলেজের সার্বিক বিষয় তদন্ত করেন। তারা কলেজে ব্যাপক লুটপাটের প্রমাণ পান। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রতিবেদনটি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেই প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের দপ্তরে রয়েছে।
আর্থিক দুর্নীতি : প্রতিবেদনে দনিয়া কলেজের আয়-ব্যয় বিষয়ে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে কলেজটিতে বেসরকারি ব্যয় ছিল ছয় কোটি ৬৪ লাখ ৯৭ হাজার ৬৯৮ টাকা। অথচ কলেজের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে ১৮ কোটি চার লাখ ৩৬ হাজার ৪৮৪ টাকা। অর্থাৎ ১১ কোটি ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭৩৬ টাকা অপ্রদর্শিত রয়েছে। এ টাকা কোন খাতে ব্যয় হয়েছে বা কোন ফান্ডে জমা আছে, তা দেখাতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুই কোটির বেশি টাকা অপ্রদর্শিত রয়েছে। একইভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অপ্রদর্শিত রয়েছে তিন কোটি টাকা। এ তিন বছরে সাড়ে ১৬ কোটি টাকা কলেজের তহবিল থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এসব টাকা ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপনের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। এছাড়া কলেজে ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংক থেকে উঠানো এক কোটি ৪০ লাখ ১১ হাজার টাকার কোনো হিসাব কলেজের কাছে নেই। যা আত্মসাৎ বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। ভ্যাট বাবদ এক কোটি দুই লাখ ৪৩ হাজার টাকা কর্তন করা হলেও সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। আয়কর বাবদ ৮৩ লাখ ১০ হাজার ৭৬৫ টাকা কর্তন করা হলেও সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। ১৯৯৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বেতন বইয়ের ৩৭ হাজার ২৩০টি রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়নি। ২০১২ সাল থেকে তদন্তকালীন সময়ে সরকারি ও বেতন বই না থাকায় রাজস্ব স্ট্যাম্পের কোনো হিসাব পায়নি তদন্ত কমিটি।
প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০ খাতে টাকা আদায় করে কলেজ। এসব খাতে ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ছয় কোটি নয় লাখ ৯৪ হাজার টাকা আয় হলেও কলেজ তহবিলে জমা দেয়া হয়নি। পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। কিন্তু কোন খাতে, কীভাবে ব্যয় হয়েছে তার কোনো ভাউচার দেখাতে পারেনি। খাতভিত্তিক আয় হলেও ব্যয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই। যা সরাসরি আত্মসাতের শামিল।
ভবন নির্মাণে দুর্নীতি : কলেজের ১০তলা একটি ভবন নির্মাণে ভয়াবহ দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। ১১ কিস্তিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১০ কোটি দুই লাখ ২১ হাজার টাকায় চুক্তি হলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়েছে ১৬ কোটি ৬২ লাখ টাকার বেশি। অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে ছয় কোটি ৫৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। ঠিকাদারকে চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হলেও চেক রেজিস্ট্রারে লেখা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, ১০তলা ভবন নির্মাণের ব্যয় ক্যাশ বইয়ে লেখা নেই।
প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জোড়া বেঞ্চ কেনা হয়। এসব বেঞ্চ সরবরাহের পর তা রেজিস্ট্রার খাতায় লেখা হয়নি। আদৌ ৫০০ জোড়া বেঞ্চ কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন কি-না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তদন্ত কমিটি।
শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম : কলেজে ২২ জন শিক্ষক বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগ পেয়ে এক কোটি ৮৮ লাখ ৬২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। এছাড়া আরও কয়েকজন শিক্ষক বিধিবহির্ভূতভাবে ১৯ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৩ টাকা আত্মসাৎ করেন। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপক তিনজন ৮৮ লাখ চার হাজার ৮৩ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কলেজের তথ্য অনুযায়ী ১৭৪ জন শিক্ষক-কর্মচারি রয়েছেন। এর মধ্যে অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন ২২ জন। তাদের মধ্যে অন্যতম উপাধ্যক্ষ মো. মোশারফ। তিনি ২০০৪ সালের ২৫ আগস্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর দুই বছর পর তিনি আদালতে মামলা করে স্বপদে ফিরে আসেন। ২০০৯ সালে তিনি মানবিক সাহায্য বাবদ সাত লাখ টাকা কলেজ তহবিল থেকে অনুদান নেন। মামলা চলাকালীন ২০০৯-১৪ সাল পর্যন্ত শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। মামলার কারণে ওই সময় সরকারি বেতন-ভাতা পাননি। পরে কোর্টের রায় অনুযায়ী, মামলা চলাকালীন বেতন-ভাতা হিসাবে কলেজ থেকে ২৮ লাখ ৩৯ হাজার ১১৫ টাকা নেন। একই সময়ে তিনি উৎসব ভাতা চার লাখ সাত হাজার টাকাসহ অন্যান্য আনুতোষিক সুবিধা বাবদ ২৫ লাখ ৬৯ হাজার ৮০০ টাকা তোলেন। বিধিবহির্ভূতভাবে তিনি এ খাতে ১৮ লাখ ৩৮ হাজার ৮০০ টাকা নেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, উপাধ্যক্ষ মো. মোশারফ বিধিবহির্ভূতভাবে কলেজের তহবিল থেকে চিকিৎসা ও এককালীন সুবিধা বাবদ দুই লাখ ১৪ হাজার টাকা নেন। এটিও ফেরতযোগ্য। তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালীন কলেজ তহবিল থেকে পূর্ণ বেতন-ভাতা নেন। গত ২০০৯ সালের মার্চ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২৩ লাখ ২০ হাজার ২৮৩ টাকা নেন। অতিরিক্ত ভাতা বাবদ ১৪ লাখ ৪৫ হাজার ও দায়িত্ব ভাতা ছয় লাখ ৫১ হাজার টাকা নেন।
শিফটের নামে অর্থ আত্মসাৎ : কলেজ পর্যায়ে শিফট চালুর নিয়ম নেই। অথচ শিক্ষক-কর্মচারিরা মূল বেতনের ২০ শতাংশে শিফট ভাতা নিচ্ছেন। এক মাসেই ১১৫ শিক্ষক-কর্মচারি ছয় লাখ ৮৭ হাজার টাকার বেশি শিফট ভাতা নেন। বেতন-ভাতা বাবদ এমপিওভুক্তদের থেকে ২০ টাকা ও নন-এমপিওদের কাছ থেকে ১০ টাকা কেটে রাখা হলেও বেতন বিলে কোনো রাজস্ব ব্যবহার করা হয়নি। শিক্ষক একরামুল হক প্রতি মাসে সরকারিভাবে বেতন-ভাতা বাবদ ৪৩ হাজার ৪২৫ টাকার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে কলেজ থেকে নেন ৯৭ হাজার ১৩২ টাকা। এছাড়া প্রতি মাসে ভাতাও নেন ২৫ হাজার টাকা করে। অথচ মূল পদে থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত ভাতা নেয়ার সুযোগ নেই। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহকারী অধ্যাপক সাহরা বেগম বেতন-ভাতা বাবদ সরকারিভাবে প্রতি মাসে নেন ৩৮ হাজার ৭৭৫ টাকা। কলেজ তহবিল থেকে নেন প্রতি মাসে এক লাখ তিন হাজার ৩৯৬ টাকা। এছাড়া দায়িত্বভাতা বাবদ প্রতি মাসে নেন ৪১ হাজার টাকা। অথচ বিধি মতে মূল বেতনের ১০ শতাংশ অর্থাৎ সর্বোচ্চ দেড় হাজার টাকা নিতে পারবেন তিনি। অতিরিক্ত নেয়া এসব টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ফেরতযোগ্য। তার জন্য গাড়িরও বরাদ্দ রয়েছে। অথচ অনিয়ম করে গাড়ি বাবদ প্রতি মাসে আরও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার ২৪৮ টাকা নেন। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য জানতে কলেজে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তার মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
জানা গেছে, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি এমপিওভুক্ত হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৯৩ সালে স্নাতক স্তর এমপিওভুক্ত হয়। ২০০৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোড পরিবর্তন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরের সর্বশেষ এমপিও হয় ২০১৮ সালের নভেম্বরে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিআইএ'র পরিচালক অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, দনিয়া কলেজে নানাভাবে অনিয়মের মাধ্যমে ৪১ কোটি টাকার বেশি অপচয় হয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ, একাধিক শিফটের নামে অর্থ আদায়, বিভিন্ন উন্নয়নের নামে অর্থব্যয় করে, যার প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি।
তিনি আরও বলেন, আমরা তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও ডিআইএ- এ তিন প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিয়ে একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যায়।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসেন জানান, দনিয়া কলেজের তদন্ত প্রতিবেদন তার দপ্তরে রয়েছে। এ বিষয়ে শিগগিরই কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সচিব (বিদ্যালয়) মো. বদরুল হাসান বাবুল সোমবার এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসে লিখিত পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর কথা ভাবা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ৬ অক্টোবর থেকে সব জেলা পর্যায়ে চার সদস্যের কমিটির উপস্থিতিতে মৌখিক পরীক্ষা আয়োজন করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে এ পরীক্ষা শেষ করা হবে। এরপর নভেম্বরের প্রথম দিকে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ নির্ধারণ করতে মন্ত্রণালয়ে ফাইল তোলা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ও সচিব আকরাম আল হোসেন ফাইল অনুমোদন দিলে ৬ অক্টোবর থেকে প্রতিটি জেলায় আলাদা কমিটির মাধ্যমে এ পরীক্ষা শুরু করা হবে।
জানা গেছে, মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০ নম্বর নির্ধারণ থাকবে। এতে একাডেমিক সনদের ওপর চার নম্বর, উপস্থিতির জন্য চার এবং চার কমিটির সদস্যদের কাছে ১২ নম্বর (প্রতিজনের কাছে তিন নম্বর) বরাদ্দ থাকবে।
গত বছরের ৩০ জুলাই 'সহকারী শিক্ষক' নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরে ঐ বছরের ১ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশ থেকে ২৪ লাখ ৫ জন প্রার্থী আবেদন করেন। প্রথম ধাপে ২৪ মে, দ্বিতীয় ধাপে ৩১ মে, তৃতীয় ধাপে ২১ জুন এবং চতুর্থ ধাপে ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি মাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় ৫৫ হাজার ২৯৫ জন পাস করেন। এবার মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৮ হাজার ১৪৭ জনকে নির্বাচন করে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করে ফল প্রকাশ করা হবে।

মাছ উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
রয়েছে চীন। দেশটি মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬২.২ মিলিয়ন বা ৬ কোটি ২২ লাখ টন। দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়া, দেশটির উৎপাদন ১ কোটি ২৮ লাখ টন। তৃতীয় অবস্থানে ভারতের উৎপাদন ১ কোটি ১৬ লাখ টন। এরপর রয়েছে ভিয়েতনাম ৭১ লাখ টন, যুক্তরাষ্ট্র ৫৫ লাখ টন, রাশিয়া ৫১ লাখ টন ও পেরু ৪৩ লাখ টন।
অষ্টম স্থানে থাকা বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ লাখ টন। নবমে থাকা জাপান ৩৮ লাখ টন এবং নরওয়ে উৎপাদন করেছে ৩৭ লাখ টন মৎস্যসম্পদ। এছাড়া ১১ থেকে ২০তম স্থানে থাকা দেশগুলো হলো মিয়ানমার, চিলি, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, মিসর, মালয়েশিয়া, মরক্কো ও ব্রাজিল।
পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) মৎস্যসম্পদের অবদান এখন ৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে দেশে ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৪৮ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ইলিশ ছিল প্রায় ৫ লাখ টন।
জাটকা নিধন বন্ধসহ সরকারের নানা উদ্যোগে ইলিশের নতুন নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। এফএও-র সবশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম থেকে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ লাখ টন

নিজস্ব প্রতিবেদক
মাছ, আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী ও শামুক উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা -এফএও সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।
ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট-ইইইউ ওয়ার্ল্ড ইন ফিগার নামের একটি নতুন প্রকাশনায় এই তথ্য দেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের তথ্যে বাংলাদেশ এ অবস্থান অর্জন করেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আলোচিত সময়ে মৎস্যসম্পদ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীন। দেশটি মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬২.২ মিলিয়ন বা ৬ কোটি ২২ লাখ টন। দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়া, দেশটির উৎপাদন ১ কোটি ২৮ লাখ টন। তৃতীয় অবস্থানে ভারতের উৎপাদন ১ কোটি ১৬ লাখ টন। এরপর রয়েছে ভিয়েতনাম ৭১ লাখ টন, যুক্তরাষ্ট্র ৫৫ লাখ টন, রাশিয়া ৫১ লাখ টন ও পেরু ৪৩ লাখ টন। নবমে থাকা জাপান ৩৮ লাখ টন এবং নরওয়ে উৎপাদন করেছে ৩৭ লাখ টন মৎস্যসম্পদ। এছাড়া ১১ থেকে ২০তম স্থানে থাকা দেশগুলো হলো মিয়ানমার, চিলি, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, মিসর, মালয়েশিয়া, মরক্কো ও ব্রাজিল। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে-জিডিপি মৎস্যসম্পদের অবদান এখন ৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে দেশে ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৪৮ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ইলিশ ছিল প্রায় ৫ লাখ টন।

কমিশনার সাঈদের বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
কোনো কাজ হয়নি। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএসসিসি মেয়র নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাবে চলমান ক্যাসিনো অভিযানে জুয়ার সরঞ্জাম, মাদকসহ, বিপুল পরিমাণ অর্থ জব্দ করেছে র‌্যাব। জানা গেছে, ঢাকার ৬০টি স্থানে ক্যাসিনো রয়েছে। ইতোমধ্যে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এসব অপকর্মে আরও বেশকিছু যুবলীগ নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একে এম মমিনুল হক সাঈদের। এ প্রসঙ্গে মেয়র সাঈদ খোকন বলেন, ঐ কাউন্সিলরের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে দুই মাস আগেও চিঠি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এর কোন অগ্রগতি দেখতে পাইনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় চলমান শুদ্ধি অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়ে মেয়র বলেন, এমন শুদ্ধি অভিযানের বিষয়ে আমি আগেও চেষ্টা করেছি। ক্লাবগুলোকে বলেছিলাম ক্যাসিনো বন্ধ করতে, কিন্তু কেউ কথা শোনেনি। ইনশাআল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবারের অভিযান সফল হবে।

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হকার্স ইউনিয়নের নেতারা। সোমবার রাজধানীর ভিক্টোরিয়া পার্কে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে তারা এ হুঁশিয়ারি দেন —পাঞ্জেরী

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা হলে কঠোর আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হকার্স ইউনিয়নের নেতারা। সোমবার দুপুরে রাজধানীর ভিক্টোরিয়া পার্কে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে তারা এ হুঁশিয়ারি দেন। রাজধানীতে হকারদের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং পুরান ঢাকার উচ্ছেদ করা ১০ হাজার হকারকে পুনর্বহালের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজারো হকার অংশ নেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাশিম কাবিল।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াত, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় নেত্রী শাহিনা আক্তার, কোতোয়ালি থানা কমিটির সভাপতি আব্দুল কাউয়ুম, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান পাটোয়ারী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সমাবেশ শেষে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ উপ-কমিশনার কার্যালয় ঘেরাও এর উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে সদরঘাট কোর্ট কাচারির সামনে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

পুলিশের বাধার মুখে সেখানেই সংক্ষিপ্ত সমাবেশে স্মারকলিপি পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াত। এ সময় উপস্থিত হকাররা হাত তুলে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

পরে সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান।

মিল্কি হত্যা মামলা
৬ বছরেও শুরু হয়নি সাক্ষ্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজুল হক খান মিল্কি হত্যা মামলার ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ। এ ঘটনার আড়াই বছর পর দ্বিতীয় দফায় ১৮ আসামির বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। হত্যাকাণ্ডের পাঁচ বছর পর আদালত অভিযোগ গঠন করে সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ঠিক করলেও আইনি জটিলতার কারণে তা এখনো শুরু হয়নি। মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলমগীর হোসেন জানান, মামলাটি বর্তমানে সাক্ষীর পর্যায়ে আছে। এর আগে আসামিপক্ষ অভিযোগ গঠনে ক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। কিন্তু হাইকোর্টে বিচারিক আদালতের আদেশ দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আবার তা সাক্ষ্যগ্রহণের পর্যায়ে চলে এসেছে। বর্তমানে কোনো বাধা না থাকলেও গত শুনানিতে সাক্ষী হাজির না হওয়ায় এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ এখনও শুরু করা যায়নি। এদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী হেমায়েত উল্লাহ বলেন, বিচারিক আদালতের অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে আমরা হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের করি। এতে হাইকোর্ট এ মামলায় বিচারিক আদালতের আদেশ দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু আমরা সেই আদেশ দাখিল করতে পারিনি। যার ফলে বিচার শুরু করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার বিচার শেষে আমার আসামি নির্দোষ প্রমাণিত হবে বলে আশা করছি। বর্তমানে মামলাটি ঢাকার পঞ্চম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ এস মোহাম্মদ আলীর আদালতে বিচারাধীন।

শুধু জুয়াড়ি নয় ক্যাসিনোর মূলহোতাদেরও গ্রেপ্তার করুন
— ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

মূলহোতাদের বাদ দিয়ে শুধু জুয়াড়িদের গ্রেপ্তার আইওয়াশ কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ যখন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তখনই জনগণের চোখ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এটা আইওয়াশ কি না?

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অপরাজেয় বাংলাদেশের উদ্যোগে কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, গত কয়েক দিনে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হলো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সভা-সমাবেশে যে কথাগুলো বলা শুরু করেছেন তা সঠিক। কারণ বাংলাদেশে টাকা নেই, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো খালি, বাংলাদেশের দুরবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য এত বেড়েছে যে পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকা। মানুষ গ্যাসের, বিদ্যুতের বিল দিতে পারে না।

তিনি বলেন, শুধু জুয়াড়িদের গ্রেপ্তার করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। যারা ক্যাসিনো তৈরি করেছে, যাদের মাথার উপর দিয়ে ১০০ গজ দূরে ক্যাসিনো চালানো হয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ ও অভিযান চালালে হবে না। যারা এইসব রাজ্য পরিচালনা করেছে, তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে। তাই ব্রেনস্ট্রোকের চিকিৎসা না করে শুধু আঙুলের পচনের চিকিৎসা করলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি আরও বলেন, নিঃসন্দেহে দেশ একটি ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। গত কয়েকদিন যাবত সকল মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ আর তা দেখে দেশের মানুষ ও বিশ্বের মানুষ হতবাক।

তিনি বলেন, রোববার ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল হয়েছে, এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি ছাত্রদল তাদের গতি নিয়ে এগিয়ে যাক।

আন্তর্জাতিক

‘হাউডি মোদী!’: টেক্সাসের জনসভায় মোদির প্রশংসা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একজন বিদেশি নেতার জন্য আয়োজিত বিরল এক জনসভায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই মঞ্চে অবস্থান করে পরস্পরের প্রশংসা করেছেন।

রোববার টেক্সাসের হিউস্টনে মোদীকে নিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিনীদের আয়োজিত জনসভা ‘হাউডি মোদী!’তে ৫০ হাজারের মতো লোক উপস্থিত ছিল বলে জানিয়েছে বিবিসি, বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ট্রাম্প সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভাকে ‘ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান’ হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি। ‘হাউডি মোদী!’ অনুষ্ঠানকে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বিদেশি নেতাকে দেওয়া বৃহত্তম সংবর্ধনাগুলোর মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মোদী ও ট্রাম্প মঞ্চে ওঠার আগে ৯০ মিনিটের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ৪০০ জন শিল্পী অংশ নেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, ‘আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে একনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে এখানে টেক্সাসে এসে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত বোধ করছি।’ অপরদিকে তার ভাষণে মোদী হোয়াইট হাউসে ভারতের একজন ‘প্রকৃত বন্ধু’ আছে উল্লেখ করে ট্রাম্পকে ‘উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ, সহজ, অত্যন্ত সক্রিয় ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান’ বলে বর্ণনা করেন।

‘প্রধান নির্বাহী থেকে কমান্ডার ইন চিফ, বোর্ডরুম থেকে ওভাল দপ্তর, স্টুডিও থেকে বিশ্ব মঞ্চ- সবখানেই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখেছেন তিনি,’ বলেছেন মোদী। ট্রাম্প জনসভাগুলোতে লোকজনের যে ধরনের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা পছন্দ করেন হিউস্টনের জনসভাটি ঠিক তেমন

ছিল, কিন্তু এখানে স্লোগানগুলো নরেন্দ্র মোদীর নামে দেওয়া হচ্ছিল এবং এই জনসভায় ট্রাম্পের উপস্থিতি ছিল আমন্ত্রিত সুপারস্টারের মতো। কিন্তু জনতা ট্রাম্পকেও হতাশ করেননি, ‘ইউএসএ!’, ‘ইউএসএ!’ স্লোগানে জনতা তাকেও অভিবাদন জানিয়েছেন; ট্রাম্পের জনসভাগুলোতে এই স্লোগানটিই সবচেয়ে বেশি শোনা যায় বলে জানিয়েছে বিবিসি। এই সমাবেশে উভয় নেতারই লাভ হয়েছে, এমনটি বলা হচ্ছে।

বিপুল অস্ত্রসহ পাঞ্জাবে ৪ জঙ্গি গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

ভারতের পাঞ্জাবে নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন খালিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্স। পাঞ্জাব ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের ছক তৈরি করা হচ্ছি বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে বড় কোনো অঘটনের আগেই রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় তরণতারণ এলাকা থেকে চার জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জঙ্গিবিরোধী অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল অস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে একাধিক একে ৪৭ রাইফেল, পিস্তল, স্যাটেলাইট ফোন এবং হ্যান্ড গ্রেনেড। রাজ্যের পুলিশ কর্মকর্তাদের ধারণা, সীমান্ত এলাকায় এসব অস্ত্র পাঠানো হয়েছে। আইএসআই এবং খালিস্তানপন্থীরা এই অস্ত্র পাঠাতে সাহায্য করেছে বলেও অভিযোগ করেছে রাজ্য পুলিশ। এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পাঞ্জাব ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ছক ছিল।

পাঞ্জাবের রেজিস্ট্রেশন থাকা একটি মারুতি সুইফট গাড়ি আটক করে ৪ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

একাত্তরের ভুল ফের করলে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হবে : রাজনাথ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

অধিকৃত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের জেরে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তীব্র উত্তেজনা চলছে। গত আগস্টের শুরু থেকে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে হুমকি দিয়ে আসছে পাকিস্তান। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গত সপ্তাহে বলেছেন, কাশ্মীরিদের লড়াইয়ে তার দেশের পূর্ণ সমর্থন আছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ শুরু হলেও তা শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এই যুদ্ধ শুরু হলে এর প্রভাব শুধু দুই দেশের মাঝে সীমিত থাকবে না বলেও বিশ্ব নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের এমন হুমকির জবাব দিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাকিস্তানের নীতি-নির্ধারকদের সতর্ক করে দিয়ে ভারতের এই মন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান যদি ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের ভুল আবার করার চেষ্টা করে, তাহলে পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রোববার ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারের পাটনায় বিজেপির ‘জন জাগরণ সভা’য় এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজনাথ। পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করে রাজনাথ বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশ যদি ফের একাত্তরের মতো ভুল করে, তাহলে দুনিয়ার কোনো দেশই তাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। বালোচ ও পশ্তুনদের ওপর কী ধরনের নিপীড়ন চালানো হচ্ছে; সেবিষয়টি তাদের মনে রাখা উচিত।’ বিজেপি সমর্থকদের উদ্দেশ্য রাজনাথ বলেন, ‘সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি দেশের মানুষের উদ্দেশ্য বলেন, পাক-ভারত সীমানার দিকে যাবেন না। খুবই ভালো পরামর্শ। কারণ একবার সীমান্তে এলে তারা আর ফিরে যেতে পারবে না।’ গত ৫ আগস্ট ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ দেশটির সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বাতিল হয়ে যায়।

নেতানিয়াহুকে হটাতে গান্টজকে সমর্থন ইসরায়েলি আরব দলগুলোর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

সাবেক সেনাপ্রধান বেনি গান্টজকে ইসরায়েলের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান দেশটির আরব আইনপ্রণেতারা। গত ১৭ সেপ্টেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ডানপন্থি লিকুদ পার্টির আসন তিনটি কমে ৩১টিতে দাঁড়ানোয় দলটি দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। ১২০ আসনের পার্লামেন্টে ৩৩টি আসন নিয়ে গান্টজের ব্লু এন্ড হোয়াইট অ্যালায়েন্স বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকার গঠন করতে অন্তত ৬১ আসন পাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় কোনো দলই এককভাবে সরকার গঠন করার অবস্থায় নেই। এ পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু ও গান্টজ, এ দু'জনই সরকার পরিচালনার মতো জোট গঠনের উদ্যোগে উভয়কে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ১৩টি আসন নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা আরব দলগুলোর জোট জয়েন্ট লিস্ট জানিয়েছে, তারা নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। ১৯৯২ সালের পর এই প্রথম ইসরায়েলের আরব রাজনৈতিক দলগুলোর জোট পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি অবস্থান নিল। চলতি বছর এটি ইসরায়েলের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এর আগে এপ্রিলে প্রথম নির্বাচনটি হলেও জোট গঠনের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচনের পক্ষে ভোট দেন আইনপ্রণেতারা। নতুন নির্বাচনের পরও পরিস্থিতি খুব একটা হেরফের না হওয়ায় আরেকটি অচলাবস্থার মুখে ব্লু এন্ড হোয়াইট অ্যালায়েন্স ও লিকুদ পার্টিকে জোট গড়ার মাধ্যমে সরকার গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিভেন রিভলিন। চলতি বছরের মধ্যে ইসরায়েলে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন এড়াতে তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব সবটাই করবেন বলে জানিয়েছেন রিভলিন। জয়েন্ট লিস্টের নেতা আইমান অদে প্রেসিডেন্ট রিভলিনের সঙ্গে আলোচনাকালে তাকে জানিয়েছেন, তাদের জোট নেতানিয়াহুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া ঠেকাতে চায়। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে তারা গান্টজ ও তার নীতিকে অনুমোদন দিচ্ছেন না, বরং

ব্যবসা-বাণিজ্য →

ঘাটতি নেই, শিগগিরই কমবে পেঁয়াজের দাম
— বাণিজ্য সচিব

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন। তিনি বলেন, দেশে পেঁয়াজের মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। কোন বাজারেই পেঁয়াজের ঘাটতি নেই। ভোক্তাদের আতংকিত হবার কোন কারণ নেই, পেঁয়াজের দাম শিগগিরই কমে আসবে।

সোমবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পেঁয়াজের আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে বাজার দর সংক্রান্ত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ড. মো. জাফর উদ্দীন বলেন, পেঁয়াজ আমদানি ও বাজারজাত সহজ ও দ্রুত করতে সরকার ইতোমধ্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তদারকি জোরদার করেছে। প্রতিবেশি দেশ ভারত প্রতি টন পেঁয়াজের মিনিমাম এক্সপোর্ট প্রাইস (এমইপি) নির্ধারণ করার কারণে বাংলাদেশ এখন মিয়ানমার, তুরস্ক, মিশর থেকেও পেঁয়াজ আমদানি শুরু করেছে। মিয়ানমার থেকে ইতোমধ্যে প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে এবং প্রতিদিন আমদানির পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ বাজরগুলোতেও দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে। পাশাপাশি মিশর ও তুরস্ক থেকে বিপুল পরিমান পেঁয়াজ আমদানির এলসি খোলা হয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যে এগুলো বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। তাছাড়া ভারত থেকে নতুন পেঁয়াজ শিগ্রই বাজারে আসছে। বিভিন্ন হাট-বাজারের পেঁয়াজ দ্রুত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌঁছানোর জন্য সরকার সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও জানান সচিব।

সারাদেশে নিজের বাড়ি আছে ৩ কোটি ২৪ লাখের বেশি পরিবারের

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

সারাদেশে নিজের বাড়ি আছে ৩ কোটি ২৪ লাখ ৬৯ হাজার পরিবারের। ভাড়া বাড়িতে থাকেন ৪৬ লাখ ২০ হাজার, ভাড়া ছাড়াই বাড়িতে বসবাস করেন সাড়ে ৬ লাখ পরিবার। সম্প্রতি এমন তথ্যই উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে।

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁও পরিসংখ্যান ভবনে ‘সার্ভে অন অকুপেইড রেসিডেন্সিয়াল হাউজেজ এন্ড রিয়েল এস্টেট সারভাইস ২০১৮’ এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ কুমার দাস এবং সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক কৃষ্ণা গায়েন।

জরিপ থেকে তৈরি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মোট বাড়ির মধ্যে ৮৫ দশমিক ৮২ শতাংশ পরিবারের নিজের বাড়ি আছে। ভাড়া বাড়িতে থাকেন ১২ দশমিক ২১ শতাংশ পরিবার ও ভাড়া ছাড়াই বাড়িতে থাকেন ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্যভাবে বাড়িতে থাকেন এক লাখ পরিবার। সব মিলিয়ে জিডিপিতে আবাসন খাতের অবদান এখন ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বহুতল ভবনের সংখ্যা ১৮ লাখ ৫০ হাজার (পাচ তলার উপরে)। পাঁচ তলার নিচে ৩৭ লাখ ৯০ হাজার। সেমি পাকা এক কোটি ১৮ লাখ ৬০ হাজার। কাঁচা ২ কোটি ৯ হাজার এবং ঝুপরি ২ লাখ ৫০ হাজার। বসবাসের ঘরের গড় আয়তন ৪২৫ বর্গফুট। আবাসন খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভাড়া বাবদ আয় ছিল ৮১ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা। যা পরের অর্থবছর বেড়ে দাঁড়ায় ৮৯ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। এক বছরে এক হাতে মূল্য সংযোজন ৭০ হাজার ২০৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। এই হিসাবে বাজার মূল্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ২১ শতাংশ।

আবাসন খাতে ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৪১৫ জন কাজে নিয়োজিত আছেন। শ্রমিকদের ৩১৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা বেতন হিসাবে ও ৫৩৪ কোটি টাকা অন্যান্য পাওনা বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। দেশে মোট ৫৩ লাখ ২০ হাজার বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে, এসব ভবনে ৩১ দশমিক ২১ ভাগ মালিক নিজেই ব্যবহার করে থাকেন। পজিশন বিক্রি ২ দশমিক ১২ শতাংশ ভবনে। আর ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে ৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ ভবন।

অনাবাসিক ভবনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৮ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা ভাড়া বাবদ আয় হয়েছে যা পরের বছর দাঁড়ায় ৫৪ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা। সংস্কার ব্যয় বাদে এক হাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৪ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা মূল্য সংযোজন হয়েছে। ১১ দশমিক ২০ শতাংশ বেড়ে পরের অর্থবছরে এর আকার দাঁড়ায় ৪৯ হাজার ৯৮১ কোটি টাকায়।

এদিকে দেশে নির্মাণ খাতে ৩ হাজার ১৩২ প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। যার ৩৪ দশমিক ২৯ শতাংশ রিহ্যাব ও ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (বিএলডিএ) সদস্য। নির্মাণ খাতে মোট এক লাখ ৭২ হাজার ৩৯২ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। একহাতে মোট উৎপাদন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১৬ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা, যা পরের বছর দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা।

একই সময়ে মূল্যসংযোজন ১৪ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা থেকে ১০ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৬২৩ কোটি টাকায়। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও নির্মাণ মিলিয়ে ৩ উপখাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এক লাখ ৪১ হাজার ৫৭৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্য সংযোজন হয়েছে। আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল এক লাখ ২৯ হাজার ৩১১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এক বছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার পরিসংখ্যান ব্যুরো। সরকারের নীতি নির্ধারণে সঠিক তথ্য এবং উপাত্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে বিবিএসের কর্মীরা।

পুঁজিবাজারে কারসাজিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়েছে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সঠিক ব্যবস্থা ও কারসাজিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক রকিবুর রহমান। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

রকিবুর রহমান বলেন, পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকও বাজারে তারল্য বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আমি স্বাগত জানাই। তবে তাদেরকে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজারের উন্নয়নে এরইমধ্যে কারসাজিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে কমিশন কয়েকটি কোম্পানির শেয়ার কারসাজিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

তিনি জানান, এছাড়া মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বড় বাধা রি-ইনভেস্টমেন্ট ইউনিট (আরআইইউ) বাতিল ও পাবলিক ইস্যু রুলস সংশোধন করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাজারে ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ দিয়েছে। আর আইসিবির ইউনিট বিক্রির বিষয়টি চালু করার জন্য কাজ চলছে।

তিনি বলেন, এখন ভালো শেয়ার কেনার উপযুক্ত সময়। তাই সাধারন বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সোনালি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংকগুলো এখনই বাজারে বিনিয়োগে করতে পারে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ি বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যাংকগুলোকে মৌলভিত্তি সম্পন্ন শেয়ার কিনতে হবে। এতে করে বাজারের তারল্য সংকট অনেকটা দূর হবে। তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজ অনিয়ম নিয়ন্ত্রন করা ও কারসাজিদেরকে শাস্তি দেওয়া। তাদের কাজ নয় সূচক কমানো বা বাড়ানো। বর্তমানে বাজারে আস্থাহীনতা ও তারল্য সংকট সবচেয়ে বড় সমস্যা। আস্থা ফিরিয়ে আনতে বাজারে কারসাজিতে জড়িতদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আর তারল্য কাটাতে অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে এগিয়ে আসতে হবে বলে। তিনি আর জানান, পুঁজিবাজারে অন্যায়কারী যত প্রভাবশালীই হোক না কেনো, তাকে আইনের আওতায় আনার জন্য অর্থমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই মাসে ২ হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

নতুন অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) ১ হাজার ৯৭০ কোটি ১৬ লাখ টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে ব্যাংক। সরকারি ব্যাংগুলোর বিতরণ ৮৪২ কোটি এবং বিদেশি ও বেসরকারি ব্যাংকের বিতরণ ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৮ শতাংশ কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে ব্যাংক খাত। লক্ষ্যমাত্র অর্জনের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বিদেশি হাবিব ব্যাংক লিমিটেড। অর্থবছরের প্রথম মাসেই ৯ কোটি ৯৪ লাখ টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করে লক্ষ্যমাত্রার ১২৪ শতাংশ অর্জন করেছে ব্যাংকটি। এবছর পুরো ব্যাংক খাতের জন্য ২৪ হাজার ১২৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। আলোচ্য দুই মাসে ২৪৯ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে ইসলামী ব্যাংক। যা ব্যাংকটির একক লক্ষ্যমাত্রার ১৮ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। তবে বিতরণ হয়েছে ২৩ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা। এবং আদায় হয়েছে ২৩ হাজার ৭৩৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা। অর্থাৎ বিদায়ী অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের তুলনায় আদায় বেশি ছিল। প্রাপ্ত তথ্যমতে, জুন শেষে দেশের ব্যাংক খাতের বিতরণ করা কৃষিঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি বিতরণ করা হয় কৃষি ঋণ। এসময়ে অর্জন হয়েছিল ১০৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর আগের বছরেও (২০১৭-১৮) এই অর্জন ছিল ১০৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পাবে ৩৭টি পণ্য ও খাত

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

দেশের রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করতে চলতি অর্থবছরে নগদ সহায়তার খাত ও হার বাড়ানো হয়েছে। গত অর্থবছরে ৩৫টি পণ্য খাতে রপ্তানিতে ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। এর সঙ্গে চলতি অর্থবছরে নতুন করে তৈরি পোশাক খাতে ১ শতাংশ বিশেষ নগদ সহায়তা দেবে সরকার। এছাড়া কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা পাবে। সব মিলিয়ে এবার নগদ সহায়তা পাবে মোট ৩৭টি পণ্য ও খাত। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে বৈদেশিক লেনদেনে নিয়োজিত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীর কাছে পাঠিয়েছে। রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করতে তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের ওপর অনেক আগে থেকে নগদ সহায়তা দিয়ে আসছে সরকার। গত অর্থবছরে ৯টি পণ্য ও খাত নগদ সহায়তার আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। তার আগের অর্থবছরে পাঁচটি খাতকে আওতাভুক্ত করা হয়। সবমিলে নগদ সহায়তার পণ্য ও খাত দাঁড়াল এখন ৩৭টি। সার্কুলারে বলা হয়, দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা, বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইইউ ছাড়া নতুন পণ্য বা বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা, ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতে রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪ শতাংশের অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা ২ শতাংশ অব্যাহত থাকবে। এসব সুবিধার বাইরে এবার তৈরি পোশাক শিল্পের যেসব রপ্তানিকারক কোনো নগদ সহায়তা পান না, তাদের জন্য ১ শতাংশ বিশেষ নগদ সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। চামড়াজাত পণ্য, ফার্নিচার, জাহাজ, প্লাস্টিক পণ্য, পেট বোতল-ফ্লেক্স হতে উৎপাদিত পলিইয়েস্টার স্টাপল ফাইবার, শস্য ও শাকসবজির বীজ, পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন, পাটজাত পণ্য, আলু, সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদার, দেশে উৎপাদিত কাগজ ও কাগজজাতীয় দ্রব্য, আগর ও আতর, কৃষিপণ্য, গরু-মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি, শিং ও রগ (হাড় ছাড়া), হালকা প্রকৌশল পণ্য, হালাল মাংস, হিমায়িত চিংড়ি, একটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রিডাইন্টেস (এপিআই), সফটওয়্যার, আইটিইএস ও হার্ডওয়্যার, অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি, সিনথেটিক, ফেব্রিকস ও মাছ রপ্তানিতে আগের মতোই নগদ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। তবে হোগলা, খড়, আঁখের ছোবড়া, গাছের পাতা, খোল ও গার্মেন্টসের ঝুট দিয়ে উৎপাদিত পণ্যে নগদ সহায়তা ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। আর পেট বোতল ফ্লেক্স রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া গত অর্থবছরে যে ৯টি খাত ও পণ্য নগদ সহায়তার আওতাভুক্ত করা হয় সেগুলো হলো- ওষুধ পণ্য, মোটরসাইকেল, সিরামিক দ্রব্য, রেজার ও রেজার ব্লেডস, ফটোভোলটাইক মডিউল, কেমিক্যাল পণ্য (ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কস্টিক সোডা এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড), টুপি, কাঁকড়া ও কুঁচে (হিমায়িত ও সফটসেল, পরিবেশ ও বন বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে) এবং গলিত শিট। এসব খাতেও নগদ সহায়তা আগের মতোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ভ্যাট বসল অনলাইন ব্যবসায়

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

ই-কমার্স বা অনলাইন ভিত্তিক বেচাকেনায় ৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নানা আলোচনা, সমালোচনার পর সোমবার একটি এসআরও দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে এনবিআর। সেখানে উল্লেখ করা হয়, গ্রাহক পর্যায়ে অনলাইনে পণ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার পর প্রাপ্ত সেবা মূল্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। এ ঘোষণার মাধ্যমে অনলাইন কেনাকাটায় দ্বৈত মূসক নিয়ে যে ধোঁয়াশা ছিল, তা দূর হলো। সেবা কোড এস০৯৯৬০ এর আওতায় ‘অনলাইনে পণ্য বিক্রয়’ নামে ঐ এসআরও জারি করে এনবিআর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (মূসক আইন ও বিধি) হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার স্বাক্ষরিত ঐ চিঠিতে অনলাইনে পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে একটি ‘বিক্রয় মাধ্যম’ হিসেবে গণ্য করে এসব প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল সরবরাহকারী ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন, ফি, সার্ভিস চার্জ, রেভিনিউ শেয়ারিং বা অন্যবিধভাবে সেবামূল্য গ্রহণ করলে এসব প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় মোট পণ্য মূল্যের ওপর মূসক পরিশোধ করতে হবে না। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অনলাইনে পণ্য বিক্রি মানে হলো ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সেসব পণ্য ও সেবার বেচাকেনাকে বোঝাবে, যা আগে কোনো উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে মূসক পরিশোধ করে নেওয়া হয়েছে এবং যাদের নির্দিষ্ট কোনো সেবা কেন্দ্র নেই।

সম্পাদকীয়

ঢাকা, মঙ্গলবার ▌ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

চাই বিদ্যার জোর

বেতের জোর নয়, চাই বিদ্যার জোর। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে সরকার নীতিমালা জারি করেছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক আঘাত, অশালীন মন্তব্য, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করতে পারবেন না। মানসিকভাবেও ছাত্রছাত্রীদের কোন নির্যাতন করা যাবে না। এই নীতিমালা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পত্রপত্রিকায় মাঝে মধ্যেই শিক্ষকের হাতে ছাত্রছাত্রী পেটানোসহ নানারকম শাস্তির খবর আসে। অনেক সময় তাদের হাসপাতালেও ভর্তি করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নেও চলছে নানা প্রচেষ্টা। এ জন্য শিক্ষক সমাজকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকতার পেশা অত্যন্ত মহান। যারা শিক্ষা দানকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন সমাজের চোখে তারা অত্যন্ত মর্যাদাবান। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তারা আদর্শস্থানীয়। একজন শিক্ষকের আচার-আচরণ দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এজন্য তাদের হতে হয় অত্যন্ত দায়িত্বশীল। বিশেষ করে ক্লাসরুমে পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের ভুলত্রুটি ধরার চেয়ে তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার দিকেই জোর দেয়া উচিত। একজন স্নেহপ্রবণ শিক্ষক ক্লাসের দুর্বল ছাত্রটির কাছ থেকেও সহজেই পড়া আদায় করতে পারেন। কিংবা দুষ্টু ছাত্রকে বশে আনতে পারেন। মারপিট করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে।

ছাত্রদের পেটানো, বেত মারা, শারীরিকভাবে আহত করা এগুলো বর্তমান দুনিয়ায় চিন্তাও করা যায় না। শাসন করতে হলে সোহাগ করতে হবে আগে। তবে শাসনের সীমারেখা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজে ভর্তি হয় জ্ঞানার্জনের জন্য। তারা যদি সব জানবেই তাহলে তো আর বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। ছাত্রছাত্রীদের ভুল হতে পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাদের ভুলত্রুটি শোধরানোর দায়িত্ব তো শিক্ষকদেরই। এজন্যই তো শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর।

আমাদের সমাজে শিক্ষকরা স্নেহময়, হৃদয়বান মহৎপ্রাণের মানুষ। কিন্তু এমন শিক্ষক রয়েছেন যারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তোলেন। গরু-মহিষের মতো পেটান। এরকম মুষ্টিমেয় শিক্ষকের কারণেই সমাজে তাদের বদনাম হয়। আসলে বিদ্যার জোর থাকলে বেতের জোরের দরকার হয় না। যারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী তারা অযথা আস্ফালনে বিশ্বাস করেন না। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি হওয়া উচিত অত্যন্ত মধুর। সেখানে ভয়ভীতির কোন স্থান নেই। সরকার যে নীতিমালা করেছে তা সকলকেই মেনে চলতে হবে। আধুনিক, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই।

মলমপার্টির দৌরাত্ম্য বন্ধ করুন

অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গণপরিবহনে যাত্রীবেশে, পথচারি কিংবা বিভিন্ন পেশার ছদ্মবেশে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে অজ্ঞানপার্টির সদস্যরা। প্রায় প্রতিদিনই মহানগরীর গুলিস্তান, তিন বাস টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনালসহ জনাকীর্ণ এলাকায় পথচারি ও যাত্রীদের অজ্ঞান করে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে জীবনও যাচ্ছে। তাই সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

রাজধানীর চকবাজার এলাকা হতে অজ্ঞান বা মলমপার্টির তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে চকবাজার মডেল থানা পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. নাদিম (৩২), মো. আশরাফ আলী (৩০) ও মো. বাপ্পি (৩৫)। এ সময় তাদের কাছ হতে ২টি মুভ স্প্রে, ১টি ঝান্ডু বাম, ২টি নিম্বু, ২টি গুলের কৌটা ও ১টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। গত মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে চকবাজার মডেল থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মলমপার্টি বা অজ্ঞান পার্টির ঐ ৩ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে থানা পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা জানায়, তারা চকবাজার এলাকাসহ নগরীর ব্যাংক পাড়া, বাস বা লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় কৌশলে সাধারণ মানুষের চোখে অজ্ঞান করার ওষুধ লাগিয়ে টাকা, মোটরসাইকেল, মোবাইল বা মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়ে। এ ঘটনায় চকবাজার থানায় একটি মামলা হয়েছে। এটি স্বস্তির বিষয়। কিন্তু বিভিন্ন সময় অনেকে গ্রেপ্তার হলেও কয়েক দিনের মাথায় তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে ফের একই অপরাধে জড়াচ্ছে। এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

অজ্ঞান পার্টির অপতৎপরতার বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। এদের খপ্পরে পড়ে চেতনানাশক ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। অনেকে আবার সর্বস্ব হারিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী শারীরিক সমস্যায় ভুগেছেন। অজ্ঞান পার্টির অপতৎপরতা নতুন নয়। রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির একটি বিশাল চক্র রয়েছে। এরা মাঝেমধ্যে ধরা পড়লেও কিছুদিন পরেই আবার জামিনে বেরিয়ে এসে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। শুধু রাজধানীতে নয় দূরপাল্লার গাড়িতেও অজ্ঞান পার্টির অপতৎপরতা অব্যাহত। এদের খপ্পর থেকে মানুষজনকে বাঁচাতে হলে পুলিশের কঠোর ভূমিকা নিতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া এদের অপতৎপরতা রোধ করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি সামনে নিয়েই এগুতে হবে। মানুষজন যেন ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঠিকঠাক ঘরে ফিরতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে।

এই অভিশাপ থেকে কবে মুক্তি?

এটা খুবই দুঃখজনক যে সরকারি বেসরকারি নানা উদ্যোগের পরও বাল্যবিয়ে বন্ধ হচ্ছে না। গণমাধ্যমে প্রায়ই বাল্যবিয়ের খবর আসে। এরসঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে জেল-জরিমানারও বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাল্যবিয়ে থেমে নেই। বাল্যবিয়ে সমাজের জন্য অভিশাপ। কাজেই যে কোনো মূল্যে এটা বন্ধ করতে হবে।

এবার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় একরাতে চার ছাত্রীর বাল্যবিয়ে বন্ধ করেছেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (এসিল্যান্ড) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুর রহমান। একই সঙ্গে বরের বাবা ও কনের বাবাকে জরিমানা করা হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এ বিয়েগুলো বন্ধ করা হয়। এতে সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের চুকিরা ছোনগাছা গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন আঁখি (১৬), পৌরসভার কোবদাসপাড়ায় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মোছা. হাসি খাতুন (১৬), খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের শৈলাবাড়ী গ্রামে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী আয়শা খাতুন (১৩) ও রতনকান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম গজারিয়া গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্রী আমিনা খাতুন (১৪) বাল্য বিয়ে থেকে রক্ষা পেল।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাল্যবিয়েগুলো বন্ধ করা হয়। চারজন কনেই অপ্রাপ্তবয়স্ক। বাল্যবিয়েগুলো বন্ধ করে সর্বমোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কনের বাবার কাছ থেকে কনে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না মর্মে মুচলেকা নেয়া হয়। আইন অনুযায়ী পুরুষের বিয়ের বয়স ২১ বছর, নারীর ১৮ বছর। ব্যতিক্রম হলে বিয়ের সঙ্গে জড়িত বর-কনের অভিভাবক, আত্মীয়, স্থানীয় কাজিসহ সবার শাস্তির বিধান রয়েছে। জড়িত পুরুষদের এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। বর ও কনে দুজন নাবালক হলে তাদের কোনো শাস্তি হবে না। বর সাবালক ও কনে নাবালিকা হলে ছেলের এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। কন্যাশিশুরাই বাল্যবিয়ের শিকার হয় বেশি। দারিদ্র্য, অসচেতনতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, যৌন হয়রানি ও কন্যাশিশুর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কন্যাশিশুদের বিয়ে হচ্ছে বেশি। পাশাপাশি ভুয়া জন্মনিবন্ধনের মাধ্যমে বয়স বাড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। দেখা যায়, সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন-পালন করা অল্প বয়সী মায়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়ছে।

নানা ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে-এমন স্বপ্ন দেখছি আমরা। কিন্তু বাল্যবিয়ে এর মধ্যে বিরাট এক বাধা। এ সমস্যা সমাধানে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সবচেয়ে বেশি। বিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল-এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর আশংকা থাকে। তাছাড়া আর্থ সামাজিক নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য বাল্যবিয়ে বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও মানসিকতার পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি।

অ্যাকশনে শেখ হাসিনা : এরপরে কে?

মুক্তমত

● প্রভাষ আমিন

> 'সমাজের অসঙ্গতি দূর করবো, একে একে সব ধরতে হবে। কাজটি অনেক কঠিন, নানা বাধা আসবে। কিন্তু আমি করবোই।' শেখ হাসিনার এই দৃঢ় প্রত্যয়ই বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের ধরার পর নিশ্চয়ই তিনি সব দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপী, শেয়ারবাজারের কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তাহলেই দূর হবে সমাজের সব অসঙ্গতি

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার গণভবনে অনুষ্ঠিত বিস্ফোরক বৈঠকটি আওয়ামী লীগের রাজনীতির ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অনেকদিন পর দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা দলে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। এই শুদ্ধি অভিযানটি দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই বৈঠকে শেখ হাসিনা সাংগঠনিক স্থবিরতার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ভর্ৎসনা করেন। ছাত্রলীগের সভাপতি শোভন ও সাধারণ সম্পাদক রাব্বানীকে 'মনস্টার' হিসেবে অভিহিত করে তাদের পদত্যাগের নির্দেশ দেন। এরপর আসে যুবলীগ প্রসঙ্গ। শেখ হাসিনা বলেন, এরা তো শোভন-রাব্বানীর চেয়েও খারাপ।

মজার কথা হলো, শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে সেদিনই যুবলীগ মাসব্যাপী কর্মসূচি শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গ উঠতেই যেন রাগে ফেটে পড়লেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। তিনি বললেন, 'চাঁদাবাজির টাকা হালাল করার জন্য আমার নামে মিলাদের কোনো দরকার নেই। আমার বাবার মৃতদেহ ধানমন্ডির বাড়িতে পড়ে ছিল, আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মী দেখতেও যায়নি। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের চিনি। দেশের মানুষের দোয়া আছে আমার সঙ্গে। কোনো মিলাদ আমার দরকার নেই।

যুবলীগ মহানগর দক্ষিণের একজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলি করতে গিয়ে বেঁচে গেছে। এখন নাকি আরেকজন তিন গাড়ি ভর্তি অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে। এসব ক্যাডার বাহিনী পোষা বন্ধ করুন। কোনো অস্ত্রধারী ক্যাডার আমার দরকার নেই। আওয়ামী লীগ বিপদে পড়লে সবার আগে এরাই অস্ত্র নিয়ে পালাবে। দলের কোনো বিপদে এদের পাওয়া যাবে না। আপনারা যারা এগুলো লালন-পালন করেন, এসব বন্ধ করতে হবে। নইলে আমি যেভাবে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস দমন করেছি, সেভাবে এগুলোও দমন করব।' শেখ হাসিনার বার্তা একদম পরিষ্কার। সেই বৈঠকেই শেখ হাসিনা ঢাকায় ছাদ ভাড়া করে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগ আনেন। শেখ হাসিনা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযোগ আনেন। শেখ হাসিনার এই হুঁশিয়ারির পর যুবলীগ আর ক্যাসিনো সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযানটা ছিল সময়ের ব্যাপার। চারদিনের মাথায় শুরু হয় ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান। প্রথম দিনেই অভিযান চালানো হয় চারটি ক্যাসিনোতে। গ্রেপ্তার করা হয় ২০১ জনকে। তবে তোলপাড় সৃষ্টি হয়, যুবলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূইয়ার গ্রেপ্তারে। দুদিন পর গ্রেপ্তার হন যুবলীগের আরেক কেন্দ্রীয় নেতা জি কে শামীম। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ঢাকার ক্যাসিনো সিন্ডিকেট দুদিনের অভিযানেই তছনছ। এখন প্রশ্ন হলো, ছাত্রলীগ ঘায়েল, যুবলীগ কাবু: এরপরে কে?

আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে পুরোনো সংগঠন। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আজ সাফল্যের শিখরে। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অনেকে ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগ বুঝি আর কোনো দিন ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন ১৯৮১ সালে। ৭৫ থেকে ৮১- এই ৬ বছর আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রেখেছিলেন তৃণমূলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা। শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পরও লড়াই অব্যাহত ছিল।

২১ বছর পর ক্ষমতায় ফেরে আওয়ামী লীগ। আর এখন তো টানা তৃতীয় মেয়াদে দেশ চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু সেই ত্যাগী নেতাকর্মীরা কোথায় এখন? শেখ হাসিনা ছাড়া আর কেউ তাদের মনে রাখেনি। ক্ষমতার স্রোতে বহু কচুরিপানা ঢুকে একসময় স্রোতকেই আটকে দিতে পারে। আওয়ামী লীগের এখন সেই দশা। ক্ষমতার হালুয়া-রুটির লোভে নানা দলের লোকজন এসে ভিড় করেছে আওয়ামী লীগে। এই নতুনদের ভিড়ে আড়ালে পড়ে গেছে ত্যাগী নেতাকর্মীরা। ক্ষমতালোভীরা যে এসে ভিড় করেছে, এটা সবাই জানে, সবাই চেনে। এমনকি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অনেকবার এদের বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু ব্যবস্থা নেননি। সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও ছাত্রলীগে শিবিরের অনুপ্রবেশের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সবসময়ই বলা হয়, আওয়ামী লীগার আসলে হওয়া যায় না।

আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সম্মেলনে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একটি উক্তি তো ইতিহাস হয়ে গেছে, 'আওয়ামী লীগের আমি সন্তান, আওয়ামী লীগের ঘরেই আমার জন্ম। আওয়ামী লীগ যদি ব্যথা পায়, আমিও বুকে ব্যথা পাই। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী যদি ব্যথা পায়, আমারও অন্তরে ব্যথা লাগে। আওয়ামী লীগ তো আওয়ামী লীগই, এটা কোনো দল না, এটা আমার কাছে একটা অনুভূতির নাম।' কিন্তু ওবায়দুল কাদেরের ভাষায় 'কাউয়া, হাইব্রিড'রা বারবার এই অনুভূতিতে আঘাত করেছে। অর্থ আর ক্ষমতার লোভে আসা নব্য আওয়ামী লীগারদের নানা অপকর্মে বদনাম হয়েছে দলের। আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগে শোভন, রাব্বানী, খালেদ, শামীমদের কমতি নেই। শুধু ঢাকায় নয়, গ্রামে-গঞ্জে ছোট বড় অনেক খালেদ-শামীম আছে।

দল ক্ষমতায় থাকলে নেতাকর্মীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হবে; এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, দখলের মাধ্যমে মানুষকে হয়রানি করাটা অন্যায়, শাস্তিযোগ্য। এখনকার শুদ্ধি অভিযান সেই হাইব্রিড চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে। এ অভিযান আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের। অভিযান শুরুর পর দেখা গেল, খালেদ মাহমুদ ভূইয়া একসময় ফ্রিডম পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল, আর জি কে শামীম জড়িত ছিল যুবদলের সাথে। এই দুজনের শত কোটি টাকার গল্প শুনে মনে হতে পারে, যুবলীগ বা ছাত্রলীগ করলেই বুঝি অঢেল টাকা। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। ১৫ বছর ধরে এক যুবলীগ নেতাকে চিনি আমি। আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে, তখন থেকে তার সাথে যোগাযোগ। অভিযানের সময় কয়েকদিন কথা বলে বুঝলাম, শত কোটির ছিটেফোঁটাও দেখেননি তিনি।

ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতার পদচ্যুতি, যুবলীগের প্রভাবশালী নেতাদের গ্রেপ্তার, ক্যাসিনো সিন্ডিকেট ধ্বংসের পর সরকারি দলের নেতাদের মধ্যে এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে। যাদের দুর্বলতা আছে, সবাই ভয়ে চুপসে আছেন। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, এরপর কে? শেখ হাসিনা বলে দিয়েছেন, কাউকেই ছাড়া হবে না। গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সদস্যরা দেখা করতে গেলে তিনি তাদের বলেছেন, 'সমাজের অসঙ্গতি দূর করবো, একে একে সব ধরতে হবে। কাজটি অনেক কঠিন, নানা বাধা আসবে। কিন্তু আমি করবোই।'

শেখ হাসিনার এই দৃঢ় প্রত্যয়ই বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের ধরার পর নিশ্চয়ই তিনি সব দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপী, শেয়ারবাজারের কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তাহলেই দূর হবে সমাজের সব অসঙ্গতি।

লেখক : হেড অব নিউজ, এটিএননিউজ।

বিশ্বসভায় অনন্য উচ্চতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুক্তমত

ড. মিল্টন বিশ্বাস

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ আজ অপরিহার্য- এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। জাতিসংঘকে আরও শক্তিশালী ও জোরদার করার জন্য সকল সদস্যভুক্ত দেশের প্রতি এভাবেই একদা আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্যে ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছাবেন। অধিবেশনে যথারীতি বাংলায় ভাষণ দেবেন ২৭ সেপ্টেম্বর; ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর ৭৩তম জন্মদিন।

২০০৯ সাল থেকে একটানা ভাষণের এটি হলো ১১তম ভাষণ; সর্বমোট ক্ষমতার ১৬ বছরে ১৪তম ভাষণ। কারণ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত শাসনকালে তিনি তিনবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে ভাষণ শুরু করেন এবং জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু; বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক; খোদা হাফেজ বলে তাঁর লিখিত ভাষণ শেষ করেন।

১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের ৫২তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়ে বিশ্ব নেতৃবর্গের কাছে শেখ হাসিনা পরিচিত ও প্রশংসিত হন যোগ্য নেতৃত্বের কারণে। ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালেও তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কেবল অধিবেশনে নয় তিনি সেসময় কথা বলেছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে; বৈঠক করেছিলেন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে। অনুরূপভাবে ২০১৯ সালে অধিবেশনের ভাষণ ছাড়াও জলবায়ু, টেকসই উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও শরণার্থী বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনেও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রধান হিসেবে জনগণের পক্ষে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। সে ভাষণে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে গণতন্ত্র, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রেখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলেন। সেদিন তিনি জাতিসংঘের মহান আদর্শ ও সনদের প্রতি বাংলাদেশের অবিচল আস্থার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। স্মরণীয়, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুসরণ করে শেখ হাসিনাও ১৯৯৯ সাল থেকে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেওয়া শুরু করেন।

জাতিসংঘের আঙিনায় শেখ হাসিনা তাঁর একাধিক ভাষণে, জাতিসংঘে যোগ দেয়ার পর থেকে গত ৪৫ বছরে বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচন, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া, রোগমুক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাসহ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল প্রকল্প ও প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের সঙ্গে বাংলাদেশ সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

অতীতে তিনি বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক একবিংশ শতাব্দীতে আরও সম্প্রসারিত ও জোরদার করার কথাও ক্রমাগত তুলে ধরেন। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশ মনে করে শান্তি একটি মৌলিক অধিকার যাকে অর্জন, লালন, উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বদা ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে নিতে হবে। উন্নয়ন ছাড়া শান্তি সম্ভব নয় এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা। সে কারণেই দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর এবং উন্নয়নের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সদস্য দেশের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

সীমিত সম্পদকে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় না করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়নে ব্যয় করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা ও ১৯৮১ সাল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে হামলা-মামলা ও মৃত্যুভীতি উপেক্ষা করে নিরলসভাবে আন্দোলন চালিয়েছেন যা বিশ্বসভা জানেন তাঁর বক্তৃতা থেকে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে এবং এর শিকড় দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রোথিত।

বাংলাদেশে আজ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শাসনামলে জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপ, বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, আশ্রয়ণ, চিকিৎসা, বয়স্ক ভাতা, ক্ষুদ্র ঋণ, মহিলা ও শিশু কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া শেখ হাসিনার ১৩টি ভাষণ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিশ্বসভায় তিনি নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা পালনের দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন প্রথম থেকেই। বিশ্ববাসীকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ আর পিছিয়ে নেই। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের গৃহীত যে কোনো আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড এদেশের ওপর ন্যস্ত করা হলে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম আমরা।

লক্ষ করা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে অসাধারণ কথা উচ্চারণ করেছেন একটানা কয়েক বছর। তিনি বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, বিশ্বব্যাপী সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুধা ও পরমাণু অস্ত্রের শংকামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য আরও বলিষ্ঠ, কার্যকর, বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন বারবার।

শেখ হাসিনার আহ্বান সবসময়ই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দারা চায় যুদ্ধ ও সমরসজ্জার উন্মত্ততামুক্ত, পরমাণু অস্ত্রের শংকামুক্ত এক শান্তিময় বিশ্ব; চায় রাজনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ পৃথিবী। বিশ্ববাসীর এই প্রত্যাশা পূরণের শেষ ভরসাস্থল হচ্ছে জাতিসংঘ। কারণ, একমাত্র জাতিসংঘই হচ্ছে এমন একটি বিশ্বসংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার কাঠামো নির্ধারণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য পৃথিবীর মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মোদ্যোগের প্রতিনিধিত্ব করে। আর সে কারণেই জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে।

এই শতাব্দীতে এসে বিশ্ববাসী জাতিসংঘের কাছে আরও সক্রিয় ও বলিষ্ঠতর ভূমিকা প্রত্যাশা করে। এই জাতিসংঘেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একসময় জাতিসংঘ বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে আর্থিক সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশের অভিবাসীদের বিষয়ে প্রস্তাবনা সমর্থন এবং সামুদ্রিক অর্থনীতির বিষয়ে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের একাধিক পুরস্কারও পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

যেমন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে মনোনীত করা হয়। সেই সঙ্গে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম তাঁকে 'এজেন্ট অব চেইঞ্জ' পুরস্কারে ভূষিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালের 'ফেলিক্স হুফে বইনি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। ১৯৯৯ সালে ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ফাও) কর্তৃক 'সেরেস পদক' লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। শিশুমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত এমডিজি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ২০১২ সালে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক 'কালচারাল ডাইভারসিটি পদক' লাভ করেন শেখ হাসিনা। ১৭ ডিসেম্বর সাধারণ অধিবেশনের সভায় ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে জাতিসংঘে তাঁর দেওয়া 'জনগণের ক্ষমতায়ন' এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাব পাস হয়।

২০১৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কো-অপারেশনের 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর নারী ও কন্যা শিশুদের সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তির বৃক্ষ' (ট্রি অব পিস) স্মারক উপহার প্রদান করে ইউনেস্কো। একই বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ২৯তম বিশেষ অধিবেশনের ক্রেডেনশিয়াল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন শেখ হাসিনা। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে গ্লোবাল নিউজ এজেন্সি ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস) রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য তাঁকে সংগঠনটির পক্ষ থেকে তার অত্যন্ত মর্যাদাশীল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

তাছাড়া গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন তাঁকে '২০১৮ স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব (২০০৭-২০১৫) বান কি মুন বলেছেন, শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে, সামরিক শাসন ও জঙ্গীবাদ উৎখাত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবল করার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক কার্যক্রম (ইউএনএইচসিআর) ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা এবং বর্তমান মহাসচিব বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীদের অবস্থা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

এদিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যে বাংলাদেশই সব চাইতে ভালো কাজ করেছে। এই সরকারই আটকে পড়া বিহারিদেরকে নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। তবে শেখ হাসিনা জাতিসংঘে রোহিঙ্গাদের নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব প্রদান করেন কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে জাতিসংঘ। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে কফি আনান কমিশনের বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা, তার ফলাফলও শূন্য।

দেশে দেশে অসহিষ্ণুতার অবসান ও শ্রদ্ধাবোধ সৃজনের কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। যা যুদ্ধহীন ও সংঘাতমুক্ত টেকসই উন্নয়নের জন্য জরুরি কিন্তু জাতিসংঘ সেটা করতে ব্যর্থ। বিভিন্ন দেশে জাতি ধর্ম নিয়ে সংঘাত লেগেই আছে যা শান্তি নষ্ট করছে। এসব সত্ত্বেও জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বর্তমান সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকেন তাঁর মৌলিক চিন্তা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের মধ্য দিয়ে।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্রিটেনের মতো জেগে ওঠো বাঙালি নারী

মুক্তমত

রুমানা রাখি

দেশের বাইরে আসার পর সবচেয়ে নিয়ম করে প্রতিদিন যেটি করা হয় সেটি হলো বাংলাদেশের প্রথম সারির সব পত্রিকায় একবার হলেও চোখ বুলানো। অনেক আশাব্যঞ্জক খবর দেখে যেভাবে খুশি হই, সেভাবেই হতাশ হই প্রতিদিন ছাপা হওয়া ধর্ষণের খবর দেখে। যখন থেকে পত্রিকা পড়ি তখন থেকেই এই নিউজগুলো দেখছি। এর কোন পরিবর্তন নেই। পৃথিবী পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু মানুষের অসভ্যতা শেষ হচ্ছে না। তবে ইদানিং মনে হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। তাই প্রতিদিনই যেন নতুন নতুন নির্যাতনের ঘটনা আমাদের মনকে ভয়ংকর এক আতংকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নারী হিসেবে সব সময়ই নিজেকে অসহায় মনে হয়। তা দেশে হোক কিংবা দেশের বাইরে হোক। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দেখে সম্প্রতি অনেকটা কৌতূহল বশেই ইন্টারনেটে খুঁজলাম ব্রিটেনে সব শেষ ধর্ষণের ঘটনা কবে ঘটেছে। কিংবা কোথায় ঘটেছে। বাংলাদেশের মতো ব্রিটেনের ১৫ দিনের পত্রিকা খুঁজে এমন কোন তথ্য পেলাম না, ধর্ষণ বিষয়ক। তবে একটি তথ্য পেলাম ওদের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে। তাতে যা দেখলাম ব্রিটেনের নারী নির্যাতনের অভিযোগের ঘটনা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। যা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। তার মানে এখানে নারীরা আরও অনিরাপদ।

অভিযোগগুলোর প্রেক্ষিতে লন্ডনের দ্যা মর্নিং ও গার্ডিয়ান পত্রিকার কয়েকটি ফিচারে বলা হয়েছে, রেইপ ক্রাইসিস সেন্টার ২০১৭-২০১৮ সালে ১ লাখ ৭৯ হাজার ফোন কল পেয়েছে ভিকটিমদের কাছ থেকে যারা তাদের কাছে মানসিক সহায়তা চেয়েছে। এর মধ্যে ২৩ শতাংশ এথনিক মাইনোরিটি মহিলা। আর এইসব নারীদের সহায়তা দিতে প্রস্তুত সরকারি ১৭ টি সংস্থা। একই সাথে এইসব সংস্থায়ই নারীরা তাদের অভিযোগ দাখিল করেন। তাছাড়া ব্রিটেনে নারীদের সহায়তা প্রদানে তাদের পাশে রয়েছে বেশ কিছু এনজিও।

ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেওয়া তথ্য মতে, ২০১৭-২০১৮ সালে বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ সেশন তারা করেছে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নে শিকার হওয়াদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে মানসিকভাবে বের করে নিয়ে এসে তাদের সুস্থ করার জন্য।

সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের ঘটনার শিকার ৩ হাজার ২ শত ৩৬ জনের বয়স ছিলো ১৫ বা তার নিচে। যা ২০১৬-২০১৭ সালের চেয়ে ২২ শতাংশ বেশি। ২৯ শতাংশ সহায়তা চাওয়া মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের তালিকায়।

উপরের এই তথ্য দেখে মনে করার কিছু নেই যে এই সব দেশে ধর্ষণের ঘটনা আমাদের দেশের তুলনায় বেশি। তবে এখানকার নারীরা অনেক বেশি সচেতন আমাদের দেশের তুলনায়। তাই তারা অভিযোগ করে। এতো অভিযোগ সম্পর্কে কথা হয় কয়েকজন এনজিও কর্মী ও সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে। তারা জানায়, নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া শারীরিক সম্পর্কই ধর্ষণ। তা তার স্বামীর সাথে হোক কিংবা তার ছেলে বন্ধুর সাথে হোক। অনেক নারীরা এখানে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

তাছাড়া ১৫ বছরের নিচের মেয়ে শিশুরাও তাদের নিকটতম আত্মীয় স্বজন কিংবা বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। বাংলাদেশে মোটা দাগে নারী নির্যাতন বা যৌন হয়রানী বলতে শুধু রেইপ বা ধর্ষণকেই বুঝায়। আর এখানে একজন নারী যদি কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তায় কোন বাজে যৌন বিষয়ক মন্তব্যের জন্য বিরক্ত হয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় সেটাকেই আমলে নিয়ে অভিযোগ করা যায়, সহায়তা পাওয়া যায়।

এই অভিযোগ থেকে শুরু করে সহায়তার পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করা হয়। আর আমাদের দেশে নারীদের নিরাপত্তা কই! এক্সট্রিম লেভেলে নির্যাতন হওয়ার পরও যেভাবে তাকে হেনস্থা করা হয়, আমাদের গণমাধ্যম যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করে তাতে একটি মেয়েকে একবার ধর্ষণ হওয়ার যন্ত্রনার চেয়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন! আশে পাশের মানুষের কাছে চিহ্নিত হতে হয় বাজে মানুষ হিসেবে! আর বিচারের বিষয়তো আরো ভয়াবহ!

সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু বিতর্কিত ঘটনা নারী নির্যাতনের শিকার হওয়া বা না হওয়া নারীদের আরো নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশে সময়োপযোগী অনেক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, এখনই উচিত নারী নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি উদ্যোগ নেয়ার, আরো অনেক বেশি সেল গঠন করা। সময় এসেছে নারী নির্যাতন বলতে শুধু ধর্ষণ নয়, একটি তীর্যক মন্তব্যকেও আমলে নেয়ার।

লেখক : ব্রিটেন প্রবাসী সাংবাদিক।

সিন্ডিকেটের হাতে বন্দি ভোলার আখ চাষিরা

ভোলা প্রতিনিধি ▸
কোন প্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণ না থাকায় এ বছর ভোলা জেলায় আখের ব্যাপক ফলন হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের চেয়ে এ বছর আখের ফলন অনেক বেশি। ক্ষেতের ফলন দেখে মুখে হাসি ফুটেছে আখ চাষিদের। বেশি ফলন হওয়ায় চাষিরা আখ বিক্রি করে লাভবান হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।
সদর উপজেলার ভেলুমিয়া এলাকার আখ চাষি আব্দুল জলিল জানান, তিনি এ বছর ২ একর জমিতে আখ চাষ করেছেন। এতে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। ক্ষেতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই। অনেক টাকা লাভ হবে এ বছর।
দৌলতখান উপজেলার চর খলিফা ইউনিয়নের কলকোপা গ্রামের নিজাম সিকদার জানান, তিনি এ বছর ১ একর জমিতে ৫০ হাজার টাকা খরচ করে আখ চাষ করেছেন। এ পর্যন্ত ৬০ হাজার টাকার আখ বাজারে বিক্রি করেছেন। আরও প্রায় ১ লাখ টাকার আখ বিক্রি করতে পারবেন।
এদিকে আখের ব্যাপক ফলন হলেও ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন চাষিরা। চাষিদের অভিযোগ, মধ্যসত্ত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের কারণে পাইকারি বাজারে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। তাই অনেক কম দামে আখ বিক্রি করছেন তারা।
ভোলা সদরের পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের মো. ফিরোজ মিয়া জানান, তারা বাজারে আখের সঠিক দাম পান না। ভোলা সদরে ৩-৪ জন পাইকার থাকলেও আড়ৎ মাত্র একটি। আড়ৎ থেকে যে দাম নির্ধারণ করা হয়; সে দামে চাষিদের বিক্রি করতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে অনেক কম দামে আখ বিক্রি করতে হয়।
চাষিরা পাইকারি বাজারে ন্যায্য মূল্য না পেলেও খুচরা বাজারে চড়া দামে আখ বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের। ভোলা শহরের নতুন বাজারে আখ কিনতে আসা মো. আরিফ হোসেন জানান, খুচরা বাজারে আখের চড়া দাম। প্রতিটি আখ ৬০-৮০ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ পাশের আড়তে আখের দাম অনেক কম।
এলাকার খুচরা বিক্রেতা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, আড়ৎ থেকে প্রতি শ' আখ ৪-৫ হাজার টাকা দামে কিনতে হয়। অথচ আড়তদাররা চাষিদের কাছ থেকে ৫০০-১ হাজার টাকা দামে কেনে। খুচরা বিক্রেতাদের কাছে তারা বেশি দামে বিক্রি করে। তাই লাভের জন্য খুচরা আখ বেশি দামে বিক্রি করতে হয়।
শহরের নতুন বাজার এলাকার আড়তদার মো. ইয়ামিন মিয়া জানান, এ বছর জেলায় আখের ব্যাপক ফলন হয়েছে। বাজারে প্রচুর আখ উঠেছে। চাহিদার চেয়ে বেশি হওয়ায় বাজার দাম একটু কম। কারণ ক্রেতার সংখ্যা কম। বাজারে কোন সিন্ডিকেট নেই। দাম কম পাওয়ায় কৃষকরা সিন্ডিকেটের কথা বলে।
জেলা কৃষি বিভাগ জানায়, এ বছর জেলায় ৮২৪ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৪ হেক্টর বেশি। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫ হাজার ৭২০ মেট্রিক টন।
ভোলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, 'কৃষি বিভাগের সঠিক তদারকিতে আখের বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে কৃষকরা আখের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। আমরা কৃষকদের নিজ উদ্যোগে আখ বিক্রির পরামর্শ দিয়েছি।'

স্বামী হারানোর শোক সইতে পারলেন না স্ত্রী

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী মারা যাওয়ার পরদিনই আত্মহত্যা করেছেন নিয়তি রানী দাস (২৮) নামে এক গৃহবধূ। সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়রা জানান, রোববার দুপুরে উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের সত্যেন্দ্র দাসের (বেনু) ছেলে নিবলু দাস (৩০) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। এর পরদিন সোমবার সকালে আত্মহত্যা করেন স্ত্রী নিয়তি রানী দাস। পুলিশ জানিয়েছে, মাস দুয়েক আগে নিবুল দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় নিয়তি রানী দাসের। রোববার উপজেলার সাচনা কাঠবাজার সংলগ্ন শামসুল আবেদীনের দোকানে থাই সিলিংয়ের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতার কারণে বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান নিবলু দাস। এই ঘটনায় পরিবারের শোক কাটতে না কাটতে সোমবার ঘরের সিলিংফ্যানের সঙ্গে উড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন স্ত্রী নিয়তী রানী দাস। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা স্বামীর শোক সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। জামালগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, স্বামী রোববার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান নিবলু দাস। এরপর সোমবার সকালে সিলিংফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তার স্ত্রী নিয়তী রানীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্বামীর শোকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত জন্য মরদেহ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বড় বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ছোট বোনকে ধর্ষণ যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলা যুবলীগ নেতা কামরুল হাসান কামালকে কিশোরী ধর্ষণ এবং ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে ঘিওর থানা পুলিশ। কামাল উপজেলা যুবলীগ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। এদিকে ধর্ষণ ও পর্ণগ্রাফি মামলায় গ্রেপ্তার কামালকে ঘিওর উপজেলা যুবলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক রাজা। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে ঐ কিশোরীর বড় বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কামাল। তার আন্তরিক ব্যবহারে পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। সেই সূত্রে ছোট বোনকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে নিয়ে যেত কামাল। দুই মাস আগে কামাল ঐ কিশোরীকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে যায়। সেখানে একটি হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ওঠে। হোটেলে ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের ছবি ভিডিও করে। পরে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে নিয়মিত ধর্ষণ করতো। ঘিওর থানার অফিসার ইনচার্জ আশরাফুল ইসলাম জানান, শনিবার থানায় মামলা দায়েরের পর ঐ রাতেই কামালকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোববার দুপুরে কামালকে কোর্টে হাজির করে ৫ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। তবে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দেওয়ায় তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত।

আদিতমারীতে গুলিবিদ্ধ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ▸
লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার সময় সাইফুল ইসলাম (৩০) নামে এক চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সোমবার ভোরে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের পূর্ব দিঘলটারী রাবার ডাম ব্রিজ এলাকা থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঐ এলাকার ভারতীয় সীমান্তবর্তী ভিতরিচর গ্রামের নুর কাশেমের ছেলে। আদিতমারী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, মাদকসহ পাচারকারী চক্রের মূল হোতা সাইফুল ইসলাম কাঁটাতারের বেড়াহীন ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায় বসবাস করে অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। অপরাধ সংগঠনের পরপরই কৌশলে ভারতে অবস্থান নেওয়ায় ইতোপূর্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয় পুলিশ। এর মধ্যে একটি অভিযানে উপ পরিদর্শক (এসআই) জাহিদকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় সে। পুলিশের ওপর হামলার মামলায় আসামি সাইফুলকে গ্রেপ্তারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘলটারী রাবার ডাম এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় পুলিশের ওপর হামলা করে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুড়লে সন্ত্রাসী সাইফুল ইসলামের দুই পায়ে বিদ্ধ হয়। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল ও কিছু দেশি অস্ত্র উদ্ধার করে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক এসআইসহ তিনি পুলিশ সদস্য আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। গ্রেপ্তার সাইফুলের বিরুদ্ধে থানায় দু'টি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাংবাদিক জুনাইদ হত্যায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জের বহুল আলোচিত সাংবাদিক জুনাইদ আহমদ হত্যা মামলায় তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। সোমবার দুপুরে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নাছিম রেজা এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল গ্রামের বাদশা মিয়া, রাহুল মিয়া ও ফরিদ উদ্দিন। এদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন লন্ডনে পলাতক রয়েছেন। রায় ঘোষণাকালে অপর দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার অপর আসামি আব্দুল হামিদ বিচার চলাকালে মারা যান। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১০ জুলাই স্থানীয় দৈনিক বিবিয়ানা পত্রিকার সাংবাদিক জুনাইদ আহমদ নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে জেলা সদরে যান। ওইদিন রাতেই দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে মরদেহের আলামত নষ্ট করার জন্য শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইনে ফেলে রাখে। পরদিন ১১ জুলাই সকালে সাংবাদিক জুনাইদ আহমদের খণ্ড বিখণ্ড মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। এ ঘটনায় জুনাইদের ভাই মোজাহিদ আহমদ বাদী হয়ে আদালতে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ চারজনের বিরুদ্ধেই আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মামলায় ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক সোমবার এ রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল আহাদ ফারুক। তিনি রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

নুসরাতের খালাতো বোনকে হত্যাচেষ্টা, ননদ গ্রেপ্তার

ফেনী প্রতিনিধি ▸
ফেনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়ে নিহত মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির খালাতো বোন ফারজানা আক্তার ফাহিমাকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ভিকটিমের মা রুপিয়া আক্তার বাদী হয়ে রোববার রাতে ফুলগাজী থানায় মামলাটি করেন। ফারজানা আক্তারের স্বামী নয়ন ছিদ্দিক, দেবর মনসুর আলম, শাশুড়ি হেমনা খাতুন এবং ননদ আলেয়া বেগমকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এদিকে মামলার পর গভীর রাতে ছাগলনাইয়া থানা পুলিশ ফারজানার ননদ আলেয়া বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে। উপজেলার ঘোপাল ইউনিয়নের দুর্গাপুর সিংহনগর গ্রামের কালা মিয়া চৌধুরীবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে বলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মনির হোসেন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ফারজানা আক্তারের দেবর তাকে হত্যাচেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। গত শনিবার ফারজানা আক্তারকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর জেলার ফুলগাজীর জিএম হাট ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে তাকে নির্যাতন করা হয়। এর আগে তাকে ফেনী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তার ঠোঁটে চারটি সেলাই দেয়া হয়েছে। আঘাতে তার দাঁতের মাড়ি নড়বড়ে হয়ে গেছে। ফারজানা আক্তারের বাবার বাড়ি ছাগলনাইয়ার ঘোপাল ইউনিয়নে। তিনি দুর্গাপুর সিংহনগর গ্রামের কালা মিয়া চৌধুরীবাড়ির দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডে কার্যালয় ও কেটে রাখা গাছ —পাঞ্জেরী

পিজিসিএলে অবৈধভাবে গাছ কর্তন, তথ্য সংগ্রহে বাধা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের (পিজিসিএল) প্রধান কার্যালয়ের আঙিনার গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিধি না মানায় গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছে বন বিভাগ।
এদিকে এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকরা পিজিসিএল কার্যালয়ে গেলে নানা অজুহাত দেখিয়ে মেইন গেটে তাদের আটকে দেওয়া হয়।
রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জের নলকা এলাকায় পিজিসিএলের প্রধান কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
এ সময় সাংবাদিকরা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মান্নান পাটোয়ারির সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি ঢাকায় বোর্ড মিটিংয়ে আছেন বলে জানান। একই কারণে কোম্পানি সচিব মোজাহার আলীও কার্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী প্রধান গেটে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, কোম্পানি সচিব, ম্যানেজারসহ (সার্ভিস) অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরও প্রধান ফটক খোলা হয়নি।
একপর্যায়ে উপ-মহা ব্যবস্থাপক (সার্ভিস) সিরাজুল ইসলাম গেটের বাইরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, এমডি মহোদয় প্রথমে আপনাদের ভেতরে নিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ানোর জন্য বলেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ফোন করে তিনি নিষেধ করেন এবং মঙ্গলবার সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।
অবৈধভাবে গাছ কাটার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পিজিসিএল কার্যালয়ের ৫১টি গাছ বিক্রির জন্য জিএম আব্দুর রাজ্জাককে প্রধান করে একটি বিক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে কমিটি টেন্ডার আহবান করে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিক্রয় কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক তারা গাছ কাটতে শুরু করেন। গত বৃহস্পতিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বন বিভাগের কর্মকর্তারা এসে গাছ কাটা বন্ধ করে দেয়। ওইদিনই কার্যাদেশ বাতিল করে ঠিকাদারকে তার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋষিকেশ চন্দ্র রায় বলেন, বৃহস্পতিবার আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে পিজিসিএল কর্তৃপক্ষ একটি আবেদন দিয়েছে।
পরে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পিজিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মান্নান পাটোয়ারি বলেন, টেন্ডারে কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল আমরা সেটা সংশোধন করে রি-টেন্ডার আবহান করে গাছ বিক্রি করবো।

চাচি-ভাতিজার পরকীয়ার বলি শিশু মাহিমা

নড়াইল প্রতিনিধি ▸
নড়াইলের কালিয়া উপজেলার সালামাবাদ ইউনিয়নের হাড়িডাঙ্গা গ্রামে চাচি-ভাতিজার পরকীয়া নিয়ে পারিবারিক কলহে মাহমুদা ইসলাম মাহিমা (২) নামে এক শিশুকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার বিকেলে শিশুটির মরদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মাহিমা হাড়িডাঙ্গা গ্রামের সৌদি আরব প্রবাসী মাহমুদ খান্দারের মেয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ১০টার দিকে মাহিমার মা তাসলিমা বেগমকে (৩০) তার চাচি শাশুড়ি রোজিনা বেগমসহ (৩৫) তাদের লোকজন বেদম মারধর করে। একপর্যায়ে রোজিনা বেগম ও তার ছেলে মিথাল খান্দারসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা শিশুকন্যা মাহিমাকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাসলিমা বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। পরে শিশু মাহিমাকে পুকুরে ভাসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। এ ঘটনায় কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর থেকে রোজিনা বেগমকে আটক করে পুলিশ। মাহিমার মা তাসলিমা বেগম অভিযোগ করেন, তার স্বামী মাহমুদ খান্দার প্রায় ১৪ বছর ধরে বিদেশে আছেন। দেশে আসা-যাওয়ার সূত্র ধরে চাচি রোজিনা বেগমের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। ফলে বিদেশ থেকে চাচির (রোজিনা) নামেই টাকা পাঠান। পরকীয়ার কারণে তাসলিমাকে সহ্য করতে পারেন না স্বামী মাহমুদ খান্দার ও চাচিশাশুড়ি রোজিনা। প্রায়ই তাসলিমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়েন রোজিনা বেগম। এরই জের ধরে রোববারও তাসলিমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হন রোজিনা বেগম। মাহিমাকে কেড়ে নিয়ে ঘাড় মটকে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন। এ ব্যাপারে কালিয়া থানা পুলিশের ওসি (তদন্ত) ইকরাম হোসেন বলেন, শিশু মাহিমাকে পুকুরে ভাসতে দেখে প্রতিবেশীরা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ মাহিমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কী কারণে মাহিমার মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যাবে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি নড়াইল সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চাঁদাবাজির অভিযোগে মহিলা আ.লীগ নেত্রী বহিষ্কার

নাটোর প্রতিনিধি ▸
চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা ও নৈতিক স্খলনের অভিযোগে নাটোর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শামীম আরা শিল্পীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও তাকে দলের সাধারণ সদস্যপদ থেকেও স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক বিউটি আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত শামীম আরা শিল্পী ক্ষমতার দাপটে শহরের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদাবাজি, অর্থ ধার নিয়ে ফেরত না দেয়া, চাকরি দেয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, নিকট আত্মীয়দের থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আদায়, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, আপত্তিকর কথাবার্তাসহ নানা প্রকার মানহানিকর কাজে লিপ্ত।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ নিয়ে সংগঠন ও দলের পক্ষ থেকে সতর্ক করার পর তিনি আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি শহরের এক ব্যক্তির সঙ্গে অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখতেও মহিলা আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

নকল স্মার্টকার্ডসহ বিভিন্ন বাহিনীর পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে এক ব্যক্তির কারাদণ্ড

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
চাঁপাইনবাবগঞ্জে নকল জাতীয় পরিচয়পত্র স্মার্টকার্ডসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে জিএসএম মুর্শেদ সুমন নামে এক যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও ঐ যুবককে এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছে। রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইকবাল হোসেন এ রায় দেন।
সুমন শহরের নিমতলা মোড়ের ডিজিটাল গ্রাফিক্স নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পৌর এলাকার আজাইপুরের মৃত ওমর ফারুকের ছেলে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইকবাল হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুর্শেদ সুমনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় তার কাছে স্মার্টকার্ড, পুলিশ, র‌্যাব ও এনএসআইসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নকল পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। পরে তাকে দুই মাসের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাতেই মুর্শেদ সুমনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গত বছর বর্ষা মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত রাজবাড়ীর গোদার বাজার এলাকায় শহর রক্ষাবাঁধ ফেজ-১ এর সংস্কার কাজ এখনও চলছে। কিন্তু এরই মধ্যে এনজিএল ইটভাটা সংলগ্ন স্থানে পুনরায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। —পাঞ্জেরী

সংস্কারের মধ্যেই ভাঙনের কবলে বাঁধ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি ▸
গত বছর বর্ষা মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত রাজবাড়ীর গোদার বাজার এলাকায় শহর রক্ষাবাঁধ ফেজ-১ এর সংস্কার কাজ এখনও চলছে। কিন্তু এরই মধ্যে এনজিএল ইটভাটা সংলগ্ন স্থানে পুনরায় ভাঙন দেখা দিয়েছে।
পদ্মায় হঠাৎ পানি বৃদ্ধি ও তীব্র স্রোতের কারণে ইটভাটার প্রায় ২০ হাজার ইটসহ ঐ এলাকার প্রায় ৭০ থেকে ৮০ মিটার অংশ নদী গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলা না হলে যে কোনো মুহূর্তে এনজিএল ইটভাটা ও শহর রক্ষাকারী বাঁধ নদীতে সম্পূর্ণ বিলীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
রোববার সকালে ভাঙন দেখা দিলেও বিকেল পর্যন্ত তা রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইটভাটা কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয়রা।
সরজমিনে গিয়ে দেখাযায়, গত বছরের বর্ষা মৌসুমে গোদার বাজারের এনজিএল ইটভাটা এলাকায় রাজবাড়ী শহর রক্ষা বাঁধ ফেজ-১ এর ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সংস্কার করা হয়। সেই সংস্কার করা অংশের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ মিটার রোববার সকালে হঠাৎ করে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনে ভাটার প্রায় ২০ হাজার ইটও নদীতে চলে গেছে। এছাড়া ভাঙন স্থানের আশপাশে বড় বড় ফাটল রয়েছে। সেই সঙ্গে নদীতে রয়েছে তীব্র স্রোত। ফলে ভাঙন আতংকে আছেন ভাটা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা।
ইটভাটার শ্রমিকরা বলেন, সকালে ভাটার পাশে ফাটল দেখা দিলে তারা স্তূপ করে রাখা ইটগুলো সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অল্প কিছু সরাতে পারলেও প্রায় ২০ হাজার ইট নদীতে চলে গেছে। ভাটা না থাকলে তারা বেকার হয়ে পড়বে। তাই দ্রুত গতিতে ভাঙন রোধে কাজ শুরু করতে পাউবোর প্রতি অনুরোধ জানান তারা।
এনজিএল ইটভাটার পরিচালক আলামিন মোস্তফা বলেন, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তার কারখানা সংলগ্ন শহর রক্ষাকারী বাঁধের প্রায় ৭০ মিটার মুহূর্তের মধ্যে নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এ সময় সেখানে প্রায় ২০ হাজার ইট স্তূপ করা ছিল। ভাঙনের পর পাউবোকে বিষয়টি জানালেও বিকেল পর্যন্ত কেউ আসেননি। দ্রুত কাজ শুরু না হলে রাতের মধ্যে ইটভাটার মূল অংশ ভাঙনের কবলে পড়বে। ভাটায় প্রায় ২ শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। ভাটা না থাকলে তারা বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়া ভাঙনে হুমকির মুখে পড়বে শহর রক্ষা বাঁধ। তাই জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলাসহ যথাযথ প্রদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান তিনি।
জেলা পাউবো কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, গত কয়েকদিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে তীব্র স্রোত। যার কারণে শহর রক্ষা বাঁধের গোদার বাজার এলাকার প্রায় ৩০ মিটার অংশ নদীতে বিলীন হয়েছে। ভাঙনের পর ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেখানে জিও ব্যাগ কাজ শুরু করা হবে।

গ্রাহক সচেনতার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ পবিস এর উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৯ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উদ্যোগে গ্রাহক সচেতনতার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের একাংশ। —পাঞ্জেরী

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
গত ১৯ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উদ্যোগে গ্রাহক সচেতনতার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকায় (সকল উপজেলায়) ৫০টি টিমের মাধ্যমে একই দিনে ২৫০টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করে। উঠান বৈঠকের উদ্বোধন করেন গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার মো. সাইফুল ইসলাম। এতে অংশগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ। উঠান বৈঠকে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা স্ট্যান্ডার্ড মানের ওয়্যারিংকরণ, দালাল প্রতিরোধ, ঘুষ প্রদান না করার বিষয়ে গ্রাহককে সচেতন করা হয়। এছাড়া পার্শ্ব সংযোগ, হুকিং-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি, ট্রান্সফরমার ও তার চুরি প্রতিরোধ, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, রাইট অব ওয়ে নিরসনে সহযোগিতা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনে পরস্পরের সহযোগিতার আলোচনা করা হয়। এছাড়া সেবার মান উন্নয়নে গ্রাহকের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

চা গাছে 'অতিমাত্রায়' ছত্রাকনাশক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ▸
চা বাগানে ছিটানো হচ্ছে অতিমাত্রায় ছত্রাকনাশক ওষুধ। ওষুধটির নাম 'কপার অক্সিক্লোরাইড'। এর অতিমাত্রার ফলে চা গাছে ক্ষতিকর প্রভাবসহ রয়েছে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির দিকও। শুধু তাই নয়, এমন রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপরও পড়ছে মারাত্মক প্রভাব।
চা বাগানের সর্দার বা কীটনাশক শ্রমিকরা ভুলবশত এমন ছত্রাকনাশক মিশ্রণটি প্রয়োগ করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নেই কোনো নজরদারি।
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) সূত্র জানায়, কপার অক্সিক্লোরাইড মূলত ছত্রাক আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহার করা হয়। চা পাতার বাড়ন্ত পর্যায়ে পাতার ঝলসানো রোগ ও পাতার দাগ রোগ দূরীকরণে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে পানির সঙ্গে সংমিশ্রণ না করে মাত্রাতিরিক্ত বা অতিমাত্রায় ব্যবহার করা হলে এর ক্ষতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কমলগঞ্জ উপজেলার মিরতিঙ্গা চা বাগানের একটি সেকশনে সম্প্রতি এভাবে অতিমাত্রায় ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। দ্রবণটি চায়ের পাতায় শুকিয়ে সাদা রং ধারণ করেছে। সেকশনের বেশ কিছু জায়গায় এমন বেশি মাত্রায় কীটনাশকের অবস্থা বিরাজ করছে।
মিরতিঙ্গা চা বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক আমিনুল রহমান বলেন, আসলে অতিমাত্রায় কপার অক্সিক্লোরাইড এখানে ব্যবহার করা হয়নি। মূলত বিটিআরআইর নির্দেশনা মেনেই চা গাছের দৈহিক সুরক্ষার জন্য তা স্প্রে করা হয়েছে। এতে কোনো প্রকার স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিটিআরআই) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রায়হান মজিদ হিমেল বলেন, কপার অক্সিক্লোরাইড চা গাছের পাতায় স্প্রে করলে সাধারণত সাদা সাদা দাগ থাকে। এজন্য আমরা প্রতিটি বাগানকেই সাজেস্ট করি যে, প্লাকিং (পাতা চয়ন) এর পরে তা সুনির্দিষ্ট মাত্রায় স্প্রে করতে। তাহলে ৭ থেকে ১০ দিন পরে যখন পাতা তুলতে আসবে তখন আর চা পাতার উপর এমন দাগগুলো থাকে না। কিন্তু প্লাকিং করার আগে যদি স্প্রে করে তাহলে সাদা সাদা দাগ ফুটে ওঠাসহ স্বাস্থ্যঝুঁকির দিকটিও থেকে যায়।
তিনি আরও বলেন, যে কোনো ওষুধই তার নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত মিশ্রণ করে প্রয়োগ করা হলে তার উপকারের দিকটির চেয়ে ক্ষতির দিকটি বেড়ে যায়। এজন্য আমরা চা বাগানগুলোকে বারবার বলি যে- চা পাতা তোলার পরপরই আমাদের বিটিআরআই পরীক্ষিত রাসায়নিক ওষুধগুলো প্রয়োগ করতে। তাহলে নতুন কুঁড়িগুলো এক সপ্তাহ বা দেড় সপ্তাহ পর উত্তোলন করা হলে এতোদিনে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টির পানিতে সেই চা গাছের পাতায় জমে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলোর ক্ষতিকর দিকটি আর থাকে না। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির দিকটি তখন নেই বললেই চলে। চা বাগানগুলো মূলত বড় ড্রাম ব্যবহার করে। ২০০ লিটারের সেই ড্রামে প্রায় ৫০০ বা ৫৫০ গ্রাম ওষুধ মিশ্রণই হলো আমাদের নির্দেশিত সঠিক মিশ্রণপদ্ধতি। এর কম বা বেশি দু'টি প্রকারই এই ছত্রাকনাশকের কার্যকারিতাকে ব্যর্থ করে বলে জানান বিটিআরআই'র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রায়হান মজিদ হিমেল।

চা গাছের পাতায় অতিরিক্ত ছত্রাকনাশক

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারে নেমে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ▸
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার শালাইপুর বাজারের কাছে একটি বাড়িতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আশংকাজনক অবস্থায় আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিককে জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাঁচবিবি থানার অফিসার ইনচার্জ মনসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সুনামগঞ্জে একজনের মৃত্যুদণ্ড ৩ জনের যাবজ্জীবন

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
সুনামগঞ্জে ভ্যানচালক তবির উল্লাহ হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার দুপুরে সুনামাগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন- জেলার তাহিরপুর উপজেলার শিমুলতলা গ্রামের আব্দুর নুর। একই সঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শিমুলতলা গ্রামের শাহ নুর মিয়া, ইদ্রিস আলী ও হাবিবুর রহমান। একই সঙ্গে তাদের ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। রায়ে বজলুর রহমান ও তানজু মিয়া নামে দুইজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত। আদালত সূত্রে জানা যায়, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার শিমুলতলা গ্রামের ভ্যানচালক তবির উল্লাহ ও প্রতিবেশী আব্দুর নূরের মধ্যে বাড়ির সীমানা নিয়ে পূর্ববিরোধ ছিল। এর জের ধরে ২০১৬ সালের ২১ এপ্রিল রাতে আব্দুর নুর তার লোকজন নিয়ে তোরাব আলী ওপরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে তোরাব আলী গুরুতর আহত হন। তাকে প্রথমে তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, পরে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসরা জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট নিয়ে যাওয়ার পথে তবির উল্লাহ মারা যান। ঘটনার পরদিন নিহতের ভাতিজা দেলোয়ার হোসেন বাদী হয়ে তাহিরপুর থানায় আব্দুর নূর, শাহনূর মিয়া, ইদ্রিস আলী, হাবিবুর রহমান, বজলুর রহমান, তানজু মিয়াসহ অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

অস্কারের টিকিট পেলো 'গালি বয়'

বিনোদন ডেস্ক ▸
অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯২তম আসরে জোয়া আখতারের 'গালি বয়'কে পাঠাচ্ছে ভারত। তার ভাই অভিনেতা-নির্মাতা ফারহান আখতার শনিবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই সুখবর দিয়েছেন।দুই র‌্যাপার নিজি ও ডিভাইনের জীবনে অনুপ্রাণিত 'গালি বয়' ছবির চিত্রনাট্য। উচ্চাভিলাষী র‌্যাপার মুরাদকে ঘিরে এর গল্প। সে থাকে মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তিতে। ভারতীয় সংগীত শিল্পে সাফল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। বস্তি থেকে কীভাবে সে র‌্যাপ দুনিয়া জয় করে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এতে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। তার প্রেমিকার ভূমিকায় আছেন আলিয়া ভাট।

জানা গেছে, মোট ২৭টি ছবির মধ্য থেকে 'গালি বয়'কে অস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এফএফআই)। অন্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয়ুষ্মান খুরানার তিন ছবি 'অন্ধাধুন', 'আর্টিক্যাল ফিফটিন' ও 'বাধাই হো'। এফএফআই'র সাধারণ সম্পাদক সুপ্রাণ সেন ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানান, এ বছর অস্কারে পাঠানোর জন্য ছবি মনোনয়নের কমিটির প্রধান ছিলেন অভিনেত্রী-নির্মাতা অপর্ণা সেন।

'গালি বয়' যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন রিতেশ সিধওয়ানি ও ফারহান আখতার। ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে হিট স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভালো চলেছে এটি। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে এর প্রিমিয়ার হয়। বোদ্ধারাও এই ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এখন পর্যন্ত অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছে ভারতের তিনটি চলচ্চিত্র।

এগুলো হলো 'মাদার ইন্ডিয়া' (১৯৫৮), 'সালাম বোম্বে' (১৯৮৯) ও 'লগান' (২০০১)। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বসবে ৯২তম অস্কারের জমকালো আসর।

এবার ঢাকাই ছবিতে শাকিব-ফাখরি জুটি

চলচ্চিত্র নিয়ে বেশ বড় বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে টিএম ফিল্মস। যার বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে দেখা যেতে পারে শাকিব খানকে। আর প্রথম ছবিতে জুটি হিসেবে আসছেন শাকিব ও ফাখরি।

বিনোদন ডেস্ক ▸
কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, জুটি হিসেবে আসছেন শাকিব খান ও নার্গিস ফাখরি! রোববার মিউজিক ফর পিস কনসার্টেও এই দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখে গুঞ্জনটা যেন প্রশস্ত হলো। অবশেষে জানা গেল, ঢাকাই চলচ্চিত্রের কিং খান নামে খ্যাত শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন নার্গিস ফাখরি। টিএম ফিল্মসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী আয়োজনেও তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এর কর্ণধার কৌশিক হোসেন তাপস। পরেনিশ্চিত করলেন সেটাই হতে যাচ্ছে। আপাতত পরিকল্পনা সেরকমই। সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে মিউজিক ফর পিস কনসার্টের আয়োজনের ফাঁকে একমঞ্চে উপস্থিত হন দেশের জনপ্রিয় সব চলচ্চিত্র তারকারা। এ সমাবেশে মধ্যমনি হয়ে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের হালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। ইতোমধ্যেই কৌশিক হোসেন তাপসের একটি গানে মডেল হয়েছেন এ অভিনেত্রী। উপস্থাপিকা শিনা চৌহানের প্রশ্ন, এরপর কি বাংলাদেশের ফিল্মেও পাওয়া যাবে তাকে? সে উত্তর কৌশলে এড়িয়ে গেলেন নার্গিস ফাখরি। বললেন, 'এ বিষয়টা এখন সিক্রেট থাক, সময় হলেই সব জানতে পারবেন। পরবর্তীতে টিএম ফিল্মসের যাত্রা ঘোষণা করেই তাপসের চোখ শাকিবের দিকে। শাকিব খানের কাছে প্রশ্ন, আপনার সময় মিলবে তো? শাকিব খান জানালেন, টিএম ফিল্মস এর জন্য যেকোনও সময়ই তিনি প্রস্তুত। নার্গিস ফাখরিকে ইঙ্গিত করে তাপস বললেন, 'ধরুন আপনার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার বিপরীতেই যদি আপনাকে পেতে চাই?' শাকিব খান যেন কৌসুলি হয়ে উঠলেন, বললেন, 'নার্গিস ফাখরি তার বক্তব্যে বলেছেন, বিষয়টা সিক্রেট থাক। আমিও বলতে চাই বিষয়টা সিক্রেট থাকুক। এখনই সব বলে না দেই। অবশ্যই কাজ করবো।' পাশে দাঁড়ানো নার্গিস ফাখরিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন শাকিব, 'রাইট ফাখরি?' নার্গিস ফাখরি সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। একই মঞ্চে ছিলেন চিত্রনায়ক নাঈম, রিয়াজ, ফেরদৌস, শাকিব খান, আরিফিন শুভ, ইমন, নিরব, সাইমন, সিয়াম, তাসকিন। নায়িকাদের মধ্যে ছিলেন বুবলী, পরিমনি, মিম, মম, আইরিন ও অধরা। এদিকে জানা যায়, চলচ্চিত্র নিয়ে বেশ বড় বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে টিএম ফিল্মস। যার বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে দেখা যেতে পারে শাকিব খানকে। আর প্রথম ছবিতে জুটি হিসেবে আসছেন শাকিব ও ফাখরি।

আলোচনায় নেই, কি করছেন মৌসুমী হামিদ?

বিনোদন ডেস্ক ▸
কোনোভাবেই আলোচনায় আসতে পারছেন না লাক্স তারকা মৌসুমী হামিদ। তার সমসাময়িক অনেক মডেল অভিনেত্রী এরইমধ্যে বেশ ব্যস্ত শিল্পীতে পরিণত হলেও কেবলমাত্র মৌসুমী হামিদের ক্ষেত্রেই অনেকটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। লাইম লাইটে আসার জন্য ছোটপর্দা থেকে বড় পর্দায় গিয়েও সুবিধা করতে পারেননি। বরং খোলামেলা পোশাকের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ কারণে মাঝখানে নাটক ও চলচ্চিত্র দুই মাধ্যম থেকেই দূরে সরে ছিলেন এই অভিনেত্রী। তবে গত বছরের মাঝামাঝিতে 'কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র' ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় অভিনয়ের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে আশাতেও গুড়েবালি। ছবিটির মুক্তির জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন মৌসুমী। ছবিটির শুটিং, ডাবিং এমনকি এডিটিং শেষ হলেও ছবিটির মুক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। ছবিটি কবে মুক্তি পাবে, আদৌ মুক্তি পাবে কিনা- এর সঠিক কোনো জবাব দিতে পারেননি ছবির পরিচালক আরিফুর জামান। বিষয়টি নিয়ে বেশ হতাশা প্রকাশ করে মৌসুমী হামিদ বলেন, এই ছবির কাজ বহুদিন আগে শেষ করেছি। কিন্তু অজানা কারণে ছবির মুক্তি থমকে আছে। এ বিষয়ে বেশ কয়েক বার নির্মাতার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনিও আমাকে মুক্তির কোনো সম্ভাব্য তারিখ জানাতে পারেননি। বিষয়টি নিয়ে আমি হতাশ। অথচ ছবিটি নিয়ে আমার অনেক আশা ছিল। তিনি আরও জানান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় চরিত্রগুলো নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র' ছবিটি। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গাজী রাকায়েত, চিত্রনায়ক ফেরদৌস, পপি, নিরব, তমা মির্জাসহ অনেকে।

সুগার ফ্রি জুস খাওয়ার পরামর্শ পিয়া বিপাশাকে!

বিনোদন ডেস্ক ▸
বাজারের নিম্নমানের কৃত্রিম রং ও ফ্লেভার মেশানো ফ্রুট জুসে আসক্ত পিয়া বিপাশা। এগুলো খাওয়ার পরে তিনি লিভার জনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যান। কিন্তু চিকিৎসক তাকে রঙ ফ্লেভার ও সুগার ফ্রি জুস খাওয়ার পরামর্শ দেন। এমন গল্পের একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করলেন লাক্স তারকা পিয়া বিপাশা। যিনি সম্প্রতি বাগদান ও বিয়ের খবর নিয়ে আলোচনায়। ২১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর সঙ্গে তার আঙটি বদল হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করে দেশ ছাড়ার আগেই হাতে থাকা কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন তিনি। মডেলিং, বিজ্ঞাপন নিয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া পিয়া সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের কাজ শেষ করেছেন। একটি লিকুইড চায়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে তাকে। বিজ্ঞাপনটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার। এ প্রসঙ্গে পিয়া বিপাশা বলেন, সঞ্জয় সমদ্দারের নির্দেশনায় এর আগে কয়েকটি কাজ করেছি। যেগুলো দর্শক গ্রহণ করেছেন। নতুন বিজ্ঞাপনটিতে কাজ করেও সন্তুষ্ট হলেন এই লাক্সতারকা। বললেন, বিজ্ঞাপনটি ভালো লাগার মতো। আমি কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি। আশা করছি পণ্যটির প্রচারের বিজ্ঞাপনটি সহায়ক হবে। দিপজয় ক্রিয়েশনস এর ব্যানারে নির্মিত এই এক মিনিটের বিজ্ঞাপনটিতে পিয়া বিপাশা ছাড়াও সমু চৌধুরী, ফখরুল বাশার ও মৌ শিখাকে দেখা যাবে। নির্মাতা সঞ্জয় বলেন, আগামি মাস থেকেই বিজ্ঞাপনটি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হবে।

দুই বছর পর ফিরলেন জান্নাত পুষ্প

বিনোদন ডেস্ক ▸
একক ও দ্বৈতকণ্ঠে গান প্রকাশে নিয়মিতই দেখা যেতো কণ্ঠশিল্পী জান্নাত পুষ্পকে। মাঝের দীর্ঘ দুই কোনো গান প্রকাশ করেননি এই গায়িকা। গান-বিরতির অবসান ঘটালেন। দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দিলেন নতুন গান। পুষ্পের নতুন গানের শিরোনাম 'তোমাকে দেখার পরে'। নাজমা মোহাম্মদের কথার গানটির সুর-সংগীতায়োজন করেছেন মান্নান মোহাম্মদ। গাওয়ার পাশাপাশি গানের ভিডিওতে মডেল হয়েছে পুষ্প নিজেই। তার সঙ্গে রয়েছেন ইমরান খান। ভিডিও নির্মাণ করেছেন তানভীর শেহজাদ। ভিডিও প্রযোজনা করেছে মে ফ্লাওয়ার। এটি প্রকাশ পেয়েছে জান্নাত পুষ্পের ইউটিউব চ্যানেলে। এই গান প্রসঙ্গে জান্নাত পুষ্প বলেন, 'এই সময়ের দর্শক-শ্রোতাদের কথা ভেবেই এই গানের কথা ও সুর করা হয়েছে। দেশের বাইরে গানের শুটিং হয়েছে। আমার বিশ্বাস, গান-ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। এর আগে ২০১৭ সালে পুষ্পের সবশেষ 'চুপিচুপি' শিরোনামের গান-ভিডিও প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সময় গানটি দর্শক-শ্রোতামহলে বেশ প্রশংসিত হয়।

মালয়েশিয়ায় নিষিদ্ধ জেনিফার লোপেজ

বিনোদন ডেস্ক ▸
মালয়েশিয়ায় নিষিদ্ধ মার্কিন অভিনেত্রী-গায়িকা জেনিফার লোপেজের নতুন ছবি 'হাসলারস'। দেশটির চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের মন্তব্য- নগ্নতা, অশ্লীল নাচ ও মাদক ব্যবহারের দৃশ্য আছে এতে। এ কারণে ছবিটি সিনেমা হলে প্রদর্শনের অনুপযোগী। ২০০০ সালে জেনিফার লোপেজ মালয়েশিয়ায় নিষেধাজ্ঞার খবরের সত্যতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে ছবিটির পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান স্তয়ার বক্স পিকচার্স। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বক্স অফিসে রমরমিয়ে চলছে 'হাসলারস'। মদের বারে নেচে উপার্জন করা একদল নাচনেওয়ালীকে ঘিরে এর গল্প। নিজেদের ধনী খদ্দেরদের সম্পদ লুট করার ফন্দি আঁটে তারা। ২০১৫ সালে নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে অনুপ্রাণিত 'হাসলারস' ছবির চিত্রনাট্য। এটি ২০০৮ সালের একটি সত্যি ঘটনা। তখন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। কিছুদিন আগে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় 'হাসলারস'। ছবিটিতে জেনিফার লোপেজের চরিত্রের নাম রামোনা।

খেলার মাঠ

আবারও নেইমারের গোলে জিতল পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
দলবদলের মৌসুমে নানান নাটকের পর ফ্রেঞ্চ ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইতে রয়ে গেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। কিন্তু ক্লাবে তার অবস্থান মানতে পারেনি পিএসজির সমর্থকরা। তাই তো নেইমার মাঠে নামলেই চলতে থাকে একের পর এক দুয়ো।

তবে সেসবকে থোরাই কেয়ার করেন নেইমার। মাঠে নিজের সেরা ঢেলে দিতে কোনো কার্পণ্যই করেন না এ ব্রাজিলিয়ান তারকা। সমর্থকদের দুয়ো এক পাশে রেখে পরপর দুই ম্যাচে নেইমারের করা গোলেই জয় পেয়েছে পিএসজি। রোববার রাতে লিওনের মাঠে খেলতে গিয়ে একপর্যায়ে পয়েন্ট খোয়ানোর শংকায় ভুগছিলো ফ্রান্সের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। তবে তাদের শংকা দূর করেছেন নেইমার। তার করা একমাত্র গোলে ১-০ গোলের জয় নিয়েই প্যারিসে ফিরেছে ক্লাবটি।

খেলা লিওনের মাঠে হলেও, দুই দলের অবস্থা থেকে বোঝার উপায় ছিলো না আসলেই স্বাগতিক দল কি-না তারা। কেননা অতিথি হিসেবে খেলতে গিয়ে ও দাপুটে ফুটবলের প্রদর্শনী করেছে পিএসজি। শুধু গোলটাই করতে পারছিল না তারা। যে কারণে প্রথমার্ধে কোনো গোলের দেখা পায়নি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধেও হচ্ছিলো না কাজের কাজ। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ৮৭ মিনিটে গিয়ে পিএসজিকে তিন পয়েন্ট পাইয়ে দেন নেইমার। অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার বাড়িয়ে দেয়া বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে বল জালে জড়ান নেইমার। স্বস্তির জয় পায় থমাস টুখেলের শিষ্যরা।

এ জয়ের পর ৬ ম্যাচে ৫ জয়ে পাওয়া ১৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করেছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৪ জয়ে ১২ পয়েন্ট রয়েছে দুইয়ে থাকা অ্যাঙ্গারসের দখলে।

টানা ৬ জয়ে লিভারপুলের ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ইয়ুর্গেন ক্লপের অধীনের দীর্ঘ সময় ধরেই অসাধারণ ফুটবল খেলে যাচ্ছে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল। গত মৌসুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জয় এবং অল্পের জন্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) রানার্সআপ হওয়াটাই প্রমাণ দেয় এ কথার।

নিজেদের দুর্দান্ত প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতা চলতি মৌসুমেও ধরে রেখেছে অলরেডরা। রোববার রাতে ইপিএলের নতুন মৌসুমে টানা ষষ্ঠ জয় তুলে নিয়েছেন মোহামেদ সালাহ, রবার্তো ফিরমিনোরা। শক্তিশালী চেলসির বিপক্ষে তাদের জয়টি ২-১ গোলে।

এ জয়ের মাধ্যমে ইপিএলের ইতিহাসে নতুন এক রেকর্ডই গড়েছে লিভারপুল। চলতি মৌসুমের মতো গত মৌসুমেও নিজেদের প্রথম ছয় ম্যাচে জিতেছিল তারা। ইপিএলের ইতিহাসে আর কোনো দল পরপর দুই মৌসুমে প্রথম ছয় ম্যাচ জিতে লিগ শুরু করতে পারেনি। গত মৌসুমে প্রথম ছয় ম্যাচে যথাক্রমে ওয়েস্ট হ্যাম, ক্রিস্টাল প্যালেস, ব্রাইটন এন্ড হোভ অ্যালবিওন, লিস্টার সিটি, টটেনহ্যাম হটস্পার এবং সাউথ্যাম্পটনকে হারিয়েছিল লিভারপুল। সপ্তম ম্যাচে চেলসির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ছেদ আসে জয়ের ধারায়।

এবার সেই চেলসিকে হারিয়ে টানা ষষ্ঠ জয় তুলে নিয়েছে ক্লপের শিষ্যরা। এর আগে প্রথম পাঁচ ম্যাচে নরউইচ সিটি, সাউদাম্পটন, আর্সেনাল, বার্নলি এবং নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল লিভারপুল

রোববার চেলসির মাঠে চলতি লিগের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলতে গিয়ে প্রথমার্ধেই দুই গোল করে ফেলে লিভারপুল। ১৪তম মিনিটে দারুণ এক দুরপাল্লার শটে চেলসির জাল কাঁপান অ্যালেকজান্ডার আর্নল্ড। ত্রিশ মিনিটের মাথা হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফিরমিনো। দ্বিতীয়ার্ধে ৭১ মিনিটের মাথায় এক গোল শোধ করেন চেলসির ফরাসি তারকা এনগোলো কান্তে।

টানা ষষ্ঠ জয়ে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে অবধারিতভাবেই টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ২টি করে জয়, পরাজয় ও ড্রতে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে চেলসি।

৪ বছর পর এলো স্বস্তির জয়

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
সাফল্যের বিচারে স্প্যানিশ ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে এগিয়ে নেই কোনো দল। ঘরোয়া কিংবা ইউরোপিয়ান, সব প্রতিযোগিতায়ই শিরোপা সংখ্যায় ঢের এগিয়ে স্পেনের রাজধানীর দলটি।

তবে গত কয়েক মৌসুম ধরেই ঘরোয়া ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর লা লিগায় নিজেদের দাপুটে ফুটবল খেলতে পারছে না লস ব্লাঙ্কোসরা। যে কারণে তুলনামূলক দুর্বল দল সেভিয়ার মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফেরার জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে হলো জিনেদিন জিদানের শিষ্যদের। রোববার রাতে লা লিগার ম্যাচে সেভিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। অবাক করা হলেও, এটিই সত্য যে সবশেষ ২০১৫ সালে সেভিয়ার মাঠ থেকে জিতে ফিরেছিল রিয়াল। সেই জয়ের চার বছর কেটে যাওয়ার পর আবার জয় নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছে লা লিগার ইতিহাসের সফলতম দলটি।

অবশ্য এ জয়টিও যে খুব সহজেই পাওয়া গেছে এমনটা নয়। ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে রিয়ালকে চেপে ধরার চেয়ে, বল দখলে রাখার লড়াইকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে বসেছিল সেভিয়া। যে কারণে যথাযথ আক্রমণে ওঠা হচ্ছিলো না রিয়ালের। ফলে খানিক আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হলেও, গোলশূন্যই কাটে প্রথমার্ধ।

দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে গোলের তালা ভাঙেন রিয়ালের ফরাসি ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা। ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে উঠে দি-বক্সের মধ্যে ফাঁকায় থাকা বেনজেমার উদ্দেশ্য দারুণ এক ক্রস উঁচিয়ে দেন দানি কারভাহাল। নিখুঁত হেডে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি বেনজেমা।

গোল হজম করে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে পড়ে সেভিয়া। এমনকি ৮৭ মিনিটের মাথায় বল জালেও জড়িয়েছিলেন বলদি নামা হাভিয়ের হার্নান্দেজ। কিন্তু অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। ফলে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় পায় রিয়াল।

এ জয়ের পরে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে জিদানের শিষ্যরা। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট হলেও, গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে রয়েছে অ্যাতলেটিকো বিলবাও।

'৬০-৭০ ভাগ নয় শিরোপা জিততে সেরাটাই খেলতে হবে'

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
'সবাই শতভাগ না দিলেও, নিজ নিজ জায়গা থেকে ৬০-৭০ ভাগ দিলেই ফাইনাল ম্যাচটি জেতা সম্ভব'- চলতি ত্রিদেশীয় সিরিজের চট্টগ্রাম পর্ব শেষ করে ঢাকায় ফিরে সংবাদ মাধ্যমে কথাটি বলেছিলেন বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। যা সবার মধ্যেই জন্ম দিয়েছে বিস্ময়ের। কেননা আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান মোটেও আশা জাগানিয়া নয়। রশিদ খান, মোহাম্মদ নবীদের বিপক্ষে ৬ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ জিতেছে মাত্র ২টিতে। এর মধ্যে রয়েছে টানা ৪ ম্যাচে হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এরপরও আফগানদের বিপক্ষে ৬০-৭০ ভাগ দিয়ে খেলেও জেতা সম্ভব? টাইগার অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন এমনটা বললেও, দলের হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর মানতে রাজ্যের আপত্তি। তার মতে ফাইনাল ম্যাচটি জিততে হলে খেলতে হবে নিজেদের সেরাটা দিয়েই। এছাড়া নিজেরা ৬০-৭০ ভাগ না দিয়ে বরং আফগানদের ৬০-৭০ ভাগের মধ্যে রাখতে পারলে দলের জন্য ভালো হবে বলে মনে করেন টাইগার কোচ।

সোমবার ফাইনাল ম্যাচের আগে আনুষ্ঠানিক ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সাইফউদ্দিনের বলা কথা মনে করিয়ে দিলে ডোমিঙ্গো বলেন, 'না না, আমি তেমন মনে করি না। অবশ্যই আমাদের ভালো খেলতে হবে, সামর্থ্যের সেরাটা খেলতে হবে। আমরা ৬০-৭০ ভাগ খেললেই জিতে যাবো এমনটা ভাবার কারণ নেই। তবে আফগানিস্তানকে যদি তাদের ৬০-৭০ ভাগের মধ্যে আটকে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে।'

ওয়ানডে ক্রিকেটে গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ দল নিজেদের সামর্থ্যের ছাপ রাখতে পারলেও, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনও পারেনি বড় কিছু করতে। বিশেষ করে কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে যেনো খেই হারিয়ে ফেলেন সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহীমরা। তবে টাইগার কোচের দাবি চলতি টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলার দিকেই এগুচ্ছে তার দল। নিজের শিষ্যদের উন্নতির পক্ষে রায় দিলেও টাইগার কোচ মেনে নিয়েছেন এখনও ভালো খেলার জায়গা রয়েছে অনেক।

জাতীয় দাবার শীর্ষে রানী শিরিন ও আলো

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ রাউন্ড শেষে ৩ জন খেলোয়াড় পূর্ণ চার পয়েন্ট করে নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছেন। তারা হলেন- গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আনসারের আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার রানী হামিদ, আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার শারমীন সুলতানা শিরিন ও নুশরাত জাহান আলো। গত রোববার চতুর্থ রাউন্ডে আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার শিরিন হারিয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌসকে, আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার রানী হামিদ হারিয়েছেন আফরিন জাহান মুনিয়াকে, নুশরাত জাহান আলো হারিয়েছেন সামিহা শারমীন সিম্মীকে, মহিলা ফিদে মাস্টার ইভা হারিয়েছেন মহিলা ফিদে মাস্টার নোশিন আঞ্জুমকে, আহমেদ ওয়ালিজা তাসনিয়া হারিয়েছেন অর্পাকে, উম্মে তাসলিমা হারিয়েছেন প্রতিভা তালুকদার ওয়াসিয়া খুশবুকে। এছাড়া আফরোজা হক চৌধুরী হারিয়েছেন কিশোয়ার সাজরীন ইভানাকে, নুশরাত জাহান লিজা হারিয়েছেন মাধবী আক্তারকে, ইশরাতজাহান দিবা হারিয়েছেন মুশফিকা জান্নাত সাওরীকে, ইফ্রন সরকার হারিয়েছেন ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবাকে ও সানজিদা শাকিব হারিয়েছেন মারজুকা মোকাররমাকে।

না ফেরার দেশে ভারতের সাবেক ওপেনার

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
সোমবার সকালে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার মাধব আপতে। সোমবার সকালে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ভারতীয় ক্রিকেটের শুরুর দিককার অন্যতম তারকা ছিলেন আপতে। ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিনিই ভারতের প্রথম ওপেনার হিসেবে এক টেস্ট সিরিজে ৪০০'র বেশি রান করার নজির গড়েছিলেন। সেবার ৫ ম্যাচে ১ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটিতে ৫১.১১ গড়ে ব্যাটিং করে মোট ৪৬০ রান করেছিলেন আপতে।

তবে এরপর আর ভারতের জার্সি গায়ে খেলতে পারেননি তিনি। তৎকালীন বোর্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হয়ে মাত্র ৭ ম্যাচ খেলেই শেষ হয়ে গেছে আপতের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিষেক হওয়া আপতে, ক্যারিয়ারের ৭ ম্যাচে ৪৯.২৭ গড়ে করেছিলেন ৫৪২ রান। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার দীর্ঘায়িত না হলেও, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৭ বছর খেলেছেন আপতে। ১৯৫২ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তিনি। যার সুবাদে একই বছর ডাক পেয়ে যান পাকিস্তান সফরের ভারতীয় জাতীয় দলে। সবমিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ৬৭টি ম্যাচ খেলেছেন আপতে। যেখানে ৬ সেঞ্চুরি ও ১৬ হাফসেঞ্চুরির সাহায্যে ৩৩৩৬ রান করেছেন তিনি।

তবে আপতের একটি অবদান হয়তো কখনোই ভুলতে পারবে না ভারতের ক্রিকেট।

যেভাবে পাবেন ফাইনাল ম্যাচের টিকিট

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যাতে এখনও পর্যন্ত সফলই বলা চলে স্বাগতিক জাতীয় ক্রিকেট দলকে। কেননা রাউন্ড রবিন লিগ শেষে ৪ ম্যাচে ৩ জয় নিয়ে শীর্ষেই রয়েছে সাকিব আল হাসানের দল। তবে এ শীর্ষস্থানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ জিতে শিরোপা নিজেদের করে নেয়া।

আর সেই মিশনে মঙ্গলবার মাঠে নামবেন সাকিব, মুশফিক, রিয়াদরা। প্রতিপক্ষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে থাকা আফগানিস্তান।

মাঠের খেলায় কী হবে তা জানা যাবে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পরেই। তবে ফাইনাল ম্যাচ সরাসরি মাঠে বসে দেখতে চাইলে সংগ্রহ করতে হবে টিকিট, যা পাওয়া যাচ্ছে গতকাল সোমবার থেকেই।

মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের বুথে সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে শুরু করে সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিক্রি করা হবে টিকিট। নিজে উপস্থিত থেকে কিনতে হবে এ টিকিট। একজনকে সর্বোচ্চ ৪টি করে টিকিট দেয়া হবে। এমনকি টিকিট বাকি থাকা সাপেক্ষে ম্যাচের দিন সকালেও পাওয়া যেতে স্টেডিয়ামের বুথে।

টিকিটের মূল্যও রয়েছে হাতের নাগালেই। সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা খরচ করতে হবে ফাইনাল ম্যাচটি মাঠে বসে দেখতে। বিসিবি হসপিটালিটি বক্সের টিকিটের দাম ২০০০ টাকা।

এছাড়া গ্রান্ডস্ট্যান্ড ও ভিআইপি স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১০০০ ও ৫০০ টাকা। শহীদ জুয়েল ও শহীদ মোস্তাক স্ট্যান্ডের টিকিটের মূল্য ৩০০ টাকা করে।

এছাড়া সাউদার্ন, নর্দান ও ইস্টার্ন গ্যালারির টিকিটের মূল্য যথাক্রমে ১৫০, ১৫০ ও ১০০ টাকা।

মশানিধনে ঢাকার ২ সিটিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
খাতে জনবল বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন নগর বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)-সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দুই সিটির আয়তন বেড়ে ২৭০ কিলোমিটার হয়েছে। ৯৩টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯টিতে। এই পুরো এলাকার জন্য করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ মোট জনবল ৭৩৪ জন। এরমধ্যে সরাসরি মশানিধনে কাজ করছেন ৭০৯ জন।
পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা পৌর সংস্থার তুলনায় ডিএনসিসির জনবল ১২ ভাগ কম বলে জানিয়েছেন মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। এ অবস্থায় এত কম কর্মী দিয়ে নগরীর মশা-নধনে সফল হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে সিটি করপোরেশন। ফলে এই খাতে বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে শংকা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
দুই সিটি সূত্রে জানা গেছে, মশানিধন খাতে চলতি অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৪৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং উত্তর সিটিতে ৪৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই খাতে দুই সিটিতে বরাদ্দ প্রায় একশ' কোটি টাকা।
জানতে চাইলে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, মশানিধন কাজে তার সংস্থায় জনবল ২৯৫ জন। এরমধ্যে একজন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ৪ জন আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, একজন সমন্বয়কারী (স্বাস্থ্য) ও ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছে। এছাড়া, মাঠকর্মী (মশানিধন-কর্মী) রয়েছেন ২৮০ জন। সব মিলিয়ে সংস্থাটিতে জনবল মাত্র ২৯৫ জন। এই হিসেবে প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে মাত্র ৪-৫ জন কর্মী রয়েছেন। তবে, সম্প্রতি ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে একমাসের জন্য কিছু জনবল দেয়। যাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই মশানিধন কাজে অভিজ্ঞতা না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, ডিএসসিসিতে মশানিধন কাজের জন্য একজন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ৪ জন আঞ্চলিক বা সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছেন। এছাড়া, মাঠকর্মী (মশানিধন-কর্মী) রয়েছেন ৪২৯ জন। সব মিলিয়ে সংস্থাটিতে মশানিধন কাজের জনবল ৪৩৯ জন। জানা গেছে, ২০১১ সালের শেষের দিকে দুই সিটি করপোরেশন বিভক্ত হওয়ার পর ২০১২ সালের জানুয়ারিতে দুই সংস্থার পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আলাদা দু'টি জনবল কাঠামোর প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু সেটি আজও ঝুলে আছে বলে জানিয়েছে দুই সিটি করপোরেশন।
নগর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক কোটি ১০ লাখ নাগরিকের শহর কলকাতায় মশানিধন খাতে জনবল ৪ হাজার ৩১৯ জন। কিন্তু প্রায় তিন কোটি ঢাকাবাসীর শহরে রয়েছে জন মাত্র ৭৩৪জন। এটা খুবই হতাশাজনক। ২৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দুই সিটির ১২৯ ওয়ার্ডের প্রতিটিতে কমপক্ষে ২০ জন করে মশানিধন-কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। তবেই এই বরাদ্দ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও মশানিধন কাজে সফলতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। না হলে খণ্ডকালীন জনবল দিয়ে মশানিধন কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তাদের মতে, শুধু বাজেট বাড়িয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এ জন্য সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সাধারণ সম্পাদক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, '২ কোটির বেশি নাগরিকের রাজধানী ঢাকায় এই সামান্য পরিমাণ মশানিধন-কর্মী কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। এজন্য অবশ্যই জনবল বাড়াতে হবে। প্রতিদিন প্রতিটি এলাকা মনিটরিং করতে হবে। কর্মী না বাড়িয়ে বাজেট বাড়ালে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।' ড. আদিল মুহাম্মদ খান আরও বলেন, 'মশানিধন কাজে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে একজন কর্মীর এরিয়া নির্ধারণ করতে হবে। একইসঙ্গে সে তুলনায় জনবলও নিয়োগ দিতে হবে। কর্মী না বাড়িয়ে বরাদ্দ বাড়ালে তা বাস্তবায়নে সিটি করপোরেশনকে হিমশিম খেতে হবে।'
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের কলকাতা শহরে মশানিধন কাজের জন্য রয়েছেন ৪ হাজার ৩১৯ জন কর্মী। কিন্তু আমাদের যে কর্মী রয়েছে তা খুবই নগণ্য। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জনবল কাঠামো আরও বাড়ানো দরকার। তবে, আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে কিছু জনবল বাড়িয়েছি।' প্রায় একই বক্তব্য ডিএসসিসি মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনেরও। তিনি বলেন, 'এত কম জনবল দিয়ে হিমশিম খেতে হবে। যে জনবল রয়েছে, তা খুবই কম।' এরপরও কিছু আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। জানতে চাইলে ডিএসসিসির সচিব মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের যেসব চাহিদা ছিল, আমরা সব শর্ত পূরণ করে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবু কেন লোকবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, তা জানি না।' বিষয়টি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'আমরা দুই সিটি করপোরেশন থেকে অর্গানোগ্রামের বিষয়ে যে প্রস্তাবনা পেয়েছি, সেটি চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। যতদূর জানি জনপ্রশাসনও সেটি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রেখেছে।'
এই বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও সচিব ফয়েজ আহম্মদ বলেন, 'এমন অনেক বিষয় আছে। সিটি করপোরেশনের বিষয়টি কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। খবর নিয়ে বলতে হবে।' বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য তারা এই প্রতিবেদককে তাদের দফতরে যেতে বলেন। কিন্তু দফতরে গিয়েও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বড়লেখায় ভোক্তা অধিকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ও ফকির বাজার রোডে অবস্থিত দি ওয়াহিদ ফার্মেসিকে এক হাজার পাঁচশ টাকাসহ মোট তিন হাজার পাঁচশ টাকা জরিমানা আরোপ এবং আদায় করা হয়।
ওজনে কম দেওয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করাসহ বিভিন্ন অপরাধে এ সব জরিমানা করেন বলে জানান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন।

বাড়েনি আন্তর্জাতিক রুট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ও নেপাল সম্পৃক্ত হয়ে তিন দেশের যৌথ প্রতিনিধি দলের একটি ট্রায়াল রান করা হয়। শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস-এর দু'টি বাস সফলভাবে ঢাকা থেকে ভারতের শিলিগুড়ি হয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু গিয়ে পৌঁছায়।
তবে শেষ পর্যন্ত নেপালের চূড়ান্ত সম্মতি আসেনি। এখনও এ রুট চালুর অপেক্ষায় পড়ে আছে। এর মধ্যে ভারত থেকে এসেছে নতুন দু'টি রুটের প্রস্তাব। নতুন প্রস্তাবে ভারত আগরতলা থেকে বাস নিয়ে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার যেতে চায়। আগরতলার বাসিন্দাদের সমুদ্র সৈকত দেখতে হলে ভারতের বহু রাজ্য মাড়িয়ে দেড় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। কিন্তু দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম শহরের পাশে ফেনী নদীর উপর ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরি হচ্ছে। এ সেতু দিয়ে ত্রিপুরা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব দেড়শো দু'শ কিলোমিটারে চলে আসবে। এতে ত্রিপুরার মানুষ সহজে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আসতে পারবে। প্রস্তাবটি এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে বিআরটিসিতে আছে। ভারত বাংলাদেশের আগামী রিভিউ মিটিংয়ে ভারতের নতুন দু'টি প্রস্তাবে সায় দিলেই নতুন রুট চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, চলতি বছরের শুরু থেকে বিআরটিসি চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সিকিম যাওয়ার। বাস নিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে সিকিম যেতে বাংলাদেশের প্রস্তাব পাঠানোর ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো জবাব দেয়নি ভারত। ফলে কাঠমান্ডুর পর সিকিম যাত্রাও পিছিয়ে গেছে বাংলাদেশের।
নতুন বিআরটিসি চেয়ারম্যান এহছানে এলাহী জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুব উঁচু মাত্রায়। এ সম্পর্ক আরও বাড়াতে চান তারা। সিকিম যাওয়া এবং আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুট নিয়ে আগামী বৈঠকে আলোচনা হবে। প্রতি ছয়মাস পর পর বাংলাদেশ ও ভারতের বাস সেবা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হয়।
বাস মালিকদের বাধার মুখে বিআরটিসির নতুন রুট : মাসদুয়েক আগে সিলেট-সুনামগঞ্জ রুটে চালু হয় বিআরটিসির নতুন বাস সেবা। চালুর পরপরই তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় বাস মালিক সমিতি। বিআরটিসির বাস চালুর বিরুদ্ধে অবরোধ কর্মসূচিও দেয় তারা। স্থানীয়রা বিআরটিসি বাস চালুর দাবি জানিয়ে আসলেও বাস মালিকরা তাদের মুনাফার জন্য সরকারি বাসের চলাচল রুখে দিতে আন্দোলন কর্মসূচি দেয়। পরে বাধ্য হয়ে ৮ টি বাসের জায়গায় ৪ টি বাস দিয়ে সেবা দিচ্ছে বিআরটিসি। এতে যেখানে মাসে ১৯ লাখ টাকা আয় হওয়ার কথা সেখানে ৯ লাখ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিআরটিসির নতুন চেয়ারম্যান। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিআরটিসি ভবনে আসলে নতুন চেয়ারম্যান বিষয়টি তখন তুলে ধরেন। এ সময় চেয়ারম্যান এহছানে এলাহী বলেন, পরিবহন মালিক সমিতির বাধার কারণে দেশের সব জেলার সব রুটে জনগণের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিআরটিসির গাড়ি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। শিগগিরই বরিশাল-কেওড়াকান্দি রুটে বিআরটিসির বাস দিতে চান চেয়ারম্যান। এতেও পরিবহন মালিকদের বাধার আশংকা করছে বিআরটিসি। বিষয়গুলোর সমাধানে মন্ত্রীর নির্দেশনা চান চেয়ারম্যান। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'যেখানে যেখানে বিআরটিসির বাস দরকার সেখানে বাস নামাতে হবে। এক্ষেত্রে বাস মালিকরা সমস্যা করলে স্থানীয় প্রশাসন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।'
বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৪ সালে জোট সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান তৈমুর আলম খন্দকারের কারণে বিআরটিসি বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। সমঝোতা অনুযায়ী বেসরকারি বাস মালিকরা নির্ধারণ করে দেয় কোন রুটে বিআরটিসি কয়টি বাস চালাতে পারবে। শুধু বাস বা ট্রিপ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া নয়, সে সময়ে বাস মালিকদের চাপে অনেক রুটই বাতিল করে দিতে হয় বিআরটিসিকে। বাস মালিক ও রাজনৈতিক চাপে একে একে বন্ধ হয়ে যায় অনেকগুলো লাভজনক রুট।
বিআরটিসি'র বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটগুলোর অন্যতম উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের রুটগুলো। ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ, ঢাকা-গাইবান্ধা, ঢাকা-দিনাজপুর, ঢাকা-সাতক্ষীরা, ঢাকা-পাথরঘাটা, ঢাকা-বাঞ্ছারামপুর, ঢাকা-ভৈরব, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ'র মত লাভজনক রুটও বন্ধ করে দিতে হয় বিআরটিসিকে। এভাবে প্রায় একশ' রুট বন্ধ হয় সরকারি এই পরিবহন সংস্থাটির। বিআরটিসি অধ্যাদেশ-১৯৬১ অনুযায়ী বিআরটিসি দেশের যে কোনো রুটে বাস পরিচালনা করার সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এমনকি রুট পারমিট না থাকলেও বিআরটিসি যে কোনো রুটে বাসসহ যেকোনো যান পরিচালনা করতে পারবে। এমন আইন থাকার পরও বাস চালাতে পারেনি বিআরটিসি।

শুল্কমুক্ত সুবিধার আড়ালে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। চিঠিতে প্রাইম হট রোলড প্লেট আমদানি করে ২৬ কোটি ৪৬ লাখ ২৩ হাজার ৩২৪ টাকা শুল্ক ফাঁকির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যা আদায় করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এনবিআর। আর আইনি ব্যবস্থাও নেয় এনবিআর। এনবিআরই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবে। তবে এটুকু বলতে পারি, শুল্ক ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের আইনি পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।
অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৮ সালের মে মাসে সিটি এডিবয়েল ওয়েল লিমিটেড (বিন নং-২১০৫১০০৮৬৭৭) আর্টিক্যাল অব মেমোরেন্ডামের কপি, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধনের কপি, আয়কর সনদ, ভ্যাট নিবন্ধন কপি, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (বেজা) সদস্যের কপি, বেজা সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের তালিকা ও বিল অব এন্ট্রির তথ্য ইত্যাদিসহ দাখিল করে শুল্কমুক্ত সুবিধা গ্রহণ করে। বিষয়টি শুল্ক গোয়েন্দার নজরে আসলে তারা এ বিষয়ে জানতে চলতি বছরের জুন মাসে চিঠি দেয়। একই সঙ্গে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ডে সংরক্ষিত ডাটাবেজ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। শুল্ক গোয়েন্দার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মনোনীত পরিচালক প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ সাহা ও ব্যবস্থাপক সুজয় বিশ্বাস শুনানিতে উপস্থিত হয়ে দাবি করে সিটি এডিবেল ওয়েল লিমিটেড বেজার যাবতীয় আইন কানুন অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং নির্মাণের জন্যই প্রাইম হট রোলড প্লেট আমদানি করেছে।
বেজার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের (প্রজ্ঞাপন নং ২০৯/আইন/২০১৫/৪৬-কাস্টমস) আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শুল্কমুক্ত সুবিধায় মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বিল্ডিং ম্যাটারিয়ালস খালাস করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বেজা হতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বিল্ডিং ম্যাটারিয়ালস হিসাবে আমদানি পারমিট (আইপি) গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমদানিকারক সিটি এডিবেল ওয়েল লিমিটেড খালাসকৃত পণ্য চালানে বেজার জন্য নির্ধারিত সিপিসির অপব্যবহার করেছে। কেননা উল্লেখিত চালানে প্রাইম-হট রোলড প্লেট আমদানি করা হয়। যা ঐ প্রজ্ঞাপনে শর্তের পরিপন্থি।
অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, আমদানিকারক সিটি এডিবয়েল ওয়েল লিমিটেড চট্টগ্রামের কাস্টম হাউস দিয়ে দু'টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে প্রাইম হট রোলড প্লেটের বিভিন্ন সাইজের পণ্য আমদানি করে। যা ২০১৫ সালের ১ জুলাই বেজার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ঐ প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী এমএস রড/বার, সিমেন্ট, প্রিফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, আয়রন বা স্টিল সিট আমদানিতে অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রজ্ঞাপনের শর্ত ভঙ্গ করে রেয়াতি হারে পণ্য ছাড় করে রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে।
ঐ প্রজ্ঞাপনে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ উপকরণ আমদানিতে উহার ওপর আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যেখানে কিছু শর্তের কথা বলা হয়। শর্তগুলো হলো- অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত হতে হবে।
প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ সংক্রান্ত বিবরণী অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রত্যায়িত হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে সহজলভ্য এমন নির্মাণ সামগ্রী যথা: এমএস রড/বার, সিমেন্ট, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, আয়রন/স্টিল সিট আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন এবং নির্মাণের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এরূপ কোনো পণ্য যথা- অফিস সরঞ্জামাদি, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, গৃহস্থালী-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় এবং অনুরূপ অন্যান্য ভোগ্য পণ্য আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে সিটি এডিবয়েল ওয়েল লিমিটেডের পণ্য আমদানিতে শুল্ক ফাঁকি প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি পণ্যের চালানগুলোতে মোট ১১ কোটি ৮৪৮ লাখ ২৫০ কেজি পণ্যের তথ্য উপস্থাপন করে। শুল্ককরসহ যার মোট মূল্য দাঁড়ায় ৯৫ কোটি ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ৪০০ টাকা। কিন্তু দলিপত্রে শুল্ককরসহ মূল্য ধরা হয়েছে ৬৮ কোটি ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৭৭ টাকা। অর্থাৎ ২৬ কোটি ৪৬ লাখ ২৩ হাজার ৩২৪ টাকা শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়েছে। যা আদায়যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় শুল্ক আদায়ের জন্য চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসকে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে।
এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেন।

মিয়ানমার-তুরস্ক-মিসর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আমদানি ও বাজারজাত সহজ এবং দ্রুত করতে সরকার ইতোমধ্যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তদারকি জোরদার করেছে। প্রতিবেশী ভারতে প্রতি টন পেঁয়াজের মিনিমাম এক্সপোর্ট প্রাইজ (এমইপি) নির্ধারণের কারণে বাংলাদেশ এখন মিয়ানমার, তুরস্ক, মিসর থেকেও পেঁয়াজ আমদানি শুরু করেছে।
সোমবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পেঁয়াজের আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাজারদর-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জাফর উদ্দীন বলেন, মিয়ানমার থেকে ইতোমধ্যে প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজারেও দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে। পাশাপাশি মিসর ও তুরস্ক থেকে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানির এলসি খোলা হয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যে এগুলো বাংলাদেশে এসে পৌঁছবে। এছাড়া ভারত থেকে নতুন পেঁয়াজ শিগগিরই বাজারে আসছে।
সচিব আরও বলেন, বিভিন্ন হাট-বাজারের পেঁয়াজ দ্রুত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌঁছানোর জন্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে পেঁয়াজের মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। কোনো বাজারেই পেঁয়াজের ঘাটতি নেই। ভোক্তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, মূল্য দ্রুত কমে আসছে।
গত রোববার রাজধানীর মতিঝিল, মুগদা, খিলগাঁও, মালিবাগসহ বিভিন্ন কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা যায়, গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে ৭০ থেকে ৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। প্রতিবেশী দেশ ভারতে পেঁয়াজের রপ্তানিমূল্য তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মূলত এর প্রভাবেই দেশের বাজারে গত ২০ দিনে ৮০ টাকায় উঠেছে পেঁয়াজের ঝাঁজ। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করছে সরকারি প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এরপরও পেঁয়াজের দামে লাগাম টানা যাচ্ছে না। পেঁয়াজের দামে নিয়ন্ত্রণে আনতে আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে বাজার-দর সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার আলোচনা সভায় বসেন বাণিজ্য সচিব।
সচিব সভায় উপস্থিত পেঁয়াজ আমদানিকারক ও পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আমদানি, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। ব্যবসায়ীরা জানান, পেঁয়াজের বর্তমান মূল্য খুবই সাময়িক। ভারতের পাশাপাশি মিয়ানমার ও মিশর থেকে পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে, আমদানিও বাড়ছে। সরকারের চলমান সহযোগিতা অব্যাহত থাকায় পেঁয়াজের বাজার দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।
সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. শাখাওয়াত হোসেন, টিসিবি'র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাবলু কুমার সাহা, ট্যারিফ কমিশনের সদস্য আবু রায়হান আল-বেরুনী, চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. ইদ্রিস, ব্যবসায়ী মো. জাহাঙ্গীর আলম ও মো. মিজানুর রহমান, শ্যামবাজারের পেঁয়াজ আমদানিকারক হাজী মো. মাজেদ, মো. হাবিবুর রহমান, মো. হাফিজুর রহমান, নারায়ন চন্দ্র রায়, উত্তম কুমার সাহা, মো. আব্দুল মান্নান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

৮ মাসে ৩১১ বন্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কাগজ, বিওপিপি ফিল্ম, পিপি দানা, ডুপ্লেক্স বোর্ড, আর্টকার্ড ও সুতা বন্ড সুবিধায় আমদানির পর তা খোলাবাজারে অবৈধভাবে বিক্রি করেছেন। আর সেই অপরাধে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কতিপয় দুষ্টু ব্যবসায়ী বন্ড সুবিধার আওতায় পণ্য তৈরি ও রপ্তানির পরিবর্তে কাঁচামাল এনে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়। এতে করে একদিকে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে অন্যদিকে দেশীয় শিল্প কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকৃত শুল্ককর পরিশোধ করে যে সকল ব্যবসায়ী বাণিজ্যিকভাবে পণ্য আমদানি করে তারা বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ঝরে যাচ্ছে।
শুধু তাই নয়, কাস্টমস কর্মকর্তাদের দুর্বল মনিটরিংয়ের কারণে আগে নিষ্ক্রিয় ছিল ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। সম্প্রতি এনবিআর চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। গত ৮ মাসে জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ১৫৯টি অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। অভিযানে ৭১টি যানবাহন আটক, ছয়টি গুদাম সিল, ১১২টি বিভাগীয় মামলা করেছে। আর এ মামলায় জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২০১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা আর আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা। এছাড়া সরকারি কাজে বাধাদান ও জালিয়াতি করায় দুটি ফৌজদারি মামলা হয়েছে। আর বিভিন্ন অভিযোগে ২৮টি বিন লক করেছে। অন্যদিকে অভিযানে মামলা হওয়া উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিজেএমইএর গার্মেন্টভুক্ত প্রতিষ্ঠান।
এ বিষয়ে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের এক কর্মকর্তা বলেন, 'বন্ডের অপব্যবহার রোধে বিজিএমইএ ওএক্সেসরিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এসব সংগঠনের কিছু ফাঁকিবাজ প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এখন যদি তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমাদের কঠোর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।'
এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, 'যদি বন্ডের লাইসেন্স নিয়ে তার অপব্যবহার করে কেউ তাহলে সৎ ব্যবসীরা উৎসাহ হারায়। বন্ডের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলা উচিত। এজন্য এনবিআরকে আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত। বন্ডের কার্যক্রমের একটা নীতিমালা আছে। সেটি মেনে কার্যক্রমের একটি নীতিমালা আছে সেটি মেনে ব্যবসায়ীরা কাজ করছে কি না দেখার দায়িত্ব বন্ড কমিশনারের। তবে অনিয়ম যদি হতে থাকে তাহলে সেই দায়ভার কমিশনারের ওপর বর্তায়। সে জন্য এনবিআর যত কঠোর হবে বন্ডের কার্যক্রমে তত বেশি গতি আসবে।'
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, 'আমরা যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে। দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে সরকার বন্ড লাইসেন্সধারীদের সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সেই সুবিধার অপব্যবহার করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছি। যারা অনিয়ম করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর সেই নির্দেশনা কমিশনারেটগুলোকে দেওয়া হয়েছে।'

সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
থেকেও অসহযোগিতা করা হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে অডিট করা সম্ভব হয় না।
সূত্র জানায়, যে ৯টি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অডিট রিপোর্ট করা হয় তাতে জড়িত অনিয়মের অংকে ৬ হাজার ১৭১ কোটি ৩৪**সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে**
(শেষ পৃষ্ঠার পর)
থেকেও অসহযোগিতা করা হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে অডিট করা সম্ভব হয় না।
সূত্র জানায়, যে ৯টি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অডিট রিপোর্ট করা হয় তাতে জড়িত অনিয়মের অংকে ৬ হাজার ১৭১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। ১৪৮টি আপত্তির বিপরীতে ঐ পরিমাণ অর্থ চিহ্নিত করেছে অডিট দল। বিশেষ অডিট রিপোর্ট করা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম খুঁজে পাওয়া গেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বেসিক ব্যাংকে। অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণ, জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুরসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বেসিক ব্যাংকের প্রায় ৩ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকার অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে নিরীক্ষক দল। তাছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসির প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী পেপার মিলসের ওপর বিশেষ নিরীক্ষা করেছে সিএজি অফিস। তাতে প্রায় ১ হাজার ৫৯৪ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম খোঁজ মিলেছে। ওসব অনিয়মের মধ্যে রয়েছে- সাশ্রয়ী দামের গ্যাস ব্যবহার না করে অধিক দামের ফার্নেস অয়েল ব্যবহার, ক্রয়কৃত খুচরা যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা ইত্যাদি। আর্থিক অনিয়মের পাশাপাশি নিরীক্ষক দল বিসিআইসির প্রশাসনিক ও কারিগরি দুর্বলতার বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন বিভাগে নিরীক্ষাকালে অস্তিত্বহীন সমিতির সদস্য দেখিয়ে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, সিডর পুনর্বাসন কাজে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করা, কর আদায় করার পর তা সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়াসহ নানা অনিয়ম খুঁজে পাওয়া গেছে। তাতে প্রায় ৩০ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম উঠে এসেছে। তাছাড়া যে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট দেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ধর্ম মন্ত্রণালয়ে জড়িত অনিয়ম সাড়ে ৪ কোটি টাকা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ২ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা, স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৯ কোটি টাকা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন পাঁচ সরকারি ব্যাংকে- সোনালী, জনতা, রূপালী, কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে এক হাজার ৭২৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে ১৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৭৯১ কোটি ২৭ লাখ টাকা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ১০৬ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহনে ৩৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। সব মিলে সিএজির প্রতিবেদনে ১১ হাজার ৭১০ কোটি ৫৬ লাখ টাকার আর্থিক অনিয়মের চিত্র উঠে এসেছে।
সূত্র আরো জানায়, সিএজি প্রতিবেদনে বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ৫৪৯ কোটি টাকার অনিয়ম উঠে এসেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওভারফ্লাইং চার্জ আদায় না হওয়া, বকেয়া ল্যান্ডিং চার্জ আদায় না করা, ইউটিলিটিজ বাবদ বকেয়া, দায় ভাতা বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ইত্যাদি। আর সিএজির প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৬৪ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়। ওসব অনিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টেন্ডার সিডিউল বিক্রি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া, জরিমানার অর্থ আদায় না করা, উন্মুক্ত দরপত্রের পরিবর্তে সীমিত দরপত্র অনুসরণ করা ইত্যাদি। রাজউকের ওপর বিশেষ অডিটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনিয়ম হচ্ছে- নিয়মবহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ, আবাসিক প্লটের আয়তন বৃদ্ধির কোনো সংস্থান না করে অধিক আয়তনের প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া ইত্যাদি। এসব অনিয়মের সঙ্গে ২৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকার অনিয়ম হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন পরিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি সাব-রেজিস্টার অফিসের এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্রীড়া পরিষদের বিভিন্ন খাতে ২২ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়।
এদিকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অডিট রিপোর্ট হালনাগাদ ও মানসম্পন্ন রিপোর্ট করতে হলে সিএজি অফিসকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তাদের মতে, অডিট রিপোর্টগুলো পুরনো। তাছাড়া নিয়ম অনুযায়ী সিএজি রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট জমা দেয়ার পর ওই রিপোর্ট জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য জমা দেয়া হয়। এরপর নিষ্পত্তির জন্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে (পিএসি) পাঠানো হয়। নিয়ম রক্ষার জন্য অডিট রিপোর্ট সংসদে জমা দেয়া হলেও তা নিয়ে সংসদে আলোচনা কমই হয়। তাছাড়া পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে আলোচনা হলেও কমিটির সিদ্ধান্ত তেমন কার্যকর হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।
অন্যদিকে সিএজির অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সভাপতি মো. রুস্তম আলী ফরাজী জানান, দেশের অডিটের মূল সমস্যা হচ্ছে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু অনেক বছরের পুরনো। ফলে ওসব রিপোর্টের কার্যকারিতা তেমন থাকে না। অডিট রিপোর্টকে অধিক কার্যকর করতে হলে হালনাগাদ রিপোর্ট তৈরির ওপর গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি অডিটের পরিধি এবং অডিট টিমের সদস্য আরো বাড়াতে হবে। সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে সিএজি অফিসকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে।

শিমুল বিশ্বাসকে পাসপোর্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আবেদনের প্রেক্ষিতে সোমবার চেম্বার বিচারপতি মো. নুরুজ্জামান এ আদেশ দেন।
আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার। তিনি বলেন, 'শিমুল বিশ্বাসকে পাসপোর্ট দিতে গত ২৯ আগস্ট আদেশ দেন হাইকোর্ট। ঐ আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করলে চেম্বার আদালত আজ (সোমবার) স্থগিতাদেশ দেন।'
গত ২৯ আগস্ট রুল যথাযথ ঘোষণা করে সাত দিনের মধ্যে পাসপোর্ট দিতে আদেশ দেন বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ।
শিমুল বিশ্বাসের পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন পাসপোর্টের জন্য পাবনা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আবেদন করেন। গত ২৪ জুন এই পাসপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পাবনা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস তার নতুন পাসপোর্ট সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে পাসপোর্টের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন তিনি।

সাড়ে তিন হাজার লিটার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তেল বিক্রি করে আসছে। দৌলতখান উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জিতেন্দ্র কুমার নাথ জানান, গোপন সংবাদে বেড়ি বাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি গোডাউন থেকে ১০টি বড় ব্যারেলে ভর্তি সাড়ে তিন হাজার লিটার তেল জব্দ করা হয়। এসময় এর সাথে জড়িত কাউকে পাওয়া যায়নি।

বন উজাড়ে হুমকির মুখে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে কমছে পর্যটক। হরিণ না দেখে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে পর্যটকদের। এছাড়া যতবার ঝড়-জলোচ্ছ্বাস দেশের দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হেনেছে, ততবারই বুক এগিয়ে দিয়ে রক্ষাকবচ হয়েছে নিঝুম দ্বীপের বিস্তীর্ণ সবুজ বেষ্টনী। কিন্তু নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত ৮১ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত যে দ্বীপ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে মায়ের মতো আগলে রাখে, সে দ্বীপের সবুজ বেষ্টনী এখন অস্তিত্ব সংকটে। পঞ্চাশের দশকে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা অপরূপ সৌন্দর্যের নিঝুম দ্বীপ এখন অনেকটা নিষ্প্রাণ-শ্রীহীন। পুরো এলাকায় প্রকাশ্যে চলছে বনের গাছ কাটার মহোৎসব। একসময় যেখানে বন বিভাগের মাধ্যমে সাড়ে ১২ হাজার একর ম্যানগ্রোভ বা শ্বাসমূলীয় বাগান করা হয়েছিল, সেটি কমতে কমতে সাড়ে তিন হাজার একরে নেমে এসেছে। নিঝুম দ্বীপে চিত্রা হরিণের খাবার কেওড়াগাছের পাতা। বনের গাছ কাটতে কাটতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে হরিণের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। কয়েক হাজার হরিণই নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ। গাছ কেটে বসতি গড়ে উঠায় আবাসস্থল হারাচ্ছে এসব হরিণ। এছাড়াও রাত-বিরাতে শিকারীরা হরিণ শিকার করে পাচার করছে, আর শিয়াল-কুকুরের আক্রমণে হরিণের প্রাণহানি ঘটছে অহরহ। দ্বীপের চারদিকে বেড়িবাঁধ না থাকায় নোনা পানি বনে ঢুকে হরিণের খাবার পানি ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় প্রাণ বাঁচাতে হরিণ লোকালয়ে এসে ধরা পড়ছে মানুষের হাতে। অবার খাদ্য ও অবাস সংকটে হরিণ নিঝুম দ্বীপ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অন্য দ্বীপগুলোতে চলে যাচ্ছে। দ্বীপে গাছ ও হরিণ কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে কমছে পর্যটক। হরিণ না দেখে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে পর্যটকদের। দ্বীপে গাছ ও হরিণ কমে যাওয়ায় কমছে পর্যটকও।
নিঝুম দ্বীপের জাহাজমারা রেঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, মাটিতে কেওড়াগাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। আবার কোথাও কোথাও কৌশলে কেওড়াগাছের নিচে শ্বাসমূল কেটে ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে করে ধীরে ধীরে গাছ মারা যায়। লবণাক্ততার কারণে নিঝুম দ্বীপে শুধু কেওড়াগাছ হয়। আর এই গাছের দাম খুবই কম। তাই গাছ বিক্রির দিকে কারো মনোযোগ নেই। সবার নজর গাছ কেটে সেখানে বসতি গড়ে তোলা। বনের গাছ কেটে সেখানে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতভিটা।
বন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, বন বিভাগের জমি জবরদখল করে নিঝুম দ্বীপে বর্তমানে পাঁচ হাজার পরিবার বসবাস করছে। পাঁচ হাজার পরিবারে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ বন বিভাগের জমির ওপর অবৈধভাবে বসবাস করছে। বিভিন্ন সময়ে মামলা করলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। বন বিভাগের কর্মকর্তারা বলেন, এখানে আমাদের নিজস্ব জনবল অত্যন্ত কম। স্বল্প জনবল নিয়ে আমরা বেশ কয়েক বার বন বিভাগের জমি ফিরে পেতে উচ্ছেদে বের হয়েছি। কিন্তু স্থানীয়রা উল্টো একজোট হয়ে আমাদেরকে মারতে আসে।
নিঝুম দ্বীপকে 'দ্বীপ' বলা হলেও এটি মূলত একটি 'চর'। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। ওসমান নামের একজন বাথানিয়া তার মহিষের বাথান নিয়ে প্রথম নিঝুম দ্বীপে বসত গড়েন। তখন এই নামেই এর নামকরণ হয়েছিলো। পরে হাতিয়ার সাংসদ আমিরুল ইসলাম কালাম এই নাম বদলে নিঝুম দ্বীপ নামকরণ করেন। মূলত বল্লারচর, চর ওসমান, কামলার চর এবং চুর মুরি- এই চারটি চর মিলিয়ে নিঝুম দ্বীপ। প্রায় ১৪,০৫০ একরের দ্বীপটি ১৯৫০ সালের দিকে জেগে ওঠে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত কোনো লোকবসতি ছিলো না, তাই দ্বীপটি নিঝুমই ছিলো। বাংলাদেশের বনবিভাগ ৭০-এর দশকে বন বিভাগের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের হরিণশুমারি অনুযায়ী হরিণের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার যা পরবর্তীতে বেড়ে ৩০ হাজারে দাঁড়ায়। নোনা পানিতে বেষ্টিত নিঝুম দ্বীপ কেওড়া গাছের অভয়ারণ্য। ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবনের পরে নিঝুম দ্বীপকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বলে অনেকে দাবী করেন। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী নিঝুম দ্বীপ ৩৬ হাজার ৯৭১ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। নিঝুম দ্বীপে হরিণ এবং মহিষ ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। নিঝুম দ্বীপে রয়েছে প্রায় ৩৫ প্রজাতির পাখি। এছাড়াও শীতের মৌসুমে অজস্র প্রজাতির অতিথির পাখির অভয়ারণ্যে পরিণত হয় নিঝুম দ্বীপ। নিঝুম দ্বীপে বিশাল এলাকা পলিমাটির চর। জোয়ারের পানিতে ডুবে এবং ভাঁটা পড়লে শুকায়। এই স্থানগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের বসবাস। জোয়ারের পানিতে বয়ে আসা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এদের একমাত্র খাবার। বর্ষা মৌসুমে ইলিশের জন্য নিঝুম দ্বীপ বিখ্যাত। এই সময় ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা নিঝুম দ্বীপে মাছ কিনতে আসে। এ ছাড়া শীত কিংবা শীতের পরবর্তী মৌসুমে নিঝুম দ্বীপ চেঁউয়া মাছের জন্য বিখ্যাত। জেলেরা এই মাছ ধরে শুঁটকি তৈরি করেন।
তবে অনিয়ন্ত্রিত বন উজাড়ের কারণে দ্বীপটির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। দ্বীপটির একজন জনপ্রতিনিধি জানান, নিঝুম দ্বীপে সীমানা প্রাচীর না থাকা, খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন কারণে ৩০ হাজার হরিণ থেকে কমে ৮-১০ হাজারে নেমে এসেছে। অনেক সময় হরিণ পাচার হয়। তাছাড়া প্রতিটি ছোট বা মাঝারি হরিণ মূল্য ২৫-৩০ হাজার টাকা। ফলে টাকার লোভে অনেক স্থানীয় বাসিন্দা হরিণ শিকার ও পাচারের সঙ্গে জড়িত। হরিণ কমে যাওয়ায় পর্যটকও কমে গেছে।
নোয়াখালী বিভাগীয় বন কর্মকর্তারা বলছেন, মানুষ বন উজাড় করছে। এতে হরিণ বিচরণের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন কারণে নিঝুম দ্বীপ ছেড়ে হরিণ পার্শ্ববর্তী বনে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় বন বিভাগের বিট অফিসারদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশনা দেওয়া আছে।

২৪ ঘণ্টায় নতুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কারণে বলে নিশ্চিত করেছে আইইডিসিআর।
৪৬১ জন নতুন রোগীর মধ্যে ঢাকার ৪১টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ১৪৩ জন ও ঢাকার বাইরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ৩১৮ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
গত ২১ জুলাই ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা চারশ ছাড়িয়েছিল। সেদিন ৪২১ জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।
এরপর ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়েছে। একদিনে সবচেয়ে বেশি দুই হাজার ৪২৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন গত ৭ আগস্ট। একদিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর রেকর্ড এটি।
পুরো আগস্টজুড়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা হাজারের উপরে ছিল। ৩০ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৭৬০ জনে নেমে আসে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা কমছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমারজেন্সি অপারেশনস এন্ড কন্ট্রোল রুম জানিয়েছে, এখন অবধি সারা দেশে ৮৫ হাজার ২৮৮ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
এদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৬৭ জন রোগী। এখন পর্যন্ত ৯৭ ভাগ রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
এছাড়া এখন সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ভর্তি রয়েছেন ২ হাজার ১৮ জন ডেঙ্গু রোগী: যাদের মধ্যে ঢাকায় রয়েছেন ৮৬১ জন ও ঢাকার বাইরে ভর্তি রয়েছেন ১ হাজার ১৫৭ জন রোগী।
ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি খুলনা বিভাগে। গত ২৪ ঘণ্টায় খুলনা বিভাগে ১২১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

ওসিকে ফোন দিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ফোন দেন। তারা ফোন করলে একই পরিচয়ে বলেন, একটি বিকাশ অ্যাকাউন্ট নম্বর দিচ্ছি। মানবিক সমস্যা। ১৫-২০ হাজার যা পারেন পাঠান। এভাবেই লাখ টাকা পর্যন্ত দাবি করতেন মো. হাসিবুল আলম রানা (৪৫)।
নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে একাধিক ব্যবহৃত নম্বর ট্রু-কলারে পিএস, এপিএস, এডিশনাল সেক্রেটারি ও নাম লেখানোর সব কৌশলই প্রয়োগ করতেন। তার একাধিক নম্বর ট্রু-কলারে কখনো পিএস হেলথ, এপিএস এডুকেশন লেখাও শো করত। এ কারণে অনেকেই বিশ্বাস করে তার ঐ প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে দেয়া অ্যাকাউন্ট নম্বরে টাকা পাঠাতেন। পরে বুঝতে পারতেন প্রতারণার বিষয়।
সর্বশেষ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এপিএস মনির এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব/অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুর রহমানের পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ধরা পড়েন। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি টিম গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর শাহজাহানপুর থানাধীন কমলাপুর আইসিডি গেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।
সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, গ্রেপ্তার হাসিবুল আলম রানা বিভিন্ন সময় সরকারি চাকরিজীবীসহ, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও, ওসি, ফিশারিজ অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের ফোন দিয়ে বদলি, পদোন্নতি, গরিব মেয়ের বিয়ে, গরিব মানুষের চিকিৎসা করানোর জন্য বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কথা বলে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিলেন।
ডিবির সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিমের সহকারী কমিশনার (এসি) আশরাফ উল্লাহ বলেন, প্রতারণার জন্য তিনি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের টার্গেট করেন। তাদের নম্বর সংগ্রহের লক্ষ্যে কৌশলী রানা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওসির নম্বর সংগ্রহ করতেন।
ওসির কাছে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এপিএস মনির পরিচয় দিতেন। কখনো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মাহবুবুর রহমানের পরিচয় দিতেন। আবার কখনো পিএ বা পিএস শিক্ষামন্ত্রী যখন যে পরিচয়টি সুবিধাজনক সেই পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সর্বোপরি টার্গেট ব্যক্তিকে অতিসত্বর তার মোবাইলে যোগাযোগ করতে বলতেন।
টার্গেটকৃত ব্যক্তি তাকে ফোন দিলে নানা মানবিক ও সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ কিংবা সহযোগিতার জন্য বিকাশ নম্বর দিতেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করে বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতেন। এভাবে তিনি অর্ধকোটি টাকার প্রতারণা করেছেন শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে।
তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হাসিবুল আলম রানার কাছ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আব্দুল মান্নান, যুগ্মসচিব শওকত আলী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আতাউর রহমানের লেখাসহ তিনটি সিল, দু'টি মোবাইল ও চারটি সচল সিম জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার রানার বিরুদ্ধে শাহজাহানপুর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় (মামলা নং-১৮) আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ড শেষে রোববার তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

রাজশাহীতে অর্ধশত কোটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সোমবারের সকালটা শুরু হয়েছে আষাঢ়ের মতো। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। দুপুর ১২টা পর্যন্ত বৃষ্টি চলে। তবে নগরীর উপকণ্ঠ চৌদ্দপাই এলাকায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের কার্যালয় থেকে যে বৃষ্টি পরিমাপ করা হয় সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ছিটেফোঁটা।
রাজশাহী মহানগরীর ভেতরে রীতিমতো ঝুম বৃষ্টি হয়েছে। এতে সকালে অফিসগামী লোকজন পড়েন ব্যাপক ভোগান্তিতে। স্কুল-কলেজ যাওয়ার পথে বৃষ্টিতে ভিজতে হয় অনেক শিক্ষার্থীকে। বৃষ্টির কারণে মালামাল গুটিয়ে নেন ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। কমে আসে যানবাহন। সকাল থেকে শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়ে।
এদিকে বৃষ্টির কারণে রাজশাহী মহানগরীর সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট, উপশহর, সিটি বাইপাস মোড় ও আদালত চত্বরসহ বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন মানুষ। সকালে হাঁটুপানি মাড়িয়েই অফিসে যেতে হয় কর্মজীবী মানুষকে। আদালত চত্বরে দুর্ভোগে পড়েন আইনজীবীরা। রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক লতিফা হেলেন বলেন, সকাল ৮টার দিকে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়ে সেটা বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত টিপ টিপ চলছেই। এই সময়ের মধ্যে শূন্য দশমিক ৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে বলেও জানান আবহাওয়া অফিসের এই কর্মকর্তা। তবে সামান্য এই বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। উপশহরের তিন নম্বরের সেক্টরের রুহুল আমিন জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে থাকে। ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই ড্রেন কাজে আসছে না। পানি নেমে যাওয়ার পথগুলো সব সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল হক জানান, কয়েকটি এলাকায় পানি জমলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। নগরজুড়ে উন্নয়ন কাজের জন্য কিছু এলাকায় পানি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। তবে পানি জমে থাকবে না।

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সড়ক দাপিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মোড়ের ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী বলেন, সড়কে যারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আমরা তাদের কোনরূপ ছাড় দিচ্ছি না। আইনগত সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন নির্ধারিত স্থান ছাড়া পার্কিং, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করার অভিযোগে বিভিন্ন বাসচালকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হচ্ছে। এছাড়া বাস ডাম্পিংও করা হচ্ছে। পাশাপাশি সচেতনতার জন্য সড়কের বিভিন্ন স্থানে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে এখানে বাস থামানো নিষেধ। তারপরও কিছু চালক আইন অমান্য করে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করাচ্ছে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মামলাও করা হয়েছে। অন্যদিকে অনেক চালক বেপরোয়া গতিতে বাস চালায় বা বাস চালানো অবস্থায় ফোনে কথা বলেন। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।
জুনাইদ রহমান নামে এক পথচারি বলেন, 'আইন কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় তা আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফেরার পর আবার সড়কে আগের অবস্থা ফিরে এসেছে। এ দেশে পরিবর্তন এত সোজা নয়। কারণ আমাদের সদিচ্ছা নেই।'
তিনি আরো বলেন, সময় এসেছে মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার। সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রাফিক পুলিশকেও জনবান্ধব হতে হবে। সেইসঙ্গে ট্রাফিক ব্যবস্থা আরো যুগোপযোগী করতে হবে। পার্কিং ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল হলে শৃঙ্খলা আসবেই।

যানজট নিরসনে তৈরি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
পূর্বাংশের সংযোগ স্থাপন করবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা থকে মুন্সিগঞ্জ ও মাওয়া হয়ে যাত্রাবাড়ী দিয়ে অসংখ্য যানবাহন ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করবে, ফলে রাজধানীতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এতে সংশোধিত এসটিপিতে প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টের মধ্যে আউটার রিং রোডের দক্ষিণ অংশে হেমায়েতপুর-কালাদি-মদনপুর অংশে) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে এ অংশে অতি দ্রুত নির্মাণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ অবস্থা বিবেচনা করে আউটার রিং রোডের দক্ষিণাংশের প্রায় ৪৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে হেমায়েতপুর (ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক) থেকে কালাদি (ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক) যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিলোমিটার, কালাদি থেকে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিলোমিটার এবং শীতলক্ষ্যা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক থেকে মদনপুর (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক) যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিলোমিটার।

ফালুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ছাড়া বাকি আসামিরা হলেন- ভালুকা উপজেলার সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার মো. ফজলার রহমান (সাময়িক বরখাস্ত), জমির দলিল লেখক মো. আকরাম হোসেন জুয়েল, জমির 'ভুয়া' মালিক মো. রুহুল আমিন, মো. খোকা মিয়া, সুফিয়া খাতুন ও ফাতেমা খাতুন।
এসব আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগে, একটি দলিলের মাধ্যমে ঐ এলাকার বন বিভাগের প্রায় ৭৬ শতাংশে জমি ফালুর নামে দলিল করেন বলে এ মামলায় বলা হয়। দুদকের ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাম প্রসাদ মণ্ডল এই মামলাটি তদন্ত করেন।
দুদক জানায়, ২০১৬ সালের ৩ অক্টোবর ভালুকা উপজেলা ভূমি অফিস থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত গেজেটভুক্ত ঐ জমি হস্তান্তর, নামজারি, জমা-খারিজ, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। একইসঙ্গে বন বিভাগের গেজেটভুক্ত জমি রেজিস্ট্রি করা হয়ে থাকলেও তা বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়কে বলা হয়।
ঐ বিজ্ঞপ্তির পরও সাব রেজিস্ট্রার ফজলার রহমান আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ না করে অবৈধ সুবিধা নিয়ে দালাল চক্রের যোগসাজশে ছয়টি দলিলে রেজিস্ট্রি করে সরকারি সম্পত্তি ফালুকে হস্তান্তর করা হয় বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়। ছয়টি মামলার মধ্যে এ পর্যন্ত চারটি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করেছে দুদক।

ঢাবি ছাত্রলীগ সভাপতির নেতৃত্বে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের হাকিম চত্বরে গিয়ে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক। এ সময় ১৫-২০টি মোটরসাইকেলে করে সেখানে যান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। হাকিম চত্বরে আগেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস। সনজিত ও তার অনুসারী নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বলেন। সনজিতের কথায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা টিএসসির সোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর এলাকায় চলে যান। সেখানে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নেতা-কর্মীদের বিদায় দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়তেই সনজিতের অনুসারী ৫০-৬০ জন নেতা-কর্মী রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যে, সনজিত চন্দ্র দাসের অনুসারী মাস্টারদা সূর্য সেন হল সংসদের ভিপি মারিয়াম জামান খান, কবি জসীমউদ্দীন হল সংসদের জিএস ইমাম হাসান, জগন্নাথ হল সংসদের জিএস কাজল সরকার, সূর্য সেন হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাইসুল ইসলাম, স্যার এ এফ রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মী আপেল মাহমুদ, কবি জসীমউদ্দীন হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মী মুহসীন আলম তালুকদারসহ অনেকে হামলায় অংশ নেন? ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন অভিযোগ করেন, 'ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে দেশীয় অস্ত্র (লাঠি, রড, চাপাতি, রামদা) নিয়ে আমাদের ওপর বিনা উসকানিতে পেছন থেকে অতর্কিত হামলা চালান। হামলায় আমাদের ৩০-৪০ জন নেতা-কর্মী আহত হন, যাঁদের ৭-৮ জনের অবস্থা গুরুতর। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির নির্দেশে ও নেতৃত্বে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। এমনকি আমাদের অনেকের মোবাইল ও মানিব্যাগ পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে?' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার বিচার ও ছাত্রলীগের নেতা সনজিতের গ্রেপ্তার দাবি করেন ইকবাল হোসেন?
ইকবাল হোসেনের অভিযোগ অনুযায়ী, ছাত্রদলের আহত নেতা-কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী খোরশেদ আলম সোহেল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল সংসদে ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী মাহবুবুল আলম শাহিন, ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী কাঞ্চন মাসুম, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম জাকিউল ইসলাম শাহীন, সূর্য সেন হল শাখা ছাত্রদলের নেতা ফিরোজ আলমসহ ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজসহ বিভিন্ন ইউনিটের ৪০ নেতা-কর্মী। তাঁদের মধ্যে ৭-৮ জনের অবস্থা গুরুতর।
এ ছাড়াও ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এলাকায় থাকা দৈনিক যায়যায়দিনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আনিসুর রহমান ও বিজনেস বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নুরুল আফসারকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জড়িত ইসির ১৫ কর্মকর্তা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মূল সার্ভার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে। অনেকেই না জেনে বলছেন, ইসির সার্ভারে রোহিঙ্গা ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ইসির মূল সার্ভারে আগামী ২৪ জানুয়ারির আগে ঢোকার সুযোগ নেই। কেননা, আইন অনুযায়ী মূল সার্ভারে তথ্য সন্নিবেশ করার আগে ১ জানুয়ারি খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর দাবি-আপত্তি নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়। আর ২৪ জানুয়ারির পর আবারও যাচাই করে মূল সার্ভারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই চলমান হালনাগাদে রোহিঙ্গারা টেম্পোরারি সার্ভারে ঢুকেছে। ৬১ জনের মতো আমরা চিহ্নিত করেছি।' ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুল বলেন, 'আমরা ফাঁদ পেতে একটি চক্রকে ধরতে সক্ষম হই। সামরিক বাহিনীতে আমরা সেটা অ্যামবুশ বলি। এতে আমাদের ডবলমুরিং থানা নির্বাচন অফিসের কর্মচারি জয়নালকে প্রথমে চিহ্নিত করা হয়। এরপর অন্যদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংখ্যাটা ১৫ জনের অধিক হবে না।'
সাইদুল ইসলাম বলেন, 'যাঁরা এই অপচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বেশির ভাগই ইসি থেকে আগে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁরা ইসির বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করতেন। আমরা ইতোমধ্যে আমাদের সব উপজেলা কর্মকর্তা এবং যাঁরা আমাদের লোকবল সাপ্লাই দেন, তাঁদের বলেছি, আগে চাকরিচ্যুত ব্যক্তিরা যেন ভোটার তালিকার কাজে কোনোভাবে সম্পৃক্ত হতে না পারেন।' ব্রিগেডিয়ার সাইদুল ইসলাম বলেন, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নুরুল হুদা নির্দেশনা দিয়েছেন, জিরো টলারেন্স অ্যাগেইনস্ট করাপশন। তাই আমরা শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছি। ইসি কর্মকর্তা-কর্মচারি কিংবা আগের যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের কেউ জড়িত আছেন কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। আমরা চাকরিচ্যুত ব্যক্তিদের ওপর কঠোর নজরদারি চালানোর জন্যও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বলব। রোহিঙ্গাদের ভোটার করার অপচেষ্টায় যিনি জড়িত হোন না কেন, আমরা সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। ফৌজদারি মামলা কিংবা বিভাগীয় মামলাও করব। এ ছাড়া অন্য যেকোনো সংস্থার কেউ যদি জড়িত থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এনআইডি তথ্যভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, আমরা সব পদক্ষেপ নেব।' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রবাসে যখন আমরা ভোটার করব, তখনো রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করা হবে। এ ছাড়া চট্টগ্রামে আগে যাঁরা ভোটার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ রোহিঙ্গা আছেন কি না, সেটাও দেখা হবে।'

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ The Daily Panjeree

মশানিধনে ঢাকার ২ সিটিতে বরাদ্দ বাড়লেও জনবল বাড়েনি

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে মশানিধন খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে প্রায় একশ কোটি টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় জনবল বাড়ানো হয়নি। দুই সিটি বলছে, মশানিধন খাতে যে পরিমাণ জনবল রয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আর নগর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বরাদ্দের তুলনায় জনবল না থাকায় এই বাজেট বাস্তবায়নে দুই সিটিকে হিমশিম খেতে হবে। এ জন্য দ্রুত এই

- দুই সিটিতে মশানিধনকর্মী ৭০৯ জন
- বরাদ্দ ৯২ কোটি ৬২ লাখ টাকা
- আউটসোর্সিংয়ে নির্ভর হচ্ছে সিটি করপোরেশন

৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৭৬ ■ ঢাকা মঙ্গলবার ■ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ৯ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ২৪ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

বড়লেখায় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ▸

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় অভিযান চালিয়ে দুই ফলের দোকান ও এক ফার্মেসিসহ তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সোমবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল আমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে সহযোগিতা করেন বড়লেখা থানার পুলিশ ফোর্স।

অভিযানকালে দাসের বাজারে অবস্থিত সালাউদ্দিনের ফলের দোকানকে এক হাজার পাঁচশ টাকা, কবির হোসেনের ফলের দোকানকে পাঁচশ টাকা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ছবিটি কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে সোমবার তোলা হয়েছে —পাঞ্জেরী

বাড়েনি আন্তর্জাতিক রুট, মালিক সমিতির বাধা অভ্যন্তরীণ রুটে

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

আগের চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়ার সময়ে কোনো আন্তর্জাতিক রুটের সম্প্রসারণ হয়নি। বেসরকারি বাস মালিকদের বাধার মুখে আটকে আছে অভ্যন্তরীণ অনেকগুলা রুট। এসব কারণেও বিআরটিসি লাভের মুখ দেখছে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রায় দুই বছর ধরে ঢাকা থেকে নেপালের কাঠমাডু পর্যন্ত বাস রুটের চেষ্টা করছে বিআরটিসি। প্রথম দিকে এ রুটের নাম ছিল বিবিআইএন। অর্থাৎ বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল। সেখান থেকে ভুটান বাদ পড়ে যায়। এরপর ঢাকার চেষ্টা শুরু হয় ভারত হয়ে নেপাল পর্যন্ত যাওয়ার। এ নিয়ে গত বছর সফলভাবে একটি ট্রায়াল রান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেড় বছর ধরে রুটটি ঝুলে রয়েছে।

এদিকে অভ্যন্তরীণ নতুন রুটে বাস চালাতে গিয়ে বেসরকারি পরিবহন মালিক সংগঠনের বাধার মুখে পড়ছে বিআরটিসি। সম্প্রতি সিলেট-সুনামগঞ্জ রুটে বাস চালাতে বাধা দিয়েছে বাস মালিক সমিতি। তাদের বাধার মুখে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি লাভজনক রুট।

বিআরটিসি সূত্র জানায়, সাবেক চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়ার মেয়াদে আন্তর্জাতিক কোনো নতুন রুট সম্প্রসারণ হয়নি। এমনকি বাংলাদেশের জন্য ভারতের সিকিম রাজ্য খুলে দিলেও সেখানে বাস রুটের বিআরটিসির প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি দেশটি। সম্প্রতি ভারত আগরতলা থেকে বাস নিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার রুটে সরাসরি যেতে প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবটি নিয়ে শিগগিরিই আলোচনায় বসবে দুইদেশ।

বিআরটিসি বাস ৫ টি আন্তর্জাতিক রুটে চলে। এ রুটগুলো ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতে ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে কলকাতা, আগরতলা এবং ঢাকা থেকে সিলেট হয়ে সরাসরি মেঘালয়-গোয়াহাটি যাওয়া যায়।

৫ টি রুটের মধ্যে ৪ টি রুট দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা করছে 'শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস'। একমাত্র এই পরিবহন কোম্পানির বাস বিআরটিসির ব্যানারে সরাসরি কলকাতা থেকে যাত্রী আনা নেওয়া করে। আর ঢাকা থেকে আগরতলা রুট পরিচালনা একইভাবে পরিচালনা করছে 'রয়েল কোচ' পরিবহন কোম্পানি।

বিআরটিসি জানায়, দেড় বছর আগে ঢাকা থেকে নেপালের কাঠমাডুতে সরাসরি বাস নিয়ে যেতে কাজ শুরু হয়। এতে ভারত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শুল্কমুক্ত সুবিধার আড়ালে ফাঁকি ২৬.৪৬ কোটি টাকা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

মূলধনী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ উপকরণ আমদানির শুল্কমুক্ত সুবিধা নিয়ে প্রায় সাড়ে ২৬ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অনুসন্ধানে সিটি এডিবয়েল ওয়েল লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির আমদানিকৃত দুইটি বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে এই ফাঁকি উদঘাটিত হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একটি উর্ধ্বতন সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ বিষয় আইনি ব্যবস্থা নিতে এরই মধ্যে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূইয়ার কাছে চিঠি দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে হাজার হাজার কোটি টাকার অনিয়ম

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে হাজার হাজার কোটি টাকার অনিয়ম পেয়েছে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) কার্যালয়। সরকারের ৩৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নিরীক্ষা করে ৪৩৪টি অডিট আপত্তির বিপরীতে সিএজি কার্যালয় ওসব অনিয়ম চিহ্নিত করে। মূলত ঋণ জালিয়াতে করে অর্থ আত্মসাৎ, নিয়ম লঙ্ঘন করে প্লট বরাদ্দ, নির্ধারিত অপেক্ষা কম মূল্য দেখিয়ে জমি নিবন্ধনসহ বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ওসব অনিয়ম হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের কাছে পেশ করেন সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। সিএজি কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সিএজি কার্যালয় থেকে মোট ৩৪টি প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। তার মধ্যে ৯টি বিশেষ রিপোর্ট আর বাকিগুলো বার্ষিক রিপোর্ট। তবে রিপোর্টে যেসব অনিয়ম তুলে ধরা হয় সেগুলো সাত-আট বছর আগের ঘটনা। আর অনিয়মের জন্য যাদের দায়ি করা হয়, পরবর্তী সময়ে তাদের অনেকেই চাকরিতে থাকেন না। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। অথচ সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অডিট রিপোর্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে অডিট রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিকে আরো সক্রিয় হওয়া আবশ্যক। মূলত জনবল সমস্যার কারণে বিলম্বে অডিট রিপোর্ট তৈরিতে সময় বেশি লেগে যাচ্ছে। পাশাপাশি যেসব মন্ত্রণালয়ের অডিট করা হয় অনেক ক্ষেত্রে সেখান ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মিয়ানমার-তুরস্ক-মিসর থেকে আমদানি হচ্ছে পেঁয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

হঠাৎ করেই পেঁয়াজের ঝাঁজ বেড়ে গেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে নিত্যপ্রয়োজনীয় এ খাদ্যপণ্যটির দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে ৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করছে সরকারি প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। নেয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ।

বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন বলেন, সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। পেঁয়াজ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

৮ মাসে ৩১১ বন্ড লাইসেন্স স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

বন্ড সুবিধার অপব্যবহার করায় বা রাজস্ব ফাঁকিপূর্ণ হওয়ায় গত ৮ মাসে ৩১১টি প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স স্থগিত ও ৯টি প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স বাতিল করেছে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এনবিআর সূত্রে জানা যায়, ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের অধীনে মোট সক্রিয় লাইসেন্স ৩ হাজার ৮৩০টি। নিষ্ক্রিয় লাইসেন্স রয়েছে ২ হাজার ৯৮৩টি আর মোট বন্ড লাইসেন্স রয়েছে ৬ হাজার ৮১৩টি। বিভিন্ন সময়ে কাস্টমস কর্মকর্তাদের অভিযান, প্রিভেনটিভ অভিযান ও নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বন্ড অনিয়ম ও রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটিত হয়। সে মোতাবেক অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ড লাইসেন্স সাসপেন্ড ও বিন লক করে দেয় ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। ফলে এসব লাইসেন্স ব্যবহার করে আর কেউ বন্ড সুবিধায় পণ্য আমদানি রপ্তানি করতে পারে না। এরপর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ, শুনানি গ্রহণ ইত্যাদি আইনগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে লাইসেন্স চূড়ান্ত বাতিল করা হয়।

আরও জানা গেছে, যাদের বন্ড লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে তারা ফেব্রিক্স, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিমুল বিশ্বাসকে পাসপোর্ট দিতে হাইকোর্টের আদেশ চেম্বারে স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের নতুন পাসপোর্ট দিতে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাড়ে ৩ হাজার লিটার চোরাই তেল জব্দ

ভোলা প্রতিনিধি ▸

ভোলার দৌলতখান উপজেলায় সাড়ে তিন হাজার লিটার চোরাই তেল জব্দ করেছে প্রশাসন। সোমবার বিকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জীতেন্দ্র কুমার নাথ ও পুলিশের একটি টিম বেড়ি বাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি তালাবদ্ধ গুদাম থেকে এ তেল জব্দ করে।

জব্দ তেল স্থানীয় আব্দুল হাকিম ও হারুন হাওলাদারের বলে জানায় স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র মেঘনা নদী দিয়ে যাওয়ার সময় তেলবাহী জাহাজ থেকে তেল নামিয়ে চোরাই পথে এ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন উজাড়ে হুমকির মুখে হরিণের অভয়ারণ্য নিঝুম দ্বীপ

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

সাগরের বুকে জেগে ওঠা দেশের অন্যতম বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র নিঝুম দ্বীপ। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত এ দ্বীপটি ভেসে উঠার পর ৮০'র দশকে বন বিভাগ এখানে বনায়ন করে। এরপর ১৯৮৫ সালে সরকার এই দ্বীপে মাত্র ২ জোড়া হরিণ অবমুক্ত করলে পরবর্তীতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ হাজারে। ২০০১ সালে সরকার নিঝুম দ্বীপকে জাতীয় উদ্যান ও হরিণের অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এক সময় এ বনে ৩০ হাজার হরিণ থাকলেও বন উজাড় হওয়ায় এ সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৮-১০ হাজারে। নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ এই কয়েক হাজার হরিণ। গাছ কেটে বসতি গড়ে উঠায় আবাসস্থল হারাচ্ছে হরিণ। এছাড়াও রাত-বিরাতে শিকারীরা হরিণ শিকার করে পাচার করছে, আর শিয়াল-কুকুরের আক্রমণে হরিণের প্রাণহানি ঘটছে অহরহ। দ্বীপের চারদিকে বেড়িবাঁধ না থাকায় নোনা পানি বনে ঢুকে হরিণের খাবার পানি ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় প্রাণ বাঁচাতে হরিণ লোকালয়ে এসে ধরা পড়ছে মানুষের হাতে। অবার খাদ্য ও অবাস সংকটে হরিণ নিঝুম দ্বীপ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অন্য দ্বীপগুলোতে চলে যাচ্ছে। দ্বীপে গাছ ও হরিণ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

২৪ ঘণ্টায় নতুন ডেঙ্গু রোগী ৪৬১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

দেশজুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমে এলেও মশাবাহিত এই জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশের হাসপাতালগুলোতে ৪৬১ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন, যা আগের দিন ছিল ৪৩০ জন। সরকারি হিসাবে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যাও আগের দিনের সাতটি বেড়ে ৭৫ হয়েছে।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইডিসিআর) ডেঙ্গু সন্দেহে ২২৪টি মৃত্যুর তথ্য পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১২৬টি মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করে ৭৫টি মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

যানজট নিরসনে তৈরি হচ্ছে আউটার রিং রোড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

ঢাকার যানজট নিরসন এবং ঢাকার ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যানবাহন যাতায়াত সহজ করার জন্য আউটার রিংরোড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে দশ হাজার ২০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ২০২০ সালে শুরু হয়ে ২০২৩ সালে শেষ করা হবে। প্রকল্পটি জাপানি জি টু জি ভিত্তিক পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন হবে বলে জানা গেছে।

ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। পূর্ব-পশ্চিম দিকের তুলনায় উত্তর-দক্ষিণে বর্তমানে যান চলাচল ও সড়কের সংখ্যা বিবেচনায় যানবাহনের অত্যাধিক চাপের কারণে ঢাকা মহানগরীর যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সরকারের শাসনামলে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের অত্যাধিক চাপ সামলানোর জন্য ঢাকা সিটিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী প্রস্তাবিত আউটার রিং রোডের এলাইনমেন্টের কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত রুটটি হচ্ছে- হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু-মদনপুর-ভুলতা (ঢাকা বাইপাস হয়ে)-কড্ডা (গাজীপুর)-বাইপাইল (ঢাকা ইপিজেড)-হেমায়েতপুর। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার সড়ক নতুন করে নির্মাণ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৮৪ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন করতে হবে।

সূত্র জানায়, নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

টক অব দ্য টাউন

ওসিকে ফোন দিয়ে বলতেন, সচিব বলছি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

প্রথমে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ ফোন। জরুরি ভিত্তিতে কোনো থানার ওসির নম্বর চান। নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করেন। ওসির কাছে তিনি কখনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, কখনো পিএস পরিচয় দেন। ফোনে ওসিকে জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যানকে তার নম্বরে ফোন করতে বলেন। বিশ্বাস করে ওসিও তাদের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন চালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ের সড়কটি ব্যস্ততম সড়কের মধ্যে একটি। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু বেশিরভাগ চালক কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। যেমন খুশি তেমন ভাবেই গাড়ি চালাচ্ছেন তারা।

এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে জ্যাম, ঘটছে দুর্ঘটনা। এ জন্য সিংহভাগ দায়ী গণপরিবহণগুলো। চালকরা বাসগুলো যত্রতত্রভাবে পার্কিং করে যাত্রী ওঠা-নামা করাচ্ছেন। একটির পিছনে আর একটি বাস আড়াআড়ি করে রেখে তৈরি করছে জ্যামের।

সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিল গতবছর। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেয়া হয়েছিল নানা উদ্যোগ। তৈরি করা হয়েছে সড়ক নিরাপত্তা আইন ২০১৮।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবাইকে এক প্রকার বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে পুরো সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বাস চালকরা।

নিউমার্কেট থেকে সায়েন্সল্যাব সড়ক ঘুরে দেখা যায়, নির্ধারিত স্থানে গাড়ি না থামিয়েই সড়কের মাঝে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলছেন ও নামিয়ে দিচ্ছেন চালক ও হেলপাররা। এছাড়া লেন বিধি না মেনে ও পাল্লা দিয়ে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ফলে সড়কে তৈরি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। নির্ধারিত স্থান ছাড়া বাসের দরজা লাগিয়ে রাখার নিয়ম থাকলেও মানা হচ্ছে না তা। ডেকে ডেকে বাসে যাত্রী তোলা হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ দেখলেই বন্ধ করে দিচ্ছে দরজা। এ বিষয়ে রোববার দুপুরে সায়েন্সল্যাব ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টি পাত

জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগ

রাজশাহীতে অর্ধশত কোটি টাকার ড্রেন কাজে আসছে না

রাজশাহী প্রতিনিধি ▸

রাজশাহী সিটি করপোরেশন অর্ধশত কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে নগরীজুড়ে নির্মাণ করেছে ড্রেন। কিন্তু সেই ড্রেন কোনো কাজে আসছে না। সামান্য বৃষ্টিতে নগরজুড়ে দেখা দিচ্ছে জলাবদ্ধতা। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে। খোদ মেয়রের বাড়িতে যাওয়ার সড়কে জমে থাকছে হাঁটু পানি। এখন আষাঢ় মাস। কিন্তু রাজশাহীতে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001Certified

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
চেঙ্গাইন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক

সুপ্রিয় সম্মানিত গ্রাহক,

১। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভাল আছেন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে ৩০ বছরে পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ লক্ষ। বর্তমান সরকারের আমলে ১০ বছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। তখন আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সক্ষমতা ছিল মাত্র ২,০০০ মেঘাওয়াট। আজ আমরা পল্লী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত সরবরাহ করছি ৭,০০০ মেঘাওয়াট। ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৪০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। কেবলমাত্র ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১২১টি উপজেলা আগামী জুন মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করছি। তখন পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে।

২। ঘরে ঘরে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহে আমাদের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কারিগরী সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। এতে কোন কোন সময় আপনাদের কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রাহকদের দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ হয়রানিমুক্ত সরবরাহের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকল্প গ্রহণ, অর্থ প্রদানসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্বিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের মহান নেতা স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। আজ গ্রাম বাংলার সর্বত্র উন্নয়নের কর্মকাণ্ড দ্রুত গতিতে দৃশ্যমান হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে সর্বত্র বিদ্যুতের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

৩। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ" (১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১) পালিত হবে। এ বর্ষকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করার জন্য আমরা "মুজিব বর্ষ - পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ" হিসেবে পালন করব। এ এক বছর আমরা পল্লী অঞ্চলের আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের নিকট গিয়ে "উঠান বৈঠক" করব। এ বৈঠকের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সমস্যা সরাসরি আপনাদের মুখ থেকে শুনে দ্রুততম সময়েই সমাধান করব। "উঠান বৈঠকে" নিম্নের বিষয়সমূহ আলোচনা করা যেতে পারে:

(ক) গ্রাহক হয়রানি নির্মূল ও দালাল প্রতিরোধের মাধ্যমে উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান;
(খ) নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ;
(গ) "রাইট-অব-ওয়ে" বাস্তবায়ন;
(ঘ) পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার; নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ; অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার/ বিদ্যুৎ চুরি/পার্শ্ব সংযোগ হ্রাসকরণ;
(ঙ) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ।

৪। আমি বিশ্বাস করি "পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠকের" মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাবলী জানার আমাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হয়রানিমুক্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনাদের বিজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবো। তাই "পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক" কে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। বিষয়টি সকলকে অবহিত করুন এবং অন্যদেরকে নিয়ে "উঠান বৈঠকে" যোগদান করুন। আমার পত্রটি পাঠ করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাল থাকুন। আল্লাহ্ হাফেজ।

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

প্রকাশক ও সম্পাদক : মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্বাহী সম্পাদক : তালুকদার রুমী, প্রকাশক কর্তৃক মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়াপল্টন, থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত এবং ৮৫/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৮৫/১, নয়া পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৯১৪৬, ৯৩৬০০২৪, মোবাইল : ০১৭১২-৬৩১১৩২, ০১৭১৫-৭৯২৫০২, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৫৫০০৪, E-mail : panjereep@gmail.com, panjereep@yahoo.com